উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৩ ফাল্গুন ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 8 March 2026 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 287

Toll Free
1800 1200 111

asg eye hospital
Only The Best

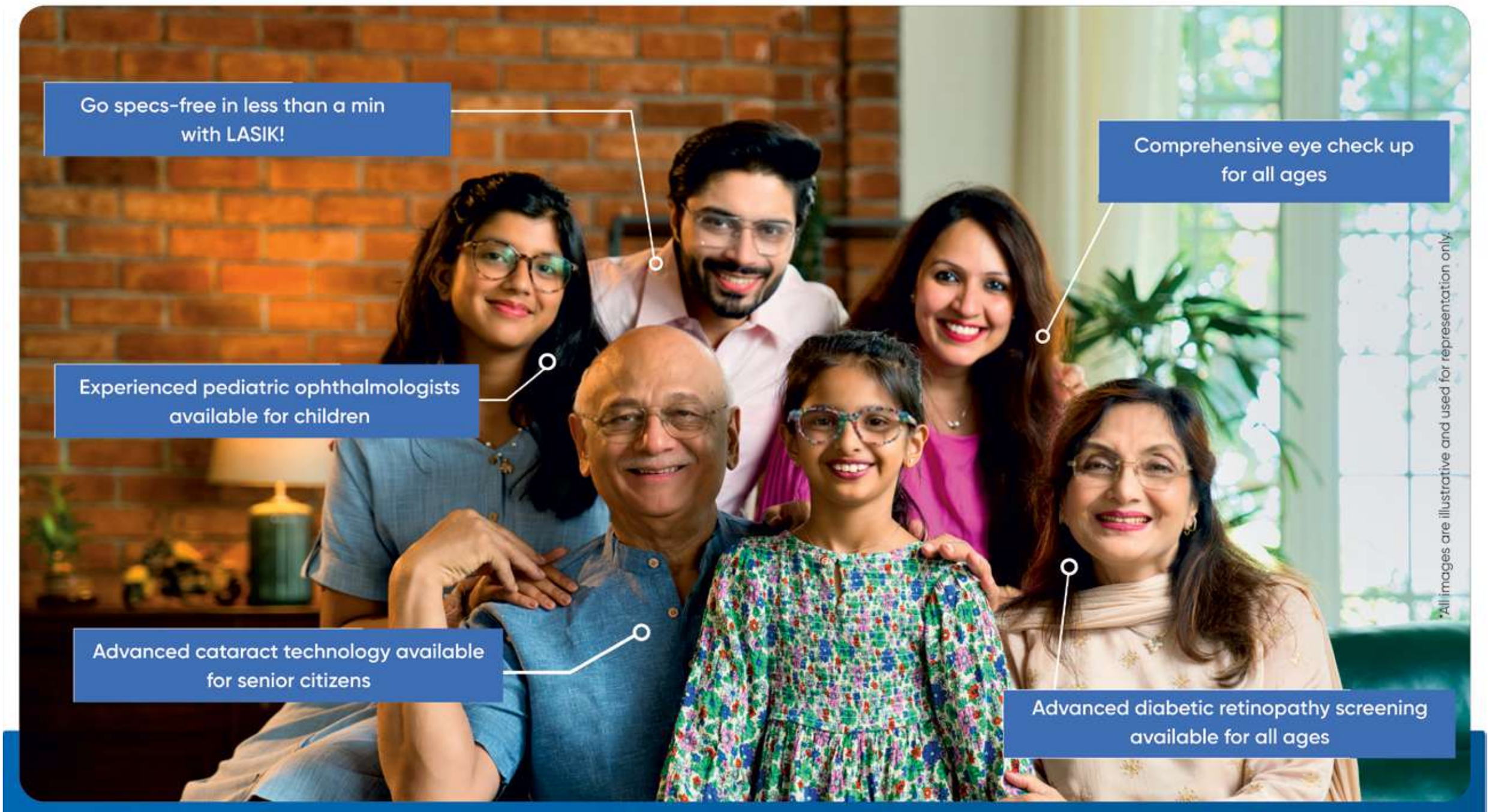

ছানি | রেটিনা | গ্লুকোমা | স্কুইন্ট | ওকুলোপ্লাস্টি | কর্নিয়া | পেডিয়াট্রিক অফথালমোলজি

₹0/-

চিকিৎসকের পরামর্শ এবং উল্লিখিত চোখের পরীক্ষা সম্পূর্ণ বিনামুল্যে।

৮ মার্চ, ২০২৬ থেকে ৭ এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত

*এই অফার শুধুমাত্র অগ্রিম নথিভুক্ত নতুন পেশেন্টের জন্য প্রযোজ্য

* অফার অন্তর্ভুক্ত

- বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের উপদেশ ও পরামর্শ
- রেটিনার পরীক্ষা
- স্লিট ল্যাম্প পরীক্ষা
- চশমার সঠিক পাওয়ার জানুন
- গ্লকোমা স্ক্রিনিং (আই ও পি পরীক্ষা করান)

The availability of the eye tests listed may vary from centre to centre.

Contact for registration

0353-2642888 | 0353-2642000 | 7363003333 | 7365000561 | 9051704411

Pranami Mandir Road, Sevoke Road, Siliguri

Find us on Google Maps
QR_Hospital location

শিলিগুড়িতে আমাদের বিশেষজ্ঞরা

DR. MANAS CHOUDHURY	DR. UTPAL HALDER	DR. JAYSHREE MANDAL	DR. NIKHIL VINIL MAYEKAR	DR. ANNESHA SARKAR
MBBS MS	MBBS, MS, FVRS (MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON) (ARVIND EYE HOSPITAL,TAMIL NADU)	MBBS, DNB, FIAS, FPOS	MBBS,DO	MBBS, DOMS, DNB (Aravind), FSSDN (ORBIT & OCULOPLASTY), FFAC (FACIAL & CLINICAL COSMETOLOGY)
CATARACT & GLAUCOMA	SPECIALIST IN UVEA & VETREO- RETINAL SURGERY	CATARACT, PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY AND SQUINT	CATARACT & REFRACTIVE SURGEON	OCULOPLASTY & COSMETIC SURGEON
Su Mo Tu We Th Fr Sa	Su Mo Tu We Th Fr Sa	Su Mo Tu We Th Fr Sa	Su Mo Tu We Th Fr Sa	Su Mo Tu We Th Fr Sa

Doctors Availability Status Available Unavailable

TPA & Coshless Facility Now Available

SUN OPEN ON SUNDAY | TIME 8:00AM TO 8:00PM

Scan QR for Booking appointment online
www.asgeyehospital.com

EMPANELLED WITH CGHS, ECHS, WBHS, ESIC, COAL INDIA, EPFO, CAPF, VECC, AAI, POWERGRID, BOSE INSTITUTE, SAHA INSTITUTE, WBPDCL, EXIDE INDUSTRIES, WBSEDCL (RETD), SAIL (RETD), KOLKATA & WEST BENGAL POLICE, PORT TRUST, SOUTH EASTERN RAILWAY, FCI, EPFO, NHPC AND ALL MAJOR TPA's & INSURANCE COMPANIES (PPN) ALL CASHLESS NO REIMBURSEMENT *T&C Apply

Our Network - Guwahati (Down Town & Paltan Bazar), Jodhpur (Pal Link Road & Pasta), Jaipur (Bhagwan Das Road & Shyam Nagar), Bikaner, Nagaur, Udaipur, Patna (Rajendra Nagar& Danapur), Hajipur, Muzaffarpur, Darbhanga, Raipur, Delhi (Model Town & Pitampura), Panjim, Kolkata (Sreebhumi, B. T. Road,Tollygunge), Siliguri, Bhubaneswar, Srinagar, Pune, Aurangabad, Pimpri, Nashik, Dombivli, Vashi, Kanpur, Varanasi, Lucknow (Gomti Nagar),Aligarh, Mysore, Ahmedabad (Relief Road,Nehrunagar Branch,Isanpur Branch,Sola) Anand, Surat, Bhopal, Indore, Ujjain, Gwalior, Sehore, Jabalpur, Ludhiana, Amritsar, Jamshedpur, Dhanbad, Ranchi, Kampala, Kathmandu, Guntur, Kakinada, Kurnool, Nellore, Tirupati, Vijayawada, Gajuwaka, Vizag, Anantapur, Hyderabad (Kukkarpally, A.S Rao Nagar, Begumpet, Chanda Nagar, Dilshuk, Santosh Nagar, Secunderabad), Karimnagar, Khammam, Warangal, Chennai (Ambattur, Chrompet, Madipakam, Neelankarai, Perambur, Poonmalle, Saidapet, Tambaram, Tondiarpet, Vadapalani, Coimbatore (K Muthur, L Mills, R.S.Puram, Thudiyalur), Madurai (Anna Nagar, By- Pass, Thirunagar), Trichy (Trichey Main, Kattur), Ramnad (Paramakudi, Salem, Salem Main, Ammapet, Hosur (Krishnagiri), Ambur (Tirupattur), Kanchipuram, Vellore, Coonoor (Nilgiris), Dharmapuri, Erode, Pollachi, Tirupur, Namakkal, Karaikudi, Karur, Kumbakonam, perambalur, pudukottai, Tanjore, Dindugal, Nagarkoil, Sivagangai, Theni, Tirunelveli, Tuticorin, Thiruvallur, Bangalore (Banaswadi, Banneerghatta, Bommanahalli, Hsr Layout, Jayanagar, Koramangala, Maratha, Raja Rajeswari, Rajaji, RT Nagar, Sarakki, Yelahanka, Whitefield), Belgaum, Davengere, Dharwad, Hassan, Hubli, Kolar, Mysore, Shimoga, Tumkur, Calicut, Kochi, Kannur, Kottayam, Thrissur, Thiruvananthapuram, Trivandrum, Trivandrum, Pondycherry,Karaikal.

শিকল ভাঙার গান

নারী মানেই কেবল মানিয়ে নেওয়ার গল্প নয়, নারী মানে প্রতিকূলতা পেরিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর স্পর্ধাও। প্রথাগত ছক ভেঙে নিজেদের শর্তে বাঁচতে শেখা এমনই নারীদের জীবনের অদেখা দিক নিয়ে আমাদের এবারের বিশেষ আয়োজন। পড়ুন ছাই থেকে ফিনিক্স হয়ে ওঠার এই পাঁচটি গল্প, যা প্রতিদিন নতুন করে প্রেরণা জোগাবে।

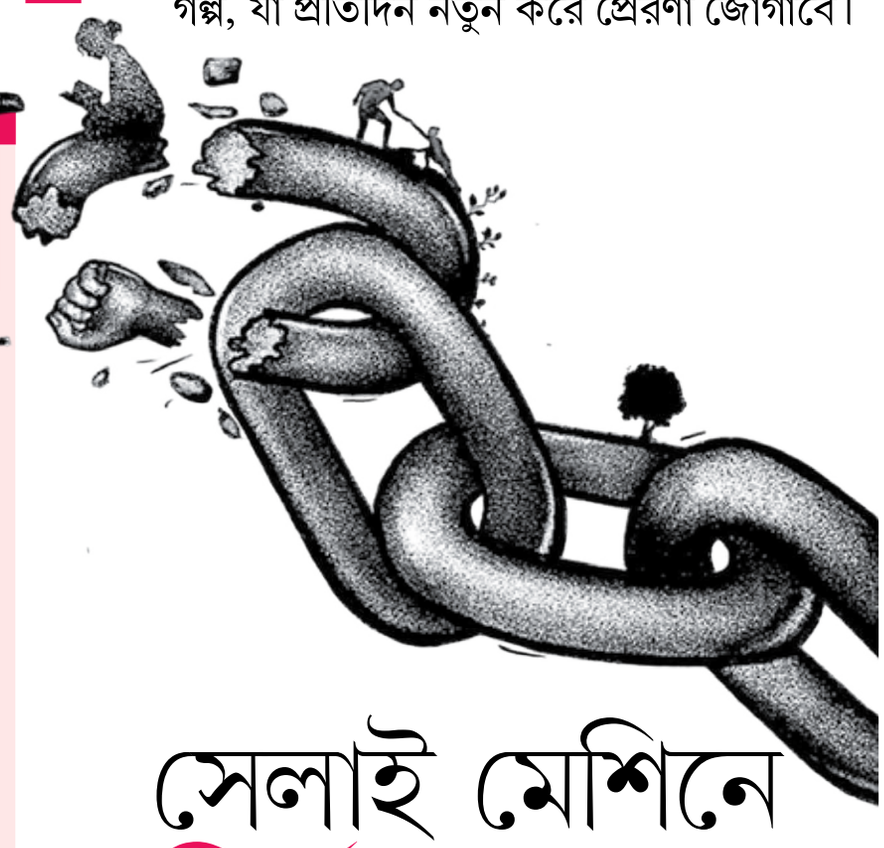

শৌচ-বিপ্লবে দিশারি চাকুলিয়ার সুনীতা

মহম্মদ আশরাফুল হক

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে যখন বিশ্বজুড়ে নারীশক্তির জয়গান, তখন চাকুলিয়ার এক অখ্যাত গ্রামে নিঃশব্দে বিপ্লব ঘটিয়েছেন এক সাধারণ গৃহবধূ। নদীর পাড়ে বা জঙ্গলে শৌচকর্মের লজ্জাজনক প্রথাকে উপড়ে ফেলে যিনি জ্বেলেছেন স্বাস্থ্য ও সম্মানের আলো, তাঁর নাম সুনীতা মুর্মু। মাত্র পঞ্চম শ্রেণি পাশ এই নারীই আজ সমাজের প্রকৃত পথপ্রদর্শক।

চাকুলিয়া, ৭ মার্চ : ভোরের আলো ভালো করে ফোটার আগেই চাকুলিয়ার লাধি তালতলা গ্রামের ধুলোমাখা পথ ধরে নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ সকলের নদী বা জঙ্গলের দিকে ছুটে চলাটা ছিল রোজকার চেনা ছবি। খোলা মাঠে মলমূত্র ত্যাগের এই লজ্জাজনক অভ্যাসের গভীরে পরতে পরতে লুকিয়ে ছিল চরম দারিদ্র্য আর সচেতনতার ঘোর অভাব। কিন্তু ২০১৫ সালে এই অন্ধকারের বুকে দাঁড়িয়ে প্রথম প্রতিবাদের মশাল জ্বেলেছিলেন পরিযায়ী শ্রমিক গণ্ডগোল হাঁসদার স্ত্রী সুনীতা।

বহুকাল ধরে চলে আসা চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে মুখ খোলায় সমাজ তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করেছে, পুরোনো রীতির দোহাই দিয়ে দমিয়ে রাখতে চেয়েছে বারবার। কিন্তু প্রথাগত শিক্ষায় মাত্র পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়া এই অদম্য নারী কখনও হার মানতে শেখেননি। নিজের লক্ষ্যে অবিচল থেকে তিনি গ্রামের আরও পাঁচজন সাহসী মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে গড়ে তোলেন 'মালতী বাহিনী'। স্থানীয় সুবাসিত মালতী ফুলের মতোই সৌন্দর্য ও অসীম শক্তির প্রতীক হয়ে এই বাহিনী প্রতিদিন বাড়ি বাড়ি ঘুরে স্বাস্থ্য এবং মর্যাদার বার্তা ছড়িয়ে দিতে শুরু করে। বিরোধিতার পাহাড় ডিঙিয়ে তাঁদের সেই অক্লান্ত প্রয়াস বৃথা যায়নি।

স্থানীয় বাসিন্দা আনানিয়াল মুর্মুর কথায়, 'আজ গ্রামের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ নিজস্ব শৌচালয় ব্যবহার করেন। পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনের নিরন্তর সহযোগিতায় এবং সরকারি প্রকল্পের হাত ধরে আজ ঘরে ঘরে শৌচালয় গড়ে উঠেছে, চিরতরে মুছে গিয়েছে খোলা মাঠের সেই গ্লানিময় দৃশ্য।'

সুনীতার এই আলো দেখানোর লড়াই কেবল স্যানিটেশনেই থেমে থাকেনি। আর এক বাসিন্দা রামসাই বাসকে গর্বের সঙ্গে জানান, অসুস্থ রোগীকে সঠিক সময়ে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া থেকে শুরু করে গ্রামের পথভ্রষ্ট মানুষদের মদের নেশা ছাড়িয়ে সুস্থ জীবনে ফেরাতেও তিনি সমান সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। নিজের ছেলেমেয়েদের মাধ্যমিকের গণ্ডি পার করানোর পাশাপাশি গ্রামের অন্য শিশুদেরও শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে স্কুলমুখী করেছেন তিনি।

সুনীতার মুখে এখন তৃপ্তির হাসি। বলছেন, 'এটা আমার একার কাজ নয়, সবার মিলিত প্রচেষ্টা। কিন্তু আমরা থামব না। আরও বহু এলাকায় আলো ছড়াতে হবে।'

চাকুলিয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বাসুদেব দে তাই অকপটে স্বীকার করেন, দশ বছর আগে যে গ্রাম থেকে একজন পড়ুয়াও খুঁজে পাওয়া যেত না, আজ সুনীতার অসীম সাহসেই সেই গ্রামের অনেক শিশু তাঁদের স্কুলে পড়াশোনা করে।

বেলন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আমিনা খাতুন সুনীতার এই কাজকে কুর্নিশ জানিয়ে তাঁকে অন্যান্য গ্রামের জন্য এক উজ্জ্বল 'মডেল' হিসেবে তুলে ধরেছেন। সাফল্যের এই শিখরে দাঁড়িয়েও অত্যন্ত বিনয়ী সুনীতা আজও স্বপ্ন দেখেন একটি ট্রাস্ট গঠন করে আরও বেশি অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর। আর্থিক অনটনের মেঘ থাকলেও তাঁর অদম্য চেষ্টা আজও অব্যাহত।

নারী দিবসের এই শুভলগ্নে কুসংস্কারের কঠিন শৃঙ্খল ভাঙা সুনীতা মুর্মুর এই নিরলস যাত্রা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে প্রমাণ করে, মনের ভেতর অটল সাহস থাকলে একজন নারী একাই হাজারো জীবনের দিশারি হয়ে উঠতে পারেন।

বিপদের চোখে চোখ রেখে

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ৭ মার্চ : আমাদের আশপাশে এমন অনেক মানুষ আছেন, যাঁদের জীবনের ওপর দিয়ে একের পর এক ঝড় বয়ে গিয়েছে। তাঁরা শান্ত মাথায়, মুখে হাসি নিয়ে সমস্ত ঝঞ্ঝা, বিপদের প্রতিটা রাত পার করছেন। তেমনি একজন মানুষের নাম পাতানি বর্মন। তিনি কোচবিহার-১ ব্লকের গৌরাঙ্গবাজার এলাকার বাসিন্দা। ৮০ বছর বয়সেও অটুট তাঁর মনের জোর। স্বামী মারা যাওয়ার পর সংসার চালানোর জন্য ৩৫ বছর বয়সে চা, মিষ্টির দোকান খুলেছিলেন পাতানি। এখনও নিজেই সেই দোকান চালান। জীবন নিয়ে তাঁর কোনও অভিযোগ নেই। সবসময় একটা স্মিত হাসি তাঁর ঠোঁটে লেগে থাকে।

খুব অল্প বয়সে পাতানির বিয়ে হয়েছিল। কম বয়সেই চার সন্তানের জন্ম দেন তিনি। স্বামী নগেন বর্মন গ্রামে গ্রামে মিষ্টি ফেরি করতেন। হঠাৎ করে স্বামী মারা যাওয়ায় পাতানির মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি হাট এলাকায় চা, মিষ্টির দোকান খোলেন। পাতানি বলেন, 'আমার স্বামী আমাকে বিভিন্ন মিষ্টি বানানো শিখিয়েছিলেন। সেটা খুব কাজে লেগেছিল। প্রথমদিকে খুব কষ্ট করে সংসার চালাতে হত। তারপর আস্তে আস্তে আমার বানানো খাবার মানুষের ভালো লাগা শুরু করে। সংসারে খানিক সাচ্ছল্য আসে।' এখনও এই দোকানে মানুষের ভিড় চোখে পড়ার মতো। পাতানির হাতে তৈরি চা, শিঙাড়া, পুরি-তরকারি না খেলে তাঁদের শান্তি হয় না বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

পাতানির মেয়ের বিয়ে হয়েছে অনেক বছর হল। দুই ছেলে শ্রমিকের কাজ করেন। তাঁদের সংসার আলাদা। আর এক ছেলে মারা গিয়েছেন। পাতানি এখন বিধবা পুত্রবধূর সঙ্গে থাকেন। নাতি-নাতনি এখন রোজগার করছেন। এখনও দোকান চালাচ্ছেন কেন, প্রশ্নের উত্তরে একটু হেসে পাতানি বলেন, 'যখন কিছুই ছিল না এই দোকানকে আঁকড়ে ধরেই বেঁচেছি। সংসার খরচ থেকে ছেলেমেয়েদের মানুষ করা সবটাই এই দোকান থেকে হয়েছে। সেই দোকান বন্ধ করে দেব?' তাঁর অবর্তমানেও যাতে দোকান চালু থাকে এখন সেই চেষ্টাই করছেন পাতানি। তাঁর পুত্রবধূকে হাতেকলমে সমস্ত শিখিয়ে দিচ্ছেন।

এই লড়াইয়ের জন্য গৌরাঙ্গবাজার হাইস্কুলের তরফে কয়েকদিন আগে পাতানিকে সম্মানিত করা হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক কান্তেশ্বর বর্মন বলেন, 'কঠিন বাধার সামনে তিনি হেরে যাননি। বরঞ্চ নতুন উদ্যমে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন।'

পাতানি হেরে যেতে পারতেন। থেমে যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি লড়াই জারি রেখেছেন। নারী দিবসে পাতানির গল্প আমাদের শেখায় ধৈর্য ধরে, সৎ পথে টানা পরিশ্রম করে গেলে সমস্ত অন্ধকার কেটে যায়। কেটে যেতে বাধ্য। লড়াই করতে করতে অবসাদ আর হতাশা যখন আমাদের ছেঁকে ধরবে, তখন এই গল্প আমাদের মনে পড়বে। মনে পড়বে এক ৮০ বছরের বৃদ্ধা সমস্ত বিপদের চোখে চোখ রেখে গুনগুন করছেন, 'ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু', হতাশা কেটে যাবে।

সেলাই মেশিনে স্বনির্ভরতার স্বপ্ন

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৭ মার্চ : ইচ্ছে থাকলে যে ঘরকন্নার কাজ সামলেও নিজের পায়ে দাঁড়ানো যায়, সেটাই শিখিয়ে দিয়েছেন লুকসানের সামিমা খাতুন। এই কাহিনী এক নারীর হাজারো নারীকে আত্মনির্ভরতার পাঠ দেওয়ার। সেলাই শিখিয়ে গত এক যুগ ধরে এভাবেই তিনি স্বনির্ভর করেছেন ডুয়ার্সের নানা এলাকার ৫ হাজার চা বাগান ও বস্তিবাসী তরুণী-মহিলাকে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বিশেষভাবে সক্ষমরাও। অনেকেই প্রশিক্ষণের সামান্য পারিশ্রমিকটুকুও দিতে পারেন না। তাতে অবশ্য পরোয়া নেই সামিমার।

তিনি বলছেন, 'মেয়েদের স্বাবলম্বী হওয়াটা অত্যন্ত জরুরি। এটা নিজে যেমন বুঝেছি, এই ভাবনা অন্যদের মধ্যেও ছড়িয়ে দিতে চেয়েছি এ কাজে নামার পর থেকেই। সেলাই শিখিয়ে আমি কী রোজগার করলাম, সেটাকে কখনও বড় করে দেখিনি, ভবিষ্যতেও দেখতে চাই না। মেয়েরা উপার্জন করতে শিখছে, এটাই জীবনের বড় পাওনা।'

বিয়ের পর ২০১৩ সাল থেকে সামিমা লুকসানের বাসিন্দা। ছোটবেলায় নিজে যা শিখেছিলেন, সেটাকেই হাতিয়ার করে সে বছর থেকেই এলাকায় সেলাই প্রশিক্ষণকেন্দ্র খোলেন। প্রথমে অনেকের তেমন আগ্রহ না থাকলেও ধীরে ধীরে বহু তরুণী, গৃহবধূ ও বয়স্ক মহিলারাও আকৃষ্ট হতে থাকেন। প্রতি ছ'মাসের জন্য একেকটি ব্যাচ চালু করেন তিনি। বর্তমান ব্যাচে তাঁর কাছে সেলাই শিখছেন ১১০ জন। এভাবে এ পর্যন্ত ৫ হাজার জনকে সেলাইয়ে পারদর্শী করে তুলেছেন সামিমা। গল্পের শেষ অবশ্য এখানেই নয়। ওই ৫ হাজার জনের কেউই আজ বসে নেই। বিন্নাগুড়ি থেকে মেটেলির বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে প্রত্যেকেই নিজের মতো করে কাজ করছেন। কেউ টেলারিং দোকানে, কেউ শপিং মলে, আবার কেউ নিজেই সেলাইয়ের দোকান খুলে নিয়েছেন। কিছু মহিলা আবার সামিমার কাছে শিখে নিজের এলাকায় অন্যদের শেখানোর জন্য প্রশিক্ষণকেন্দ্র খুলেছেন। সব মিলিয়ে আয়ের এক নতুন দিগন্ত খুঁজে পেয়েছেন তাঁরা।

কারণে-অকারণে বাবা-মা বা স্বামীর কাছে টাকার জন্য হাত পাতা ভুলে গিয়েছেন অনেকেই। লালঝামেলাবস্তির বধূ রেখা রায় যেমন বলছেন, 'সামিমা ম্যাডামের কাছে শিখে এখন নিজের বাড়িতেই সেলাই করি। ভালোই বরাত মেলে। এককথায় বেশ আছি।' লুকসানের ক্যারন লাইনের সুজাতা ওরাওঁ নামের এক তরুণীর কথায়, 'একটি দোকানে কাজ করি। যা মাইনে পাই, তাতে নিজের খরচটুকু উঠে যাওয়ার পাশাপাশি বাড়িতেও কিছু সাহায্য করতে পারি।'

চ্যাংমারি চা-বাগানের তরুণী প্রতীক্ষা ওরাওঁ। তিনি বলছেন, 'চাকরির যা বাজার, তাতে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর নিশ্চয়তা নেই। সেলাইটুকু শিখে নানা এলাকায় ঘুরে ঘুরে কাজ করছি।'

সামিমার উদ্যোগের এই স্বনির্ভরতার সোনালি আখ্যানে রয়েছেন বিশেষভাবে সক্ষম তরুণীরাও। যেমন লুকসান চা বাগানের গুদাম লাইনের অনীতা ওরাওঁ ও নেহা ছেত্রী। দুজনের কেউই কথা বলতে বা কানে শুনতে পান না। তাঁরাও সামিমার কাছে সেলাই শিখে নিজেদের গ্রামে কাজ করছেন এবং দিনে সাড়ে তিনশো থেকে চারশো টাকা আয় করছেন। তাঁদের সেলাই মেশিন কেনার জন্য সামিমাই আর্থিক সহযোগিতা করে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এমন উদাহরণ আরও বহু রয়েছে।

তিন কন্যার জননী সামিমা জানান, তাঁর কাছে যাঁরা সেলাই শেখেন, তাঁদের বেশিরভাগই দুঃস্থ পরিবারের এবং সামান্য পারিশ্রমিকটুকুও দিতে পারেন না। তা নিয়ে তাঁর কোনও আক্ষেপ নেই, ঠিকঠাক কাজ শিখিয়ে দেওয়াই তাঁর মূল উদ্দেশ্য।

লুকসান গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সোনালি বিশ্বাস মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, সামিমা প্রকৃত অর্থেই মহিলাদের কাছে এক বড় প্রেরণা।

নারী দিবস কেবলই এক উদযাপনের দিন নয়, বরং হাজারো প্রতিকূলতা পেরিয়ে সমাজের বুকে মাথা উঁচু করে ঘুরে দাঁড়ানোর অনুপ্রেরণা। এই বিশেষ দিনে ডুয়ার্সের প্রান্তিক জীবনের এক অদম্য নারীর গল্প বলে, কীভাবে কেবল ইচ্ছাশক্তি আর সুতোর টানে হাজারো মহিলার স্বনির্ভরতার পথ সুগম করা যায়।

তেলের নজেল থেকে ইউপিআই, সবেতেই দক্ষ

পেট্রোল পাম্পেও নারীরাই দি বস

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৭ মার্চ : তেলের নজেল হাতে গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মহিলারা। কখনও দুই চাকার গাড়িতে তেল ভরাচ্ছেন, তো কখনও আবার চার চাকার চালকের থেকে টাকা নিচ্ছেন। ক্যাশ থেকে অনলাইন পেমেন্ট, ইউপিআই ট্রানজ্যাকশন থেকে কার্ড সোয়াইপ- সবটাই দক্ষ হাতে সামলাচ্ছেন তাঁরা। বালুরঘাটের বিশ্বাসপাড়ার একটি পেট্রোল পাম্পে এই দৃশ্য এখন নিত্যদিনের। বালুরঘাট ব্লকের মাঝিগ্রামের রিনা বর্মন কয়েকবছর ধরে এই পেট্রোল পাম্পে কাজ করছেন। গ্রাম থেকেই প্রতিদিন যাতায়াত করেন তিনি। তাঁর মতোই বিভিন্ন শিফটে কাজ করেন একাধিক মহিলা।

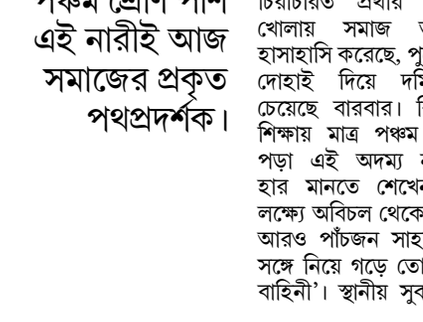

রিনা জানান, গ্রামে তেমন কাজকর্ম ছিল না। কিন্তু তিনি স্বাবলম্বী হতে চেয়েছিলেন। সে সময় পরিচিত একজনের কাছ থেকে জানতে পারেন বালুরঘাটের একটি পেট্রোল পাম্পে মহিলা কর্মী নিয়োগ করা হবে। তাঁর কথায়, 'মেয়েদের তো পাম্পে কাজ করতে দেখিনি। তখন ভাবলাম, আমিই কেন না প্রথম সেই মেয়ে হই বালুরঘাটে যে পেট্রোল পাম্পে কাজ করবে।' তারপর পাম্পে যোগাযোগ করে কাজ শুরু করেন তিনি। রিনা জানান, পাম্পের মালিকই তাঁকে ধীরে ধীরে সব কাজ শিখিয়ে দেন। 'প্রথমে ভয় লাগত ঠিকভাবে কাজ করতে পারব কি না। পরে বুঝলাম এমন কোনও কঠিন কাজ নয়, যা ছেলেরা পারে কিন্তু মেয়েরা পারে না। সেই সাহসের উপর ভর করেই এখনও কাজ করে চলেছি,' বলেন তিনি।

তবে শুরুতে পরিবারের তরফে আপত্তিও ছিল। রিনা বলেন, 'আমি পরিবারের লোকজনকে বোঝাই যে, আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হতে চাই। নিজের প্রয়োজনের জন্য বারবার বাড়ি থেকে টাকা চাইতে চাই না।' এখন নিজের অনেক শখ পূরণ করতে পেরেছেন তিনি। পরিবারও বিষয়টি মেনে নিয়েছে। যদিও গ্রামের অনেকেই প্রথম দিকে তাঁর পাম্পে কাজ করাকে বাঁকা নজরে দেখতেন। রিনার কথায়, 'মাথায় ছিল আজ যারা আমার কাজকে পছন্দ করছে না, একদিন তারাই প্রশংসা করবে। আগের মতো এখন আর অভাব নেই। জীবনে অনেক পরিবর্তন এসেছে।'

পাম্পের আরেক মহিলা কর্মী চন্দনা তপ্প জানান, আগে থেকেই এখানে মহিলাদের কাজ করতে দেখে তাঁরও সাহস হয়েছে। 'তাই এখানে কাজ শুরু করি। সহকর্মী ও পাম্প কর্তৃপক্ষের সাহায্যে এখন সব কাজ সামলাতে পারি', বলেন তিনি। চন্দনা জানান, অনেক মহিলা স্কুটি নিয়ে তেল ভরাতে এসে তাঁদের দেখে প্রশংসা করেন।

পাম্পের মালিক অরিন্দিপ বণিক জানান, বালুরঘাটের অন্য কোনও পাম্পে এখনও মহিলারা কাজ করেন না। তিনি বলেন, 'আমাদের ইচ্ছে ছিল মেয়েরাও এই ক্ষেত্রে এসে দক্ষতার পরিচয় দিক। পাশাপাশি তাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করাও আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। কাজের ক্ষেত্রে তারা ছেলেদের সমতুল্য এবং প্রতিনিয়ত নিজেদের দক্ষতার প্রমাণ দিচ্ছে।' তিনি জানান, এই পাম্পে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা অধিকাংশই গ্রাম কিংবা অনেক পিছিয়ে পড়া এলাকা থেকে এখানে কাজ করতে আসছেন। এখানে কাজ করে তাঁরা আত্মবিশ্বাসও ফিরে পেয়েছেন।

স্থানীয় অমিত সাহা বলেন, 'প্রথম দিকে বিষয়টা একটু অবাক লাগত। কিন্তু এখন দেখছি তাঁরা খুব দক্ষতার সঙ্গে সব কাজ সামলাচ্ছেন। এতে সমাজের অন্য মেয়েরাও কাজ করার উৎসাহ পাবেন বলে মনে হয়।'

নারী দিবস মানেই কেবল ক্যালেন্ডারের একটি বিশেষ দিন নয়, বরং নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণের এক নিরন্তর লড়াই। সেই লড়াইয়েই এবার এক অসামান্য রূপকথা তৈরি করলেন ফালাকাটার একশোজন নারী। হেঁশেলের গণ্ডি পেরিয়ে তাঁরা আজ শুধু স্বনির্ভর নন বরং কৃষিকাজে বিপ্লব এনে সমাজের প্রকৃত 'অন্নদাত্রী' হয়ে উঠেছেন।

ফালাকাটার বুকে স্বনির্ভর অন্নদাত্রীদের রূপকথা

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ৭ মার্চ : মাটির সোঁদা গন্ধ আর ফসলের বিস্তীর্ণ মাঠ বরাবরই কৃষকের ঘামের গল্প বলে। তবে সেই ঘাম যে কেবল পুরুষের নয়, ফালাকাটায় কান পাতলে এখন সেই সত্যিটাই শোনা যায়। রাষ্ট্রসংঘ ২০২৬ সালকে 'আন্তর্জাতিক নারী কৃষক বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করেছে। আর সেই ঘোষণাকে যেন আক্ষরিক অর্থেই সত্যি করে তুলেছেন এই ব্লকের একশোজন নারী।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্কালে, শনিবার কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাঁদের এই সাফল্যের আখ্যানই উঠে এল সকলের সামনে। একসময় যাঁদের জীবন বাঁধা ছিল সংসারের চার দেওয়ালে, আজ তাঁরাই কেউ মাশরুম চাষ করছেন, কেউবা মৌমাছি পালনে ব্যস্ত। জটেশ্বরের সুনীতা তিরকি, মনীষা বরা বা বিনীতা মুন্ডারা এখন মাশরুম চাষে রীতিমতো সাবলীল। সাফল্যের হাসি হেসে সুনীতা বলছেন, 'কৃষি দপ্তরের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ নিয়ে আজ আমরা বাড়িতেই মাশরুম চাষ করছি, এতে ভালো লাভও হচ্ছে।'

হিসাব বলছে, মাত্র ৭০ টাকা খরচে এক সিলিন্ডার মাশরুম ৩৫ দিন পর ২০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, অর্থাৎ লাভ প্রায় তিনগুণ।

অন্যদিকে, হেদায়েতনগর গ্রামের মহিলারা মেতেছেন মৌমাছি পালনে। কৃষি দপ্তরের দেওয়া বাক্স থেকে মাসে প্রায় দশ কেজি করে মধু মিলছে। লতিকা রায় ডাকুয়ার কথায়, 'এখন প্রতি কেজি মধু আমরা চারশো টাকা দরে বিক্রি করে লাভের মুখ দেখছি।'

শুধু মাশরুম বা মধু নয়, আনোয়ারা বেগম কিংবা মৌসুমি দাসরা দপ্তরের পঞ্চাশ শতাংশ ভরতুকিতে ধান কাটার মেশিন পেয়ে তা ভাড়া খাটাচ্ছেন। ময়রাডাঙ্গার নির্মলা মণ্ডল বা গৌরী সরকারের মতো মহিলারা পেয়েছেন জলসেচের পাইপ। কেউ বিনামূল্যে বীজ পেয়ে শুরু করেছেন মশুর ডালের চাষ।

সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয় হল, ধনীরামপুর ও তালুকেরটারির মতো গ্রামে মহিলারা একত্রিত হয়ে গড়ে তুলেছেন 'ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানি' (এফপিসি), যা এতদিন কেবল পুরুষদেরই একচেটিয়া অধিকার ছিল।

ফালাকাটা ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা সুপ্রিয় বিশ্বাসের গলায় এদিন ঝরে পড়ল তৃপ্তি। তিনি বলছেন, 'কে কোন ক্ষেত্রে উপকৃত হয়েছেন, তা সকলের সামনে তুলে ধরাই আমাদের উদ্দেশ্য, যাতে আরও বেশি নারী এই কাজে উৎসাহিত হন।'

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষচন্দ্র রায়। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা মৌলিতা চট্টোপাধ্যায় ও নৃপা বিশ্বাস নারীদের চাষাবাদ নিয়ে নানা মূল্যবান পরামর্শ দেন। আর ধানবীজ বাছাইয়ের সহজ পাঠ দেন কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক তানিয়া বক্সী। সবশেষে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে এই অদম্য নারীশক্তিকে কুর্নিশ জানানো হয়। এই নারীরা প্রমাণ করে দিলেন, সুযোগ পেলে তাঁরাও মাটির বুকে অনায়াসে সোনা ফলাতে পারেন।

রংদার
হিমালয়ের পাদদেশের অস্থির মাটির নীচে লুকিয়ে বিপন্নতা, সাহিত্যের বিবর্তনে চেতনার উত্তাল ঢেউ আর উত্তরে হারিয়েছে হিমেল শীতের সেই নস্টালজিয়া। যান্ত্রিকতার ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া শৈশব আর প্রকৃতির সঙ্গে ছিন্ন সম্পর্ক এক সুতোয় বাঁধা।
কাঁপুনি
১২ থেকে ১৪-র পাতায়

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

দাদ হাজা চুলকানি
মাত্র তিনবার ব্যবহারেই আরাম পান
মনমোহন জাদু মলম
Manmohan JADU MALAM
MK Since 90 Years
Ph : 9830303398

ইরানি নৌসেনার ত্রাতা দিল্লি ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৪°	২১°	৩৪°	২২°	৩৫°	২১°	৩০°	১৯°

দিল্লির গদি টলানোর হুঁশিয়ারি ৩

বিড়লার পাশে এবার নমো
ভোল বদল তৃণমূলের ৫

শিলিগুড়ি ২৩ ফাল্গুন ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 8 March 2026 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 287

জানি না মমতাদির আমার ওপর কী রাগ! আমিও বাংলার মেয়ে। কিন্তু আমাকে বাংলায় আসতে দেওয়া হয় না।
-দ্রৌপদী মুর্মু, রাষ্ট্রপতি

কোনও দিন এ কোনও দিন বি আসছে। আমাদের কাজকর্ম নেই নাকি! সারাদিন পিছন পিছন ঘুরে বেড়াতে হবে?
-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্যমন্ত্রী

পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকার সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করেছে। এটা লজ্জাজনক ও অভূতপূর্ব।
-নরেন্দ্র মোদি, প্রধানমন্ত্রী

রুষ্ট রাষ্ট্রপতি

গোঁসাইপুরের কর্মসূচিতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু (বাঁয়ে)। বিধাননগরে রাজু বিস্টকে পাশে নিয়েই ক্ষোভ প্রকাশ রাষ্ট্রপতির। শনিবার। ছবি : সূত্রধর ও সংবাদচিত্র

সভাস্থলের কাছে কুকুরের মৃতদেহ

রাহুল মজুমদার

বাগডোগরা, ৭ মার্চ : দ্রৌপদী মুর্মুর শিলিগুড়ি সফর ঘিরে বিতর্ক দানা বেঁধেছে পরতে পরতে। দেশের রাষ্ট্রপতি যে সম্মেলনে যোগ দেবেন, তার আয়োজনে চরম অব্যবস্থার ছবি ধরা পড়ল শনিবার।

সভাস্থলের কাছেই পড়ে ছিল কুকুরের মৃতদেহ। বিকট দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল। গোঁসাইপুরের এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার মাঠটি ঠিকমতো পরিষ্কারই করা হয়নি। নবম আন্তর্জাতিক সাঁওতাল কনফারেন্সের জন্যে যে মঞ্চ বাঁধা হয়েছে, বিজেপি কিংবা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সম্মেলনেও তার থেকে ভালো মানের তৈরি করা হয়।

সভাস্থলের আশপাশ পুলিশে ছয়লাপ ছিল, প্রতিটি গেটের সামনে মেটাল ডিটেক্টর হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন উর্দিধারীরা। অথচ, সবকিছুই যেন লোকদেখানো মাত্র। যে কেউ তাঁদের সামনে দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ছিলেন। পাসও যাচাই করা হচ্ছিল না সেভাবে। এপ্রসঙ্গে স্থানীয় পুলিশ-প্রশানের কেউই আর মুখ খুলতে চাইছেন না।

সভাস্থলের চারপাশ কাপড় দিয়ে ঢাকা হয়েছিল। সেই কাপড়ের বেশ কিছু অংশ ছেঁড়া, কোনওদিকে আবার নীচের অংশ উঁচু করে অনায়াসে প্রবেশ করা যাচ্ছিল। যে পোডিয়ামে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রপতি ভাষণ দেবেন, সেটাও যথেষ্ট পুরোনো। কোনওরকমে রং করে এনে দাঁড় করানো হয়েছে। সবমিলিয়ে দেশের সাংবিধানিক প্রধানের কর্মসূচিতে ব্যবস্থাপনার এমন হাল দেখে রাজ্যের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

দীর্ঘদিন ধরেই কাজ চলছিল মাঠে। কেন জেলা প্রশাসন পুরো বিষয়টির ওপর নজর রাখল না- সেই প্রশ্নও উঠছে। এদিন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলছেন বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট। আগেই কেন তাঁর হুঁশ ফিরল না? স্থানীয় বিধায়ক থেকে সাংসদ, সবাই তো কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলেরই। এখন অবশ্য তৃণমূল আর বিজেপি,

এরপর আটের পাতায়

দ্রৌপদী-মমতার পারস্পরিক টক্কর

রাহুল মজুমদার ও সৌরভ রায়

বাগডোগরা ও ফাঁসিদেওয়া, ৭ মার্চ : রাজ্য প্রশাসনের বেনজির সমালোচনা রাষ্ট্রপতির মুখে। শিলিগুড়ির কাছে তাঁর একটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করলেন দ্রৌপদী মুর্মু। কর্মসূচিটি ছিল আন্তর্জাতিক সাঁওতাল সম্মেলন। রাজ্য প্রশাসনের বাধায় সেই অনুষ্ঠানস্থল চারবার বদলাতে হয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ। রাজ্যের আদিবাসীরা সরকারি সুযোগসুবিধা ঠিকমতো পান কি না, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন তিনি।

তারপরেই রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের নাম ধরে সমালোচনা করেন দেশের সাংবিধানিক প্রধান। তিনি বলেন, 'মমতাদি আমার ছোট বোন। জানি না, ওঁর আমার ওপর কী রাগ! আমিও বাংলার মেয়ে। কিন্তু আমাকে বাংলায় আসতে দেওয়া হয় না।' অনুষ্ঠানটি প্রথমে বিধাননগরে করতে চেয়েছিলেন সাঁওতাল সম্মেলনের উদ্যোক্তারা। কিন্তু প্রশাসন অনুমতি দেয়নি বলে অভিযোগ।

কিছুক্ষণের মধ্যে কলকাতায় ধর্মতলায় তৃণমূলের ধর্না মঞ্চ থেকে এই অভিযোগের জবাব দিয়ে রাষ্ট্রপতিকেই কাঠগড়ায় তোলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'মাননীয় রাষ্ট্রপতিকে আমি সম্মান করি। কিন্তু তাঁকে পলিটিক্স বেচতে পাঠানো হয়েছে। বিজেপির অ্যাজেন্ডা বেচতে পাঠানো হয়েছে। মাননীয় রাষ্ট্রপতি আপনার প্রতি আমার অনেক শ্রদ্ধা। কিন্তু আপনি বিজেপির নীতির ফাঁদে পড়েছেন।'

তাঁর সংযোজন, 'এটা আমাদের প্রোগ্রাম নয়। এটা তো আমরা জানিই না। কবে আসবেন, কবে যাবেন- সেটুকু তথ্য থাকে শুধু। কিন্তু সারাদিন যদি কেউ না কেউ আসে... কোনও দিন এ কোনও দিন বি আসছে। আমাদের কাজকর্ম নেই নাকি! সারাদিন পিছন পিছন ঘুরে বেড়াতে হবে?' রাষ্ট্রপতির উদ্দেশে মমতার পরামর্শ, 'বছরে একবার আসুন না। আমরা রিসিভ করব। ৫০ বার এলে... আমার টাইম আছে এত? মানুষের জন্য ধর্নায় আছি। যাব কী করে!'

দেশের সাংবিধানিক প্রধানকে উদ্দেশ্য করে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের এমন সব মন্তব্যের পরই রাজ্যের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, 'পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকার সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করেছে। এটা লজ্জাজনক ও অভূতপূর্ব। গণতন্ত্র ও জনজাতি গোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী সমস্ত মানুষ মর্মাহত। জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষ রাষ্ট্রপতির প্রকাশিত বেদনা ও উদ্বেগ ভারতের মানুষের মনে গভীর দুঃখের সঞ্চার করেছে।'

RAMKRISHNA IVF CENTRE
Delivering A Miracle
আপনার শুন্য ঘরে সন্তান আসুক আলো করে
IVF TEST TUBE BABY IUI • ICSI
আইএসএআর মান্যতা প্রাপ্ত IVF সেন্টার
আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি M: 9800711112

বিধাননগরের বদলে শেষপর্যন্ত গোঁসাইপুরে সম্মেলন হয়। কিন্তু গোঁসাইপুরে সম্মেলনে ভাষণ দিয়ে তিনি নিরাপত্তার প্রোটোকল উড়িয়ে আগাম কিছু না জানিয়ে চলে যান বিধাননগরে। সেখানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেন, ''আমি বিধাননগরের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু রাজ্য প্রশাসন রিপোর্ট দিয়েছে বিধাননগর 'কনজেসটেড'। তাতে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। তাই গোঁসাইপুরে নিয়ে গিয়েছে অনুষ্ঠান।''

তাঁর অভিযোগ, 'সেখানে আমাদের লোক যেতেই পারেননি। এখানে অনুষ্ঠান করাই যেত। অন্তত পাঁচ লক্ষ লোক জমায়েত হতেই পারত। তাই ভাবলাম, নিজেই চলে যাই। তাই চলে এলাম। খুব ভালোভাবেই এলাম। আমি প্রশাসনের এই ব্যবহারে খুব দুঃখ পেয়েছি।'

গোঁসাইপুরে নবম আন্তর্জাতিক সাঁওতাল কনফারেন্সস্থলে পৌঁছে তিনি দেখতে পান, কোথাও টেন্টের কাপড় ছেঁড়া। বসার আসন বেশিরভাগ ফাঁকা। কিছু লোক বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। রাষ্ট্রপতির আগে আয়োজক সংগঠনের কার্যনির্বাহী সভাপতি নরেশকুমার মুর্মু তাঁর ভাষণে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, 'রাজ্য সরকার রাষ্ট্রপতির অনুষ্ঠানের জন্যে সভাস্থলে এক গাড়ি মাটিও ফেলেনি। রাষ্ট্রপতির জন্যে তৈরি গ্রিনরুমে টয়লেট ব্লকেরও ব্যবস্থা করে দেয়নি।'

এরপর রাষ্ট্রপতি প্রথম সাত মিনিট হিন্দিতে, পরের সাড়ে নয় মিনিট সাঁওতালি ভাষায় ভাষণের ছত্রে ছত্রে রাজ্যের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, 'সভাস্থল দেখে আন্তর্জাতিকমানের কনফারেন্স বোঝাই যাচ্ছে না।

এরপর আটের পাতায়

'মাঝপথেই চলে যাচ্ছেন যে...'

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক বসেছিল। আর সেই বৈঠকেই নেতৃত্বের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হল। শনিবার তৃণমূল কংগ্রেসের মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভার বৈঠকের ঘটনা। দলীয় সূত্রের খবর, বৈঠকের মাঝপথে চেয়ারম্যান এবং কোর কমিটির এক সদস্য বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় দলেরই এক নেতা ওই ঘটনার প্রতিবাদ করেন। এরই জেরে দু'পক্ষের মধ্যে তুমুল বাদানুবাদ শুরু হয়। সেখানে উপস্থিত অন্য নেতা-নেত্রীরা এতে রীতিমতো হতচকিত হয়ে পড়েন। তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল অবশ্য বলেন, 'খুবই ভালো বৈঠক হয়েছে। কোনও সমস্যা হয়নি।'

বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়নি। কোনও রাজনৈতিক দল প্রার্থীতালিকাও ঘোষণা করেনি। কিন্তু তৃণমূল ভালোভাবেই ইতিমধ্যে ভোটের ময়দানে নেমে পড়েছে। গত কয়েকদিন ধরে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে দলের বৈঠক হয়েছে। সেখানে সম্ভাব্য প্রার্থী স্বপ্না বর্মনকে সামনে রেখেই তৃণমূল আসনটি পুনরুদ্ধারের রুটম্যাপ তৈরি করছে।

একইভাবে জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা নিয়ে শিবমন্দিরের দলীয় নির্বাচনি কার্যালয়ে বৈঠক ডেকেছিলেন। সেখানে দলের মাটিগাড়া এবং নকশলাবাড়ি ব্লক নেতৃত্ব, বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতৃত্বকে ডাকা হয়েছিল। বেলা ১১টার পরে গৌতম দেব সেখানে পৌঁছানোয় পর বৈঠক শুরু হয়। রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে যাওয়ার তাড়া থাকায় গৌতম আগেই বক্তব্য রেখে চলে যান। এর পরেই কোর কমিটির সদস্য অরুণ ঘোষ বক্তব্য রাখেন। তৃতীয় বক্তা হিসাবে জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে নেন। তিনি কিছুক্ষণ ভাষণ দিয়ে

সোনা, রুপা না গলিয়ে মেশিনের সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়।
নগদ অর্থের বিনিময়ে পুরাতন সোনা ও রুপা কেনা হয়!
ADYAMA GOLD JEWELLERY
Sevoke Road, Siliguri
9830330111

তৃণমূলের বৈঠকে ছড়াল উত্তেজনা

মাইক্রোফোন দলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি'র জেলা সভাপতি নির্জল দে'র হাতে দেন।

অভিযোগ, নির্জল বক্তব্য রাখতে শুরু করা মাত্রই অরুণ ঘোষকে নিয়ে সঞ্জয় বৈঠক থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় নির্জল চেয়ারম্যানকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আপনি বৈঠক ডেকেছেন। অথচ আপনি নিজের বক্তব্য রেখেই চলে যাচ্ছেন। তাহলে আমাদের বক্তব্য কে শুনবে? চেয়ারম্যান বৈঠক ছেড়ে যাওয়া মানে তো বৈঠকই শেষ।' তিনি আরও সংযোজন করেন,

এরপর আটের পাতায়

No Filters.
No Bias.
Just The Truth.
সাদা কে সাদা কালো কে কালো বলাই আমাদের ধর্ম
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আত্মসমর্পণ নয়তো ধ্বংস, বার্তা ট্রাম্পের

তেহরান ও ওয়াশিংটন, ৭ মার্চ : ইরানে যেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভেনেজুয়েলার ছক। গ্রেট আমেরিকা এগেইন-এর মতো গ্রেট ইরান এগেইন স্লোগান এখন মার্কিন প্রেসিডেন্টের মুখে। তেহরানের পক্ষ থেকে শনিবার প্রতিবেশী দেশগুলিতে অনাক্রমণের বার্তা দেওয়া হয়েছে। গত এক সপ্তাহ ধরে ওই দেশগুলিতে ইরানের হামলার পর এই সংযমের বার্তার দিনই আবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট দাবি করেছেন, তিনিই ইরানের নতুন শাসক ঠিক করে দেবেন।

নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করতে ইতিমধ্যে তেহরানকে বার্তা দিয়েছে ওয়াশিংটন। গত কয়েকদিন ধরে দুবাই, কাতার, বাহরিন ও সৌদি আরবের বিভিন্ন সামরিক ও বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র। শনিবার এক টেলিভিশন ভাষণে এই 'অনিচ্ছাকৃত হামলা'র জন্য ক্ষমা চেয়েছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান। তবে আমেরিকার দেওয়া 'নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের' প্রস্তাব সপাটে খারিজ করেছেন। তাঁর দাবি, 'আমাদের আত্মসমর্পণের স্বপ্ন নিয়ে শত্রুরা কবরে যাবে।'

পেজেশকিয়ান বলেন, 'প্রতিবেশীদের কাছে আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং ইরানের পক্ষ থেকে ক্ষমা চাইছি। আমাদের কোনও দেশ দখলের পরিকল্পনা নেই।' তিনি জানান, ইরান সিদ্ধান্ত নিয়েছে, প্রতিবেশী দেশ যদি ইরানের ওপর আর হামলা না করে, তবে তেহরানও আর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাবে না।

এই আবহে উত্তাপ ছড়িয়েছে 'ট্রুথ সোশ্যাল' প্ল্যাটফর্মে ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি। তিনি লিখেছেন, 'নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ছাড়া ইরানের সঙ্গে কোনও চুক্তি হবে না।' ট্রাম্পের দাবি, 'আলোচনার জন্য ইরান ফোন করেছে বটে, তবে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

এরপর আটের পাতায়

ইনসাফের আশায় দিন কাটছে চোপড়ায়

ভোটের অঙ্ক

অরুণ ঝা ও মনজুর আলম

চোপড়া, ৭ মার্চ : দিনমজুর মহম্মদ ইলিয়াস যেন গোটা চোপড়ার পরিস্থিতির নির্যাসটুকু বলে দিলেন। অন্যের জমিতে কাজ করেন বছর পঁয়ষট্টির মহম্মদ ইলিয়াস। এক হাতে সারভর্তি ব্যাগ। কমলাগাঁও সুজালি অঞ্চলের বেলঝাড়ি মোড়ে ভোটের কথা তুলতে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'চোপড়ায় আবার গণতন্ত্র আছে নাকি! বরং ফতোয়ার সন্ত্রাস আছে। ভোট বলে কিছু নেই।'

বলেই চারপাশ দেখে আলপথ ধরে দ্রুত জমিতে নেমে গেলেন ইলিয়াস। তাঁর কথায় সিলমোহর পড়ল ললিতগছ এলাকার এক তৃণমূল কর্মী বাদল দাসের মন্তব্যেই। অলস দুপুরে বাঁশের মাচায় বসে ঝিমোচ্ছিলেন। ভোটের খোঁজখবর করছি শুনে বললেন, 'আরে মশাই, এই এলাকায় তৃণমূল আমিই প্রথম শুরু করেছিলাম। অথচ গত বিধানসভা ভোটে আমার ভোট আমাকে দিতে দেয়নি। অন্য কেউ দিয়েছে।'

বলেননি কাউকে? নেতৃত্বকে জানাননি? খোদ তৃণমূল কর্মী বাদলের গলায় হতাশা, 'প্রতিবাদ করলেই সন্ত্রাসের কবলে পড়ব। তাই নীরব আছি।' কার্যত বিরোধীশূন্য বটে চোপড়া বিধানসভা এলাকা। কিন্তু মানুষই যেন বিরোধী হয়ে উঠেছে। গ্রামে গ্রামে 'ইনসাফ' আকাঙ্ক্ষার চোরাস্রোত তৃণমূলের কাঁটা হয়ে উঠতে পারে চোপড়ায়।

লক্ষ্মীপুর ঢোকার আগে ফতেপুর মোড়ের চায়ের দোকানে আলাপচারিতায়

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। আজ নজরে চোপড়া

রফিকুল ইসলামের কথায় সেই মনোভাবের স্পষ্ট প্রতিফলন। তিনি বলেন, 'মানুষ ইনসাফ চাইছে। কিন্তু বিকল্প যে কেউ নেই। গত পঞ্চয়েত ভোটে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পঞ্চায়েত পদাধিকারীরা সিলেক্টেড হয়েছিলেন। তাঁদেরও গুরুত্ব নেই। সবটাই আড়াল থেকে নিয়ন্ত্রণ করে মার্কামারা সমাজবিরোধীরা।'

ইনসাফের এই প্রার্থনার পাশাপাশি চোপড়ায় তৃণমূলের গোদের উপর বিষফোড়া গোষ্ঠী কাজিয়া।

এরপর আটের পাতায়

আজ মমতার হেঁশেল বিদ্রোহ

কলকাতা, ৭ মার্চ : মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের বারুদ যেন সোজা বাঙালির হেঁশেলে! ভোটের মরশুমে সেটাও হয়ে গেল ভোটের শেল। যে শেল তৃণমূল নেত্রী নিক্ষেপ করলেন কেন্দ্রের দিকে। এক ধাক্কায় রান্নার গ্যাসের দাম সিলিন্ডার পিছু ৬০ টাকা বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে নিশানা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধর্মতলার ধর্না মঞ্চ থেকে শনিবার তিনি এর প্রতিবাদের ডাক দিলেন। সেই ডাক রবিবার

ভোটের ছকে যুবসাথী ভাতা বণ্টনও শুরু

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে রাজপথে হাঁড়ি-খুন্তি নিয়ে 'হেঁশেল বিদ্রোহ'-এর। মুখ্যমন্ত্রীর এই ডাককে অবশ্য 'রাজনৈতিক গিমিক' বলে পালটা কটাক্ষ করেন বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। আন্তর্জাতিক সংঘাত ও দেশীয় রাজনীতির চাপে গ্যাসের দামে উত্তাপের মাঝে যুবসাথী প্রকল্পে মুখ্যমন্ত্রীর ভাতা দেওয়া শুরুর ঘোষণায় ভোটের বাজার সরগরম হয়ে উঠল।

রাজ্যের বহু চর্চিত 'যুবসাথী' প্রকল্পে ১ এপ্রিল থেকে যে বেকারপিছু ১৫০০ টাকা দেওয়ার ঘোষণা ছিল, মুখ্যমন্ত্রী ধর্না মঞ্চে জানান, শনিবার থেকেই সেই ভাতা বেকারদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে। বিধানসভা ভোটের মুখে এই তৎপরতা নিঃসন্দেহে মমতার মোক্ষম চাল। এই ভাতাকে তিনি নারী দিবসের উপহার হিসাবে বর্ণনা করেন। তাঁর কথায়, 'আমি বলেছিলাম, ১ এপ্রিল থেকে যুবসাথীর টাকা অ্যাকাউন্টে যাবে।

এরপর আটের পাতায়

...অপেক্ষা নয়া ইতিহাসের

সবরমতীর তীরে টি২০ বিশ্বকাপের মেগা ফাইনালকে ঘিরে এখন এক চরম উত্তেজনা। ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের খেতাবি মহারণকে কেন্দ্র করে ফুটছে গোটা দেশ।

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

আহমেদাবাদ, ৭ মার্চ : একে তো ফাগুন মাস, তার ওপর আহমেদাবাদের এই কাঠফাটা রোদ! দুপুরে তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রির ঘরে পৌঁছাচ্ছে। রাস্তায় বেরোলেই মনে হচ্ছে যেন আগুনের বলয়ের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। প্রকৃতির এই প্রবল উত্তাপের সঙ্গে সবরমতীর তীরে এখন মিশেছে আরও এক চরম উত্তেজনা- টি২০ বিশ্বকাপের মেগা ফাইনাল। ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের খেতাবি মহারণকে কেন্দ্র করে আক্ষরিক অর্থেই ফুটছে গোটা শহর।

শনিবার দুপুরে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের মূল প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢোকার সময় ফাইনালের আকাশছোঁয়া উত্তেজনা প্রবলভাবে টের পাওয়া গেল। হুহু করে বিকোচ্ছে টিম ইন্ডিয়ার নীল জার্সি। তবে রবিবারের মহারণে নামার আগে সবচেয়ে বড় চমক লুকিয়ে আছে মোতেরার বাইশ গজে। আহমেদাবাদে ২০২৩ ওয়ান ডে বিশ্বকাপের ফাইনালে অজিদের কাছে হারের অন্যতম কারণ ছিল সেই মন্থর, কালো মাটির পিচ। চলতি বিশ্বকাপেও এই মাঠের কালো মাটির পিচেই দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরেছিল ভারত। তবে এবার মেগা ফাইনালের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে এক বিশেষ 'মিক্সড সয়েল' বা মিশ্র মাটির পিচ, যেখানে লাল মাটির আধিক্যই বেশি, প্রায় ৭০ শতাংশ।

এই পিচবদলের নেপথ্যে রয়েছে এক সুনির্দিষ্ট অঙ্ক। লাল মাটির পিচে বল দারুণভাবে ব্যাটে আসে, পেস ও বাউন্স থাকে ধারাবাহিক। ফলে সঞ্জু স্যামসন বা ঈশান কিষানদের মতো ভারতীয় স্ট্রোক প্লেয়াররা শট খেলতে সুবিধা পাবেন। ম্যাচ যত গড়াবে, কালো মাটির মতো এই পিচ মন্থর হবে না। পাশাপাশি, এই পাটা উইকেটে স্পিনাররা খুব একটা সুবিধা পাবেন না।

খোশমেজাজে অধিনায়ক সূর্য। নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে। শনিবার।

ফলে মিচেল স্যান্টনার বা রাচিন রবীন্দ্রর মতো কিউয়ি স্পিনারদের বিষদাঁত অনায়াসেই ভেঙে দেওয়া যাবে। এই সেন্টার পিচটি টুর্নামেন্টে একেবারে ফ্রেশ, মাত্র একটি ম্যাচেই ব্যবহৃত হয়েছে (যেখানে কানাডার বিরুদ্ধে প্রোটিয়ারা ২১৩ রান তুলেছিল)। ফলে রবিবারের ফাইনালে ২০০ রানের কাছাকাছি এক হাইস্কোরিং ব্লকবাস্টারের অপেক্ষায় ক্রিকেটমহল।

এই মেগা আবহে এখন একটাই প্রশ্ন- হিস্ট্রি রিপিট করেঙ্গে, নাকি হিস্ট্রি ডিফিট করেঙ্গে?

এরপর আটের পাতায়

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, একমাত্র কন্যা, 28/5', সুশ্রী, BDS পাত্রীর জন্য ছোট পরিবারের ডাক্তার পাত্র কাম্য। কাস্টবার নেই। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। 9474083981. (C/120974)

■ কায়স্থ, ৩১/৫', M.A. (Pol. Sc.), M.Ed., ইংরেজি-মাধ্যম স্কুল শিক্ষিকা, সম্ভ্রান্ত পরিবারের পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। (পাত্রী মাঙ্গলিক, প্রতিকার করা)। মোঃ 9434463283. (C/120968)

পাত্র চাই

■ কায়স্থ দাস, পিতা অবসরপ্রাপ্ত কর্মী, একমাত্র কন্যা, 5'-3", M.Sc., B.Ed., সরকারি কর্মচারী। সদ্য বিধবা, নিঃসন্তান। মেয়ের বয়স ৩৫। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 9832421930. (C/120998)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, রাজবংশী, পাত্রী M.A., B.Ed., 30/5'-1", ফর্সা, সুশ্রী। সরকারি/বেসরকারি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। স্বঃ/অসবর্ণ চলিবে। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী, মা গৃহিণী। (M) 7908221009. (C/113717)

পাত্র চাই

■ কায়স্থ, 29/5'-3", M.Sc. (Chem.), B.Ed., ফর্সা পাত্রীর জন্য ডাক্তার/প্রফেসর/বিজ্ঞানী/উচ্চপদে চাকরিরত উপযুক্ত পাত্র কাম্য। মোঃ 7364928982. (D/S)

■ ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ, মকর, দেব, 30/5'-5", M.Sc., B.Ed., Health Dept. চাকরিরত, কোচবিহার নিবাসী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত স্বঃ/অসঃ পাত্র চাই। Ph : 9475247544 (W), 9382084797. (C/120495)

পাত্র চাই

■ 24, কনভেন্ট Educated, B.Tech., নামী MNC-তে Bangalore-এ কর্মরতা, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 9593704442. (C/120495)

■ পাত্রী জলপাইগুড়ি শহরের, কায়স্থ, Gen., 29+/5'-6", দেবারি, কন্যা রাশি, M.A. (Regular), D.El. Ed., B.Ed., কলকাতায় সল্টলেকে বেসরকারি চাকরিরতা। কলকাতার সল্টলেক/নিউটাউন বা সংলগ্ন এলাকায় সরকারি/বেসরকারি কর্মরত সুপাত্র চাই। (M) 8918611414, 8509532346. (C/120827)

পাত্রী চাই

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, সাবর্ণ, 32/5 ফিট 5 ইঞ্চি, নিজ ব্যবসায়ী, আলিপুরদুয়ার সংলগ্ন নিজ বাড়ি, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 8016634480. (C/120972)

■ কুলীন কায়স্থ, 30+/5'-7", শিলিগুড়ি নিবাসী, MDS Doctor, পিতা-মাতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি অফিসার, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 7063780638. (C/120973)

■ কায়স্থ, 33+, M.Sc. (Phy.), B.Ed., বেসরকারি ইং-মাধ্যম স্কুলে কর্মরত পাত্রের উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। অভিভাবক ফোন করুন। (M) 9883017048. (S/C)

■ ফারাক্কা, কায়স্থ, 43/5'-7", B.A., ডিভোর্সি। জলশক্তি দপ্তরে কেঃ সঃ মেইনটেনান্সে কর্মরত। পাত্রী ডিভোর্সি হলেও চলবে। 7908102719. (C/120985)

■ ইসলামপুর নিবাসী, 34/5'-6", B.Tech., MBA, MNC-তে কর্মরত পাত্রের জন্য সরকারি কর্মরতা পাত্রী কাম্য। Ph : 8436666050. (S/N)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৮, M.Tech., সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চাকরিজীবী, এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই, দাবিহীন। 9382435745. (C/120996)

■ কোচবিহার নিবাসী, 'রাজবংশী', ৩৩, সেন্ট্রাল গভঃ কর্মরত, এরূপ পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। (M) 9832125114. (C/120996)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৩ বছর, রেলওয়েতে উচ্চপদে কর্মরত, এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9382769159. (C/120996)

■ সাহা, 30/5'-9", একমাত্র ছেলে IIT Bombay-তে চিফ এগজিকিউটিভ রিসার্চ অফিসার পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, সুশীল, যোগ্য পাত্রী চাই। Contact No. 9430813648, 9234429461. (C/121012)

■ কায়স্থ, 41/5'-9", State Govt.-এর ইলেক্ট্রিসিটি ডিপার্টমেন্ট-এ কর্মরত, ডিভোর্সি পাত্রের জন্য অবিবাহিত/ডিভোর্সি পাত্রী কাম্য। 6001416719. (C/120495)

■ কোচবিহার, একমাত্র পুত্র, 5'-7", মা ও ছেলে, মা পেনশনার (Govt.), নিজস্ব ব্যবসা ও বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, কায়স্থ, 36 মধ্যে সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9832539450. (C/121005)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, পেনশনার, ৬৫+, বিপত্নীক, নিঃসন্তান, নিজ বাড়ি, নির্ঝঞ্ঝাট জীবনসঙ্গী কাম্য। ৪৫-৪৮, বিধবা হলেও চলবে। স্ব-অভিভাবক। (M) 9564528969. (C/120603)

■ কায়স্থ, সরকার, 33/5'-8", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। জলপাইগুড়ি/কোচবিহার/আলিপুরদুয়ার অগ্রগণ্য। (M) 8436906655. (A/B)

■ নমশূদ্র, কাশ্যপ গোত্র, স্নাতক (Eng.), 31/5'-5", ফর্সা, সুদর্শন, একমাত্র পুত্র, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। কেবলমাত্র অভিভাবকই যোগাযোগ করবেন। (No caste bar). (M) 9933018052. (A/B)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, জন্ম, ১৯৯৩, CPWD-তে ইঞ্জিনিয়ার। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পুত্রসন্তান পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/120495)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৩+, ও বর্তমানে সরকারি ব্যাংকে প্রবেশনারী অফিসার। এইরূপ পাত্রের জন্য উত্তরবঙ্গ বা কলিকাতা, হাওড়া নিবাসী পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/120495)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ৩২+, M.Tech. ও বর্তমানে IT সেক্টরে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/120495)

■ উত্তরবঙ্গের রাজবংশী পরিবারের একমাত্র পুত্রসন্তান, বয়স ৩১+, শিক্ষিত, রাজ্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্রের জন্য পাত্রী খোঁজা হচ্ছে। (M) 7679478988. (C/120495)

■ জলপাইগুড়ি, ডিভোর্সি, পাত্র ৩২+, সরকারি কলেজে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ভদ্র, শিক্ষিত পরিবার। পিতা রিটায়ার্ড ও মাতা গৃহবধূ। যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 8597728234. (C/120495)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, পাত্রের বয়স ২৯+, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, হিন্দু বাঙালি পরিবার। পিতা ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। পাত্রী কাম্য। (M) 8597728234. (C/120495)

পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, হিন্দু বাঙালি ব্রাহ্মণ, ২৯+, স্টেট গভঃ চাকরিজীবী পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। পিতা মৃত ও মাতা পেনশন পান। (M) 8967180345. (C/120495)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ভরদ্বাজ, 43/5'-7", BBM পাশ, ব্যবসায়ী, দাবিহীন পাত্রের জন্য 34-35'এর মধ্যে সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 9434308932. (C/120495)

■ শিক্ষিত, সরকারি চাকরিজীবী পরিবার, পাত্র সরকারি চাকরিরত, 27 অনূর্ধ্বা, সুশিক্ষিতা, সাংসারিক পাত্রী চাই। কেবলমাত্র অভিভাবকরা যোগাযোগ করিবেন। (M) 7477866311, 9734423527. (C/120495)

■ নমশূদ্র, 29/5'-6", BDS, নিশিগঞ্জে নিজস্ব চেম্বার, স্বঃ/অসঃ অনূর্ধ্ব 26 পাত্রী চাই। BDS অগ্রগণ্য। মোঃ 8617884069. (C/120495)

■ কায়স্থ, 35/5'-9", M.Sc., Ph.D., গভঃ কলেজের অধ্যাপক, পিতা Late, মাতা Retd. স্কুল শিক্ষিকা, সুদর্শন পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9330848518. (C/120495)

■ জেনারেল, 30/5'-8", M.Tech., রেলের Asst. ইঞ্জিনিয়ার এবং পারিবারিক ব্যবসার সাথে যুক্ত পাত্রের জন্য ভালো পাত্রী চাই। 9836935367. (C/120495)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০, MBA পাশ ও সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী (মিনিস্টার অফ অ্যাগ্রিকালচার), কারেন্ট পোস্টিং কলকাতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/120495)

■ উঃ বঙ্গ, 32/5'-7", সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, বেসরকারিতে কর্মরত পাত্রের পাত্রী কাম্য। নো দেবারি, মাঙ্গলিক, 8250780591. (C/120832)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ৩২/৫'-১১", প্রতিষ্ঠিত স্বর্ণ ব্যবসায়ী এবং উচ্চশিক্ষিত, বেসরকারি টেকনিক্যাল কলেজে অধ্যক্ষের জন্য শিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। নর্থবেঙ্গলের মধ্যে কর্মকার পাত্রীরা অগ্রগণ্য। ফোন-9635464293, 7407067568. (C/120828)

পাত্রী চাই

■ পাত্র কায়স্থ, ৩১, MBBS, স্থায়ী পদে সরকারি ডাক্তার, শিক্ষিতা, সুন্দরী, MBBS/চাকুরে পাত্রী চাই। (M) 9083527580. (C/120833)

■ মোদক, ৩১/৫'-৮", মাঙ্গলিক, M.Sc., গ্রামীণ ব্যাংকে কর্মরত। স্থায়ী সরকারি কর্মরতা, ২৭ অনূর্ধ্ব পাত্রী চাই। (M) 6296149108 (6 P.M.-10 P.M.). (C/120831)

■ ব্রাহ্মণ, নরগণ, 35/5'-8", M.A., MNC-তে GEM পদে কর্মরত, নিজস্ব বাড়ি, 26-30, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। (M) 9635879353. (C/120830)

■ ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য, মাঙ্গলিক, ৩১/৫'-৭", জলপাইগুড়ি, বিটেক, সিভিল , Cont. Webel জব, একমাত্র সন্তান। বাবা পেনশনার্স, মা সঃ চাকুরে। সুস্থ, মাঙ্গলিক, চাকরিরতা পাত্রী অগ্রগণ্য। (M) 6294269100. (C/120829)

■ রাজবংশী, সঃ কাঃ স্কুলের Group-D কর্মী (জয়েনিং 2012), উচ্চতা 5'-4", বয়স 38, পাত্রের জন্য ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 8016350891. (C/120824)

■ পাত্র রাজবংশী, ৩২ বছর, MDS, শিলিগুড়িতে নিজস্ব ক্লিনিক। পিতা সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। একমাত্র পুত্র। পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ : 080-69141354. (C/120498)

■ পাত্র MBA, 29 বছর, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, শিলিগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি, একমাত্র সন্তান। ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ : 080-69103112. (C/120498)

■ পাত্র কায়স্থ, বয়স ৩৩, M.Tech., Ph.D., সরকারি কলেজে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। পিতা অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক। সুন্দরী ও শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ : 080-69072051. (C/120498)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 999/-, Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/120495)

■ মিলন ওয়েডলক ম্যাট্রিমনি সেন্টার, কলিকাতা, শিলিগুড়ি, গুয়াহাটি ও দুর্গাপুর। পুরোপুরি অফলাইন। ফ্রি রেজিস্ট্রেশন। (M) 7439175810. (C/120495)

পাত্রী চাই

■ সরকার, ডিভোর্সি, 30/5'-2", M.A.(H), শ্যামবর্ণা পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ি ও পার্শ্ববর্তী সুপাত্র কাম্য। (M) 9749366831. (C/120980)

■ পাত্রী ফর্সা, পরমাসুন্দরী, ৩১/৫'-৩", শিলিগুড়ি নিবাসী, উচ্চশিক্ষিতা, B.Com.(H), M.Com., পিতা সর্বোচ্চ পেনশনার, সমমর্যাদার ব্যবসায়ী/ডাক্তার/চাকরিজীবী ৩৮-এর মধ্যে পাত্র চাই। M,W/App : 8116294602. (C/113710)

■ পাত্রী ২৯/৫'-৪", শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ফর্সা, Software Engineer, বর্তমান ব্যাঙ্গালোরে চাকরিরতা পাত্রীর জন্য লম্বা, উপযুক্ত পাত্র চাই। শুধুমাত্র অভিভাবক যোগাযোগ করবেন। M.No. 9434177077, 6294634215. (C/120983)

■ পাত্রী B.A., Eng.(H), 36/5', SC, SBI স্থায়ী কর্মী। এক বোন। পিতা অবসরপ্রাপ্ত SBI কর্মী। মা গৃহিণী। চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/119772)

■ ব্রাহ্মণ, দেবারি, বৃশ্চিক, 5'-2", ফর্সা, M.A., B.Ed., (School Teacher) Gurugram, শিক্ষিতা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। শিলিগুড়ি নিবাসী অগ্রগণ্য। Ph : 8509924004, 9593445141. (C/120760)

■ বসু, 35/5'-2", ফর্সা, সুশ্রী, রাজ্য সঃ জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরতা। উপযুক্ত পাত্র চাই। কোচবিহার। (M) 9474513361. (C/199596)

■ দক্ষিণ দিনাজপুর, ব্রাহ্মণ, M.A., সুশ্রী কন্যার জন্য সরকারি চাকরিজীবী সুপাত্র কাম্য। 8001089859. (K)

■ Gen., 29/5'-3", B.A., D.El.Ed., সুশ্রী, দেবারি, একমাত্র কন্যা, পিতা রিটায়ার্ড অফিসার, উপযুক্ত সঃ/বেঃ চাকুরে/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। রায়গঞ্জ, উঃ/দঃ দিনাজপুর, মালদা, শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9775409060. (C/120992)

■ পাত্রী 27, বৈশ্য সাহা, M.A. (Eng.), গান ও কম্পিউটার জানা। সরকারি চাকরিজীবী বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। WhatsApp করুন : 9647794176.

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, ফর্সা, সুন্দরী, M.Sc., B.Ed., প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষিকা, গানে বিশারদ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 9382435745. (C/120996)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০ বছর, M.Sc., একটি প্রাইভেট স্কুলে কর্মরতা, ভালো গান জানে, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9382769159. (C/120996)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 33/5'-5", M.A., B.Ed., স্বল্প সময় ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। 8116521874. (C/120495)

■ Gen., 25/5'-2", M.A. পাশ, শিলিগুড়ি নিবাসী, ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সঃ চাঃ/ব্যঃ পাত্র চাই। 9635026555. (C/120495)

■ 30/5'-2", পনেরো দিনের ডিভোর্সি, MBA, সঃ ব্যাংকে কর্মরত পাত্রীর জন্য অবিবাহিত/ডিভোর্সি পাত্র কাম্য। 8172097658. (C/120495)

■ 30/5'-6", B.Tech., শিলিগুড়ি নিবাসী, MNC ম্যাঙ্গালোর-এ কর্মরত পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 8016232769. (C/120495)

■ রাজবংশী, ক্ষত্রিয়, 27/5', LLM, Legal Practitioner, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 8617664721, 8597662897. (C/121002)

■ পাত্রী কায়স্থ পাল, জন্ম 1998, 5'-3", কুম্ভ রাশি, দেবারিগণ। B.Tech.+MBA, নিজস্ব ব্যবসা, ব্যাঙ্গালোর। বাবা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। মা গৃহবধূ। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। Ph : 9954453798. (C/121004)

■ সরকার, নমশূদ্র, দৈবারিগণ, জলপাইগুড়ি নিবাসী, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা, 27/4'-9", পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, অনূর্ধ্ব 35 পাত্র কাম্য। 7478347182. (C/121008)

■ বারুজীবী, B.A., Eng. (H), 33/5'-2", ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। (M) 9641837016. (C/120123)

■ বয়স 55, বিধবা, নিঃসন্তান, সরকারি ব্যাংকে কর্মরতা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : 6296019989. (K)

■ বয়স 40, উচ্চতা 5'-4", স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, প্রাইমারি স্কুল শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : 9230648112. (K)

■ Age 30, ঘরোয়া, পিতা-মাতা সরকারি কর্মচারী, প্রকৃত সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : 6296009923. (K)

■ 23/5'-4", প্রকৃত সুন্দরী, M.A. পাশ, পিতা মৃত, মাতা সরকারি কর্মচারী। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : 6297679754. (K)

■ কায়স্থ (বোস), 28/5'-4", M.A. (Eng.), B.Ed., দেবারি (মাঙ্গলিক), উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, নরগণ বাদে উপযুক্ত মাঙ্গলিক পাত্র কাম্য। কোচবিহার, নিম্ন অসম অগ্রগণ্য। মোঃ 7602159527. (D/S)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, হিন্দু বাঙালি পরিবারের কন্যাসন্তান, বয়স ২৭+, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও মাতা মৃত। পাত্র কাম্য। (M) 8967180345. (C/120495)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী, ২৬, B.Tech., সরকারি ব্যাংক কর্মরতা। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। 9832125114. (C/120996)

■ পাত্রী ২৮, ফর্সা, ৫'-২", SC, এমএ, বিএড, স্কুলে ICT Project-এ কর্মরতা। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9832391459. (B/S)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ, ২৭+/৫'-৩", B.A. পাশ, দেবারিগণ, চাকরিরত পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 6295341842. (C/120496)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, জন্ম ১৯৯৬, প্রাইভেট ব্যাংকে চাকরিরতা। এইরূপ পরিবারের কনিষ্ঠ কন্যাসন্তানের জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/120495)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯+, MBA পাশ ও প্রাইভেট হাসপাতাল-এর অ্যাডমিন হেড। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য, উত্তর বা দক্ষিণবঙ্গের পাত্র চাই। লোকেশন নো বার। (M) 9874206159. (C/120495)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭+, B.Tech. পাশ ও বর্তমানে নামী MNC-তে চাকরিরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। গ্রহণযোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/120495)

■ উত্তরবঙ্গের রাজবংশী পরিবারের কনিষ্ঠ কন্যাসন্তান, বয়স ২৩+, শিক্ষিত, গৃহকর্মে নিপুণা। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/120495)

■ নামমাত্র ডিভোর্সি, ২৯+, উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা, শিক্ষিতা, সুন্দরী ও পাত্রী গৃহশিক্ষিকা। পিতা রিটায়ার্ড গভঃ স্কুল শিক্ষক, মাতা গৃহবধূ। পাত্র কাম্য। (M) 8597728234. (C/120495)

■ ২৫+, উত্তরবঙ্গ, ব্রাহ্মণ, শিক্ষিতা, সুন্দরী, প্রাইভেট স্কুল শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। (M) 8967180345. (C/120495)

■ পাত্রী 23, M.Sc. পাশ, পরমা সুন্দরী, পিতা Retd. SBI Bank ম্যানেজারের কনিষ্ঠ কন্যার জন্য সুপাত্র চাই। 9733066658. (C/120495)

■ মধ্যবিত্ত, 27, M.A., B.Ed., ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলের শিক্ষিকা এবং গৃহকর্মে নিপুণা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য দাবিহীন পাত্র চাই। 9734485015. (C/120495)

■ পাত্রী কায়স্থ, ২৪ বছর, উচ্চতা ৫'-৩", M.Com., চতুর্থ বর্ষে অধ্যয়নরত, অত্যন্ত গৈরিক ও আকর্ষণীয়, একমাত্র ভাই B.Tech. পাঠরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক। সরকারি/প্রাইভেট চাকরি বা ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : 080-69141300. (C/120498)

■ SC, 31/5'-3", ফর্সা, ডেন্টাল সার্জন পাত্রীর জন্য 33-35/5'-6"-6', উপযুক্ত পাত্র কাম্য। জাতিভেদ নেই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9735011006. (C/120495)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, B.Sc. & GNM ও বর্তমানে কমিউনিটি হেলথ অফিসার। পিতা সরকারি চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/120495)

■ বিহারি স্বর্ণকার, কাশ্যপ গোত্র, 31+/5', B.Tech., SBI P.O-তে কর্মরত পাত্রীর জন্য জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি নিবাসী বিহারি/বাঙালি, সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 9832311573. (C/120826)

■ পাত্রী শিলিগুড়ি নিবাসী, 26/5'-2", B.A., MBA, গন্ধবণিক (দত্ত), প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/সরকারি চাকরিজীবী সুপাত্র কাম্য। ঘটক/বিবাহ প্রতিষ্ঠান বাদে। (M) 7384959943. (C/120498)

■ পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মণ, ২৮+/৫'-৩", PSU ব্যাংককর্মী। অনূর্ধ্ব ৩৫, নেশাহীন, দাবিহীন উপযুক্ত পাত্র (উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য) চাই। ম্যাট্রিমনিয়াল সাইট অনাবশ্যক। নম্বর-7585082144. (C/120825)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ/কৌশিক, ৩১/৬', L&T-তে স্থায়ী মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, রাজস্থানে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 8391885153. (C/120993)

■ কায়স্থ, মিত্র, 37/5'-7", নরগণ, সিংহ রাশি, B.Com., LLB, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, কায়স্থ পাত্রী কাম্য। 9002399928. (C/120997)

■ WB, ব্রাহ্মণ, 35/5'-3", কেঃ সরকারি কর্মচারী। অনূর্ধ্ব 28, ব্রাহ্মণ/উচ্চবর্ণীয় শিক্ষিতা, সুশ্রী, উঃ বঙ্গ পাত্রী কাম্য। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। (M) 7001917551. (C/120969)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 32/5'-8", নিজস্ব তিনতলা বাড়ি, Central Govt. Postal Department-এ Permanent চাকরিরত, সুদর্শন পাত্রের জন্য সরকারি চাকরিরতা বা Nurse, সুশ্রী পাত্রী (অনূর্ধ্ব 28) কাম্য। (M) 7001284193. (C/120966)

■ 41y., খাদ্যশস্য পাইকারি বিক্রেতা (FMCG), ব্রাহ্মণ, 5'-7", হাওড়া, পাত্রের পাত্রী চাই, নিঃসন্তান অব্রাহ্মণ চলিবে। 9775772102. (C/120970)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, বিটেক, সেঃ গভঃ ইঞ্জিনিয়ার, 39+/5'-10", কয়েকদিনের বিবাহিত জীবন, ফর্সা, সুশ্রী, অবিবাহিত, শিক্ষিত, অনূর্ধ্ব 33+ পাত্রী কাম্য। SC/ST বাদে, Caste bar নেই। (M) 9002983458. (C/120999)

মনোনয়নে নালিশ তৃণমূলের

কলকাতা, ৭ মার্চ : রাজ্যসভা নির্বাচনে বিজেপির রাহুল সিনহার মনোনয়ন ঘিরে জোর রাজনৈতিক তরজা। তথ্য গোপন ও হলফনামায় ত্রুটির গুরুতর অভিযোগে তাঁর প্রার্থীপদ বাতিলের দাবিতে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে তৃণমূল। শাসকদলের দাবি, স্ক্রুটিনির সময় আপত্তি জানালেও তা গ্রাহ্য করা হয়নি। রাজ্যসভায় তৃণমূল সরকারের 'অগণতান্ত্রিক' রূপ তুলে ধরবেন বলে রাহুলের হুমকি।

ইউপিএসসিতে বাংলার সাফল্য

কলকাতা, ৭ মার্চ : ২০২৫ সালের ইউপিএসসি পরীক্ষায় সাফল্য পেলেন বাংলার ছেলেমেয়েরা। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্কালে এই খবর শেয়ার করে সফল পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, সবচেয়ে গর্বের বিষয়, সফল পরীক্ষার্থীদের প্রায় অর্ধেকই মেয়ে। রাজ্য সরকারের সহায়তায় বাংলার ছেলেমেয়েদের আইএএস বা আইপিএস হওয়ার স্বপ্ন যে মসৃণ হচ্ছে, এই ফলাফল তারই প্রমাণ।

দিল্লির গদি টলানোর হুঁশিয়ারি মমতার

কলকাতা, ৭ মার্চ : ভোটার তালিকা নিয়ে টালমাটাল রাজনৈতিক আবহের মধ্যেই ফের বঙ্গভঙ্গ ইস্যুতে রণংদেহি মেজাজে ধরা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার ধর্মতলার ধর্না মঞ্চ থেকে কেন্দ্রকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, বাংলার গায়ে হাত দিলে দিল্লির গদি টলিয়ে দেবে তৃণমূল। সম্প্রতি বিজেপি নেতাদের একাংশের মুখে উত্তরবঙ্গের খানিকটা এবং বিহারের সীমাঞ্চলের খানিকটা অংশ নিয়ে পৃথক

বঙ্গভঙ্গ রোখার ডাক

একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করার কথা শোনা যাচ্ছে। একে 'শয়তানি বুদ্ধি' বলে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাংলা-বিহার ভাগ করে নাকি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হবে। একবার বাংলায় হাত দিয়ে দেখাক! কারও দয়ায় দিল্লি সরকার টিমটিম করে জ্বলছে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে সেই সরকার ফেলে দেওয়া হবে।' নীতীশ কুমার, চন্দ্রবাবু নাইডুদের সমর্থনের ওপর টিকে থাকা কেন্দ্রের মোদি সরকারকে রাজনৈতিকভাবে উৎখাত করার এই হুঁশিয়ারি জাতীয় রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করল।

মমতার হুঁশিয়ারির মুখে পিআইবি-র তরফে জানানো হয়েছে, 'ওই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠনের দাবি সম্পূর্ণ ভুয়ো। এমন কোনও প্রস্তাব নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছে না কেন্দ্র।' এই ধরনের তথ্য তুলে ধরার আগে সরকারি সূত্র দিয়ে যাচাই করে নিতেও বলা হয়েছে।

নির্বাচনি মরশুমের আগে ফের মাথা চাড়া দেওয়া এই 'বঙ্গভঙ্গ' ইস্যু যে রাজ্যের শাসকদলকে আরও আক্রমণাত্মক করে তুলেছে, মমতার এই 'হুংকার' তারই প্রমাণ। বাংলার ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক অখণ্ডতা রক্ষায় শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়ার অঙ্গীকার করে তৃণমূলনেত্রী বুঝিয়ে দিয়েছেন, ২০২৬-এর লড়াইয়ে তাঁর প্রধান অস্ত্র হতে চলেছে 'বাঙালি আবেগ'।

রাজ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর বহু মানুষের নাম বাদ পড়া বা 'বিচারাধীন' হওয়া নিয়ে এমনিতেই উত্তেজনা তুঙ্গে। শুক্রবার থেকে ধর্মতলায় অবস্থান বিক্ষোভে বসা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রশাসনিক জটিলতাকে সাধারণ মানুষের অধিকার হরণ হিসেবেই দেখছেন। তাঁর অভিযোগ, একদিকে মানুষের নাগরিকত্ব নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে, আর অন্যদিকে প্রশাসনিক সুবিধার দোহাই দিয়ে বাংলাকে খণ্ডবিখণ্ড করার নীল নকশা তৈরি হচ্ছে।

বাঘিনী-বন্দনায় প্রতীক-উর

কলকাতা, ৭ মার্চ : বাম ছাত্র রাজনীতি থেকে সদ্য জোড়াফুলে নাম লেখানো প্রতীক-উর রহমান এবার ধর্মতলার ধর্নামঞ্চ থেকে সরাসরি বন্দনা গাইলেন দলনেত্রীর। মুখ্যমন্ত্রীকে 'বাঘিনী' উপমা দিয়ে তাঁর সটান ডায়লগ, 'জব তক টাইগার মরা নেহি, তব তক টাইগার হারা নেহি!' ট্রেনের হকারদের উদাহরণ টেনে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহ্যের কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি তীব্র আক্রমণ শানান বিজেপি, আরএসএস এবং নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে।

রবি আসার আগেই নিন্দা

কলকাতা, ৭ মার্চ : নতুন রাজ্যপাল আরএন রবির আগমনের আগেই রাজনৈতিক পারদ চড়িয়ে তাঁকে সোজা 'বিজেপির নয়া ক্যাডার' বলে দেগে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়! ধর্নামঞ্চ থেকে মমতার ঝাঁঝালো তোপ, 'রাজ্যপাল নয়, রাজ্যে আরএসএস-এর আজ্ঞাবহ দাস পাঠাচ্ছে কেন্দ্র!'

সোমে কমিশন

কলকাতা, ৭ মার্চ : ৯ মার্চ সকালে কালীঘাটের মন্দিরে পুজো দিয়ে, রাজ্যের ভোট প্রস্তুতি ও এস আই আর পর্যালোচনা বৈঠকে বসতে চলেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। এদিকে কমিশনের ফুল বেঞ্চ রাজ্যে পা রাখার আগের দিন পর্যন্ত বিচারাধীন নিষ্পত্তি ডবল ডিজিটেও পৌঁছতে পারলো না। শনিবার, সিইও মনোজ আগরওয়াল জানিয়েছেন এখনো পর্যন্ত প্রায় সাড়ে আটলক্ষের মতো নিষ্পত্তি হয়েছে। বিহার,ঝাড়খন্ড থেকে ১০০ জন করে জুডিশিয়াল অফিসার আসার কথা। তাদের একটি দল এসে পৌঁছেছে। নির্ধারিত ৮ জেলায় গিয়ে তারা কাজ শুরু করবেন।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ক্যাশিয়ার চাই

শিলিগুড়ি অফিসে ক্যাশিয়ার নিয়োগ করা হবে

যোগ্যতা: বি.কম। ট্যালি, অনলাইন ব্যাংকিং, জিএসটি জানা প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। অ্যাকাউন্টস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। সদ্য অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও আবেদন করতে পারেন।

আবেদনপত্র মেল করুন এই ঠিকানায়:

jobs.uttarbanga@gmail.com

আবেদনের শেষ তারিখ ১৩ মার্চ, ২০২৬

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসাক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করলেও আগামীর জন্য কিছু পদক্ষেপ করতে হতে পারে। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। সন্তানের পড়াশোনার সাফল্যে গর্ববোধ করবেন। নতুন জমি ও বাড়ি কেনার সুযোগ হাতছাড়া করবেন না। কাউকে যেচে পরামর্শ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। এ সপ্তাহে আর্থিক সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন।

বৃষ : সপ্তাহের শেষদিকে সন্তানের চাকুরিপ্রাপ্তির সংবাদে স্বস্তি। ব্যবসার কাজে ভিনরাজ্যে যাত্রা করতে হতে পারে। পরের জন্য কিছু করতে পেরে মানসিক তৃপ্তিলাভ। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে মানসিক শান্তি মিলবে। মূল্যবান দ্রব্য হারিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। অপ্রয়োজনীয় খরচে সংসারে আর্থিক বোঝা বাড়বে।

মিথুন : ব্যবসার কারণে দূরে যেতে হতে পারে। জমি ও বাড়ি কেনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ছাত্রছাত্রীরা সাফল্যলাভ করবেন। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। প্রেমের সঙ্গীকে অন্য কারও কথায় বিচার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। অপত্যস্নেহের কারণে অধিক অর্থব্যয়। নতুন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে সংসারে অশান্তি লেগে থাকবে।

কর্কট : সামান্য আর্থিক সমস্যা সপ্তাহের প্রথম দিকে থাকলেও পরে তা কেটে যাবে। আপনার উদারতার সুযোগ নিয়ে নিকটজনেরা আপনাকে ঠকাতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য মিলবে। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্যে মানসিক দুশ্চিন্তা কমবে। ঋণ পরিশোধ করে স্বস্তি। প্রেমের সমস্যা কাটবে। জরুরি কোনও কাজ এ সপ্তাহে মিটিয়ে ফেলতে সক্ষম হবেন।

সিংহ : সংসারে সামান্য মতবিরোধ কিন্তু বড় সমস্যার সৃষ্টি করবে। কর্মক্ষেত্রে বিরোধীরা সক্রিয় হবে। কোনও সাহসী সিদ্ধান্ত এ সপ্তাহে নিতে হতে পারে। তবে এবিষয়ে অভিজ্ঞ কোনও প্রিয়জনের কাছ থেকে পরামর্শ নিন। ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে। কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে আপনি প্রশংসিত হবেন। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দ।

কন্যা : বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তি। অংশীদারি ব্যবসায় অশান্তি। বিদ্যার্থীরা সাফল্য পাবেন। হঠাৎ মেজাজ হারিয়ে সমস্যার মধ্যে পড়বেন। নতুন বাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। মধুর কথাবার্তার জন্য সমাজে আপনার গুরুত্ব বাড়বে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনেদের সঙ্গে বিবাদ মিটে যাবে। বাড়ির কোনও বয়স্কজনের শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা বাড়বে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো সুযোগ পেতে পারেন।

তুলা : ব্যবসায় সপ্তাহের প্রথমে সামান্য মন্দাভাব চলবে। বস্ত্র ও রত্ন ব্যবসায়ীরা এ সপ্তাহে বাড়তি বিনিয়োগ করতে পারেন। নিজের বুদ্ধির ভুলে কোনও সম্পূর্ণ হয়ে আসা কাজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। দীর্ঘদিন পূর্বের কোনও কাজের জন্য এ সপ্তাহে অনুশোচনা করতে হতে পারে। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্য গর্ববোধ। একাধিক ক্ষেত্র থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা।

বৃশ্চিক : বাড়িতে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। দূরের কোনও প্রিয়জনের সহায়তায় নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণ। সামান্য কারণেই উত্তেজিত হওয়ায় কাজ পণ্ড হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার যোগ্যতা গুরুত্ব পাওয়ায় খুশি হবেন। বাড়ি সংস্কারে অতি আবেগে ব্যয়। পরিবারের সঙ্গে সপ্তাহের শেষ দিকটি কাটিয়ে মানসিক আনন্দ। জমি, বাড়ি ও যানবাহন কেনার আগে পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করে নিন।

ধনু : মায়ের পরামর্শে সংসারের কোনও সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পেরে স্বস্তি পাবেন। হৃদরোগীরা সামান্য সমস্যাকেও উপেক্ষা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। কোনও গোপন প্রকাশ্যে আসায় সামাজিক সম্মান নষ্ট হতে পারে। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক তৃপ্তি। সংসারের কাজে সারা সপ্তাহ পরিশ্রমে যাবে। কর্মপ্রার্থীরা এ সপ্তাহে ভালো চাকরির সুযোগ পেতে পারেন।

মকর : নিজের ভুলেই ব্যবসায় অতিরিক্ত অর্থব্যয় হয়ে যাবে। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝে অযথা সংকটে। সন্তানের জন্য দুশ্চিন্তা হলেও তা কেটে যাবে। বাড়ি সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝামেলা আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। রাজনৈতিক কর্মীদের এ সপ্তাহে কথাবার্তায় সংযমী হতে হবে। নার্ভ ও পেটের সমস্যায় ভোগান্তি।

কুম্ভ : বাবার শরীর নিয়ে সপ্তাহ ধরে দুশ্চিন্তা থাকবে। ব্যবসায়ের জন্য কিছুটা ঋণ নিতে হতে পারে। দূরের বন্ধুর কাছ থেকে আসতে পারে মূল্যবান উপহার। অযথা কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকলে সাফল্য আসবে। সংগীতশিল্পী হলে নতুন সুযোগপ্রাপ্তি। প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে বাড়িতে সমস্যা হতে পারে।

মীন : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। অধিক লাভের আশায় ব্যবসায় বিনিয়োগ করা ঠিক হবে না। মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। কোনও নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণ। বাড়িতে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। চোখের রোগে ভোগান্তি বাড়বে। গুণী মানুষের সংস্পর্শে মানসিক শান্তি পাবেন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে সমস্যা কেটে যাবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৩ ফাল্গুন, ১৪৩২, ভাঃ ১৭ ফাল্গুন, ৮ মার্চ, ২০২৬, ২৩ ফাগুন, সংবৎ ৫ চৈত্র বদি, ১৮ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৫৮ অঃ ৫।৩৯। রবিবার, পঞ্চমী রাত্রি ৮।৩২। স্বাতীনক্ষত্র দিবা ১।১৬। ধ্রুবযোগ দিবা ৭।৭। কৌলবকরণ দিবা ৭।৪৩ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৮।৩২ গতে গরকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ১।১৬ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে-একপাদদোষ, দিবা ১।১৬ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, রাত্রি ৮।৩২ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ১০।২১ গতে ১।১৬ মধ্যে। কালরাত্রি ১।২১ গতে ২।৫৩ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ৭।৭ গতে যাত্রা নাই, দিবা ৯।৩১ গতে পুনর্যাত্রা মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ১।১৬ গতে পুনর্যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ৭।৭ মধ্যে পুনঃ দিবা ৯।৩১ গতে দীক্ষা পুণ্যাহ হলপ্রবাহ বীজবপন, দিবা ৭।৭ মধ্যে পুনঃ দিবা ৯।৩১ গতে ১০।২১ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যচ্ছেদন, রাত্রি ৮।৩২ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস (৮ মার্চ)। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।২২ মধ্যে ও ১২।৫৪ গতে ১।৪৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৫ গতে ৭।২২ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ৩।১২ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৬।২২ গতে ৯।৩৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২২ গতে ৮।৫৬ মধ্যে।

প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আইএফএস

মাদারিহাট, ৭ মার্চ : দক্ষিণ মাদারিহাটের একটি প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আইএফএস (ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস)-এ উত্তীর্ণ হলেন দীপায়ন দাস। আগামী ১১ এপ্রিল তিনি প্রশিক্ষণ নিতে ওডিশার ভুবনেশ্বর যাচ্ছেন।

তিনি ২০২৪ সালে প্রিলিমিনারি ও মেইন পরীক্ষায় বসেছিলেন। গত বছর উত্তীর্ণের তালিকা বের হলেও প্রশিক্ষণের দিন জানানো হয়নি। তালিকায় ১০৯ নম্বরে ছিলেন তিনি। দু'দিন আগে তাঁকে প্রশিক্ষণের তারিখ জানানো হয়। আগামী ১১ এপ্রিল ভুবনেশ্বরে তাঁর প্রশিক্ষণ শুরু হবে।

TENDER NOTICE

NIT: 106 2nd CALL fund: SDRF, NIT: 111 2nd CALL fund: 15th FC 2025-26 & NIT: 112 fund: SDRF are invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid for NIT: 106 2nd CALL is 12/03/26, NIT:111 2nd CALL is 10/03/26 & NIT:112 is 14/03/26. The details of the NIT may be viewed & downloaded from https://wbtenders.gov.in

Sd/-
BDO & Executive Officer
Nagrakata Panchayet Samity

কাটিহার ডিভিশনে নির্মাণ কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./০৭ অফ ২০২৬; তারিখ ঃ ০২-০৩-২০২৬; নিম্নোক্ত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং ঃ ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ এসএসই/ডব্লিউ/শিলিগুড়ি জংশনের আওতাধীন অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ শিলিগুড়ি জংশন ডিজেল এবং ডিইএমইউ শেড এলাকায় সীমানা প্রাচীর নির্মাণ। টেন্ডার মূল্য ঃ ৪,০২,৬৭,৫৪৭.০৬/- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ৩,৫১,৩০০/- টাকা; টেন্ডার নং ঃ ২; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ পিএম শ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় কাটিহারে একটি ভোকেশনাল ল্যাব (৭এম×১০.৬এম) নির্মাণ। টেন্ডার মূল্য ঃ ৩৫,৪৪,০৯৭.৭২/- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ৭০,৯০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০১-০৪-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০১-০৪-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/১৩_২০২৬/কে/১৭৪৪, তারিখ: ২৭-০২-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং. ঃ ১৩_২০২৬; কাজের নাম ঃ (ক) ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ "(i) শিলিগুড়ি শহরে:- সার্কুলেটিং এরিয়া, পিএফ সারফেস, পিপি শেড ইত্যাদির উন্নয়ন সহ পুরাতন স্টেশন ভবনের সংস্কার। (ii) শিলিগুড়ি শহরে:- এনজি এবং বিজি সাইড সহ ১৪৫০ মিটার সীমানা প্রাচীর নির্মাণ। (iii) ২০০০০ লিটার ধারণক্ষমতার ওভারহেড ট্যাঙ্ক সহ জল সরবরাহ ব্যবস্থার সংস্কার। (iv) শিলিগুড়ি শহরে:- পুরাতন স্টেশন ভবনের কাছে ৩০০/২০০ মিমি ব্যাস এবং আইআরপি সহ গভীর নলকূপের ব্যবস্থা।" (খ) ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ "ঠাকুরগঞ্জ থেকে নকশালবাড়িতে- এসএসই/ডব্লিউ/ঠাকুরগঞ্জ-এর এখতিয়ারের অধীনে ২০০/৩০০ মিমি ব্যাস এবং ১০০০০০ লিটার ক্ষমতার ওভারহেড ওয়াটার স্টোরেজ ট্যাঙ্কের ডিপ টিউবওয়েলের ব্যবস্থা"। (গ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ "এ অ্যান্ড বি ক্যাটাগরি স্টেশনের (জোগবানি, আরারিয়া কোর্ট, ফোর্বসগঞ্জ এবং ডালখোলা) মেইনলাইন পয়েন্ট এবং ক্রসিংগুলিতে ইয়ার্ডে সিসিটিভি কভারেজের ব্যবস্থা"। টেন্ডার মূল্য: ৫৩,৫৫,০৫৩/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ১,০৭,১০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় ২৪-০৩-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

INDIAN ARMY AGNIPATH SCHEME AND REGULAR CADRE REGISTRATION FOR ONLINE COMMON ENTRANCE EXAMINATION FROM 13 FEBRUARY 2026 TO 01 APRIL 2026

1. Registration for Online Common Entrance Examination (CEE) for the Recruiting year 2026-27 for Indian Army Agnipath Scheme and Regular cadre has commenced from **13 February 2026 to 01 April 2026**. Eligible candidates can apply through **www.joinindianarmy.nic.in** website. Videos explaining the registration and application process are available on the website.

2. Aspirants will have to first appear for an Online CEE, which will be a Computer Based Test. Each aspirant has to pay an Examination Fee of **Rs 250/-** for appearing in Online CEE. The Online CEE is likely to be scheduled in June 2026. Firm dates for Online CEE will be announced later. Please check **www.joinindianarmy.nic.in** for the same.

3. In case of any query, the aspirants from the districts of North Bengal and Sikkim may contact Army Recruiting Office, Siliguri at Contact Number **8900092194 & 0353-2590040**.

ARO Siliguri Official WhatsApp channel

আজ টিভিতে

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ দ্রৌপদী, দুপুর ২.৩০ অরুন্ধতী, বিকেল ৫.৩০ রাখী পূর্ণিমা, রাত ৮.৩০ ম্যাডাম গীতারানি (বাংলা ভার্সন), ১১.০০ ফাটাফাটি

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ চ্যালেঞ্জ-টু, দুপুর ১.০০ স্নেহের প্রতিদান, বিকেল ৪.০০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, সন্ধে ৭.৩০ বিধিলিপি, রাত ১০.৩০ বিবাহ অভিযান

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ দোলন চাঁপা, বেলা ১১.৩০ অভিমান, দুপুর ২.৩০ কমলার বনবাস, বিকেল ৫.০০ প্রাণের স্বামী, রাত ৮.০০ চিতা, ১০.৩০ প্রতিশোধ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মান মর্যাদা

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ৯.২০ দামিনী, দুপুর ১২.৪০ মেহন্দি, বিকেল ৪.০০ স্ত্রী, সন্ধে ৬.৫০ জয় দক্ষিণেশ্বর কালী মা, রাত ৯.৫০ মর্দানি

সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.২০ নসীব, দুপুর ১.২৪ হম আপকে দিল মে রহতে হ্যায়, বিকেল ৪.৪২ পাপ কি দুনিয়া, সন্ধে ৭.৪৭ মিস্টার আজাদ, রাত ১০.৫০ কমান্ডো

স্টার গোল্ড টু : সকাল ১০.৫০ বাবলি বাউন্সার, দুপুর ১.০০ জয় মা বৈষ্ণোদেবী, বিকেল ৩.০৬ অকিরা, সন্ধে ৬.০৫ মিশন মঙ্গল, রাত ৮.৫৫ চক দে ইন্ডিয়া

জি সিনেমা : দুপুর ১.১৭ হম সাথ সাথ হ্যায়, বিকেল ৪.৫৫ ক্র্যাক, সন্ধে ৭.৫৫ স্কন্দ, রাত ১০.৪৭ সত্যমেব জয়তে

মিশন মঙ্গল সন্ধে ৬.০৫
স্টার গোল্ড টু

অরুন্ধতী দুপুর ২.৩০
জলসা মুভিজ

আফ্রিকাজ ট্রিজ অফ লাইফ দুপুর ১২.০৮ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৬১৪০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৬২২০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৪১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৬৭৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৬৭৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

CINEMA সিনেমা

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881

ফলিবাবু Viral	SHOW TIME 11.00 AM BENGALI (U/A)
THE KERALA STORY 2	SHOW TIME 1.15 PM, 7.00 PM HINDI (U/A)
ASSI	SHOW TIME 4.15 PM HINDI (A)

পোস্ট অফিস পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র

– আপনার সেবা, দেশের সেবা

ভারতীয় ডাক India Post

আমরা কি প্রদান করি :

- পাসপোর্ট সেবা
- সহজ আবেদন প্রক্রিয়া
- সুরক্ষা
- অ্যাপয়েন্টমেন্ট সিস্টেম

কেন আমাদের বেছে নেবেন?

- দ্রুত এবং সহজ প্রক্রিয়া
- সুলভ মূল্যের শুল্ক
- সুগম অবস্থান

পোস্ট অফিস পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্রের তালিকা :

- আলিপুরদুয়ার কোর্ট সাব পোস্ট অফিস
- কোচবিহার হেড পোস্ট অফিস
- জলপাইগুড়ি হেড পোস্ট অফিস
- রায়গঞ্জ হেড পোস্ট অফিস
- বালুরঘাট হেড পোস্ট অফিস
- মুকদুমপুর সাব পোস্ট অফিস
- সামসি সাব পোস্ট অফিস
- দার্জিলিং হেড পোস্ট অফিস

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য উপরের যেকোনো পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন এবং আপনার বিদেশ ভ্রমণের স্বপ্ন এখনই পূরণ করুন!!

পোস্টমাস্টার জেনারেল, উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্র, শিলিগুড়ি - 734 001 এর উদ্যোগে প্রসারিত।
ফোন নম্বর : 0353 - 2436 550 / 2436 530 ইমেইল আইডি : bdntnb@gmail.com

টিউশন

■ নার্সারি থেকে ক্লাস 4 পর্যন্ত সব বিষয়ে All Board পড়াই। বাচ্চাদের লেখা লেখাই। যোগাযোগ নম্বর- 6295130255. (C/113716)

■ ব্যাচে/বাড়ি গিয়ে V-X Maths./Sci (CBSE/ICSE) পড়ানো হয়। M : 8900654937. (C/113719)

■ Mathematics tuition, APD, IX-X, (CBSE, ICSE, WBBSE). M : 6297728822. (C/120152)

■ বাড়িতে/কোচিং সেন্টারে CBSE/ICSE/WB-(Math/Sci.) যত্ন নিয়ে পড়ানো হয়। M : 82509-47913. শিলিগুড়ি। (C/120997)

ভাড়া

■ শিলিগুড়ি উত্তর ভারতনগর এলাকার তরুণতীর্থ ক্লাবের নিকটস্থ 1500sq.ft Ground floor Bank বা Office-কে ভাড়া দেওয়া হবে। M : 9126194886. (C/120966)

■ শিলিগুড়ি আশ্রমপাড়ায় 3BHK Flat & Garage To-Let. তিনতলা লিফট আছে। Govt/Bank কর্মজীবী অগ্রগণ্য। M : 9748950352. (C/121015)

কিডনি চাই

■ আমার AB+ কিডনি আবশ্যক। যে কোনও ব্লাড গ্রুপের কিডনি দাতা ইচ্ছুক হলে (২৮ থেকে ৪৫ বয়স মধ্যে) অভিভাবক ও যথাযথ প্রমাণপত্র সহ অতি সত্বর যোগাযোগ করুন। M : 9475138534/ 8967865968. (C/119600)

■ কিডনি চাই A+, বয়স - 35, পুরুষ বা মহিলা Document ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M. No : 7439962789. (C/121016)

স্পোকেন ইংলিশ

■ স্বচ্ছন্দে বলতে শেখার সহজ পদ্ধতি। প্রবীণ ইংরেজি শিক্ষকের ৩ মাসের কোচিং। সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। 97335-65180. (C/120495)

অ্যাফিডেভিট

■ আমি ভুষন কুমার রায় 2/2/2026 জলপাইগুড়ি E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে শম্ভু রায় হয়েছি। ভুষন কুমার রায় ও শম্ভু রায় একই ব্যক্তি।(C/120498)

ব্যবসা/বাণিজ্য

■ শেয়ার মার্কেটে স্মার্ট ইনভেস্ট করুন- ডিম্যাট ও ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট+ অ্যালগো ট্রেডিং। সম্পূর্ণ শেয়ার মার্কেট হ্যান্ডলিং। 9051055444. (C/120994)

PLATELET DONOR NEEDED

■ B+(Single Donor Platelet) urgently required for a blood cancer patient. Platelet donation location : Terai Lions Club, Siliguri. Contact : Dr. Sankalp Kumar- 6296953379/ 6296277587. Remuneration of 2000 per donor can be provided if required. Your small help can save a life. Please come forward or share this message. (C/120495)

বিক্রয়

■ Sale shop, Raja Ram Mohan Roy Road, SLG 200 sq.ft. M : 7098207153. (C/113718)

বিক্রয়

■ গেট বাজার S.B.I Bank-এর পাশে 117 বঃ ফুট দোকান বিক্রয় হবে। M : 8944092699. (C/120981)

■ Flat for Sale in South Bharat Nagar Siliguri. First Floor 3 BHK 1350 sq.ft, 3rd floor 3 BHK 1050 sq.ft. & 2 BHK 700 sq.ft, 850 sq.ft. Ph. : 9933042000. (C/120730)

■ সত্বর বিক্রয়যোগ্য বাড়ি- রায়কতপাড়া, জলপাইগুড়ি-শান্ত বাসযোগ্য পরিবেশে ৩.৫ কাঠা (+ রাস্তা) সুপরিকল্পিত দোতলা বাড়ি, ৪ শোবার ঘর, বসার ঘর, ডাইনিং, রান্নাঘর, ৩ টয়লেট, ২ ব্যালকনি, বারান্দা, পুজোর ঘর, সার্ভেন্ট টয়লেট, ছাদ, বাগান। দক্ষিণ-পূর্ব খোলা। হাসপাতাল,বাজার ও স্কুলের নিকটে। যোগাযোগ করুন- 8145776160, 8848473184, মূল্য ৭৫০০০০০. (C/121006)

■ আলিপুরদুয়ার পূর্ব নেতাজি রোড (৩ নং ওয়ার্ড) রাস্তার পাশে খতিয়ানভুক্ত বাস্তু জমি বিক্রয়। M : 7063876441/ 7047093887. (C/120140)

■ সুভাষপল্লিতে মনোরম পরিবেশে সুলভ মূল্যে 2 BHK, ফ্ল্যাট (G) গ্যারাজ সমেত বিক্রি হবে। M : 8167694813. (C/120605)

■ রাঙাপানি- রেলগেট থেকে 1 Km. এর মধ্যে রেজিস্টার জমি বিক্রি হবে। M : 9800700453. (K/D/R)

■ ধূপগুড়ি ক্ষুদিরামপল্লিতে ২০ কাঠা বাস্তুজমি সত্বর বিক্রয় করা হইবে। দালাল নিষ্প্রয়োজন। M : 8800315262. (A/B)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ি রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭½ কাঠা জমি বিক্রয় হবে, সামনে ১৮' রাস্তা পিছনে ৮½' রাস্তা। ও ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। রাস্তা ৮½'। (M) 9735851677. (C/120994)

■ Flat for sale Dabgram area Rs. 3200/sq.ft 760-1600 sq.ft. M : 9733311128. (C/120960)

■ 3 BHK flat with parking 1st floor for sale at Babu Para and Hakimpara. Ph. - 7076462095. (C/120498)

বাড়ির জমি বিক্রয়

■ ছোট ও বড় প্লটে শিলিগুড়ির সন্নিকটে পাঘালুপাড়া (সাহুডাঙ্গি) ভালো পরিবেশে বাড়ি করার জমি সুলভ মূল্যে বিক্রয় আছে। বিস্তারিত 8617017961. (C/120997)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/-। (C/120488)

সংগীত/কলা

■ On Line/Off Line-এ শিলিগুড়িতে গান শেখাই। M - 8617518652/ 9434330324. (C/121009)

বিক্রয়

■ কোচবিহার R.R.N. রোড সংলগ্ন 3.5 কাঠা বাস্তু জমি সত্বর বিক্রি হবে। যোগাযোগ : 9434613312. (C/120606)

ডিস্ট্রিবিউটার চাই

■ জনপ্রিয় ব্র্যান্ড 'অহনা গোল্ড ঘি' বিক্রির জন্য এলাকাভিত্তিক ডিস্ট্রিবিউটার এবং বড় কাউন্টার বিক্রেতা চাই। 'অহনা গোল্ড ঘি' খেয়ে দেখুন। বাজারের সেরা না হলে ১০০% ফেরত! যোগাযোগ : 9749827856/ 7364855525. (A/K)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়িতে চিমনি ও ফিল্টারের সার্ভের কাজে ছেলে, মেয়ে ও গৃহবধূ এবং সার্ভিসিং এর কাজ জানা ২ জন ছেলে চাই। বেতন - ১৫০০০/- মোঃ- 9476461618. (C/121003)

■ মঙ্গিনিস ফার্মে সেলস ও মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ প্রয়োজন। যোগ্যতা : স্নাতক পাশ, অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার। বেতন : আলোচনা-সাপেক্ষ। M 8927071886. (C/120994)

■ শিলিগুড়ি তিলকসাধু মোড়ে রান্না ও বাড়ির সব কাজের জন্য ১ অথবা ২ কর্মঠ মহিলা চাই। 7586960327. (C/121013)

■ শিলিগুড়ি হাকিমপাড়াস্থিত কাপড়ের দোকানে কাজের জন্য অভিজ্ঞ যুবতি (Sales Person & Tailor) প্রয়োজন। সিমা টেক্সটাইল, শিলিগুড়ি। ৭০০৪১৯৯৮৪৯. (C/120496)

কর্মখালি

■ গৃহকর্মের জন্য বিশ্বস্ত, পরিচ্ছন্ন, পিছুটানহীন শিক্ষিতা মহিলা অ্যাটেনড্যান্ট চাই, যোগাযোগ করুন। 8167694813. (C/120604)

■ কোচবিহার খাগড়াবাড়ি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে Receptionist & Telecaller চাই, @ 7-9K. M : 9733116424. (C/119593)

■ শিলিগুড়ির ঝংকার মোড়ে অবস্থিত ঔষধ দোকানের জন্য স্থানীয় স্টাফ চাই। বেতন সাক্ষাতে। M :- 9832385729. (C/120496)

■ Gangtok Mall, Hotel, Co. বিভিন্ন পদের :- পরিশ্রমী লোক চাই। (S):- 30,000/-. পর্যন্ত। 9434117292. (C/120495)

■ Require Marketing staff for Mediwin Diagnostic Centre, Siliguri. Send your CVs to 9239768271 or mediwinsiliguri15@gmail.com. (C/120495)

■ ইলেক্ট্রনিক্স দোকানের জন্য স্টাফ চাই (প্রমাণপত্র সহ)। বেতন 9,000/-। যোগাযোগ ঃ মিউজিকা, ঋষি অরবিন্দ রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/120495)

■ শিলিগুড়িতে চিমনী সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিক্সড বেতন - ১৪,১০০/- ও ইনসেন্টিভ। কাজের সময় : সকাল ৮.৩০ থেকে ২ টা। Ph :- 9832009039. (C/120495)

■ শিলিগুড়ির একটি রেস্টুরেন্টের জন্য কুক চাই। বেতন - ১২০০০/- - ১৫০০০/-+ থাকা-খাওয়া। ফোন:- 9832206061. (C/120997)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়িতে জুস, বিস্কুট, মিল্ক ফ্যাক্টরিতে হেল্পার লাগবে। সাপ্তাহিক পেমেন্ট। 7384239138 ফোন করুন। (C/120498)

■ Salesman for Medical Store with Computer Knowledge Required. Salary Attractive. Call : 8389871957, 9434061603. (C/121010)

চাক্কি অপারেটর চাই

■ শিলিগুড়িতে চাক্কি অপারেটর প্রয়োজন। যোগাযোগ - 9593739822, 9641732263. (C/120495)

কর্মখালি

■ Required a responsible fieldwork boy with sales Exp. (Job role : Collection, Purchase, Sales, Back Office work etc.). Salary : 16K+ Bonous+Fooding, Age : 30+, Siliguri residence+own vehicle (Rs. 2.5/Km Extra) must. 99320-20008. (C/120495)

Vacancy For Receptionist

■ Interview Everyday, Time 11 AM - 1 PM Address - Hotel Saluja, Hill Cart Road, Siliguri. Ph - 9083536619. (C/120496)

ALIPURDUAR B. Ed. TRAINING COLLEGE

(Recognized by the NCTE and affiliated to the B.S.A.E.U & W.B.B.P.E)
Vill-Pakuritala, P.O-Tapshikhata, P.S & DIST- Alipurduar, PIN -736121.
Phone-9635707422 / 9083708207

Applications are invited for B.Ed & D. El. Ed. Course within 15th March, 2026 for the following posts as per NCTE & State Govt. Norms.

For B. Ed. Course:

1	Principal	One
2	Education	One
3	Life Science	One
4	Mathematics	One
5	Geography	One
6	History	One
7	Bengali	One
8	Hindi	One
9	Foundation	Four
10	Political Science	One
11	Physical Education	One
12	Fine Arts / Performing Arts	One
13	Librarian	One

For D. El. Ed. Course:

1	HOD	One
2	Foundation	Two
3	Bengali	One
4	English	One
5	Mathematics	One
6	Social Science	One
7	Music	One
8	Health & Physical Education	One

More Details Information may be downloaded from our college web: www.apdbedcollege.org.in
E-mail- alipurduarb.ed.trainingcollege@gmail.com
Ref No:-APDBEDTC/ADVT./73-02
Date: 08.03.2026

Teacher In Charge
Alipurduar B.Ed. Training College

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

হাওয়ার রাজনীতি ছাড়ুন

২১০ আসনে ৩৫% ভোট, টার্গেট ৫০%

বঙ্গ নেতৃত্বকে ধমক দিল্লির

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ : সামনেই ২০২৬-এর মহড়া। আর বিধানসভা ভোটের সেই হাইভোল্টেজ লড়াইয়ের আগে বঙ্গ বিজেপির 'কাগুজে বাঘ' নেতাদের ওপর ভরসা করতে নারাজ দিল্লির শীর্ষ নেতৃত্ব। রাজ্য নেতাদের তৈরি করা মনগড়া রিপোর্টের বদলে এবার একেবারে শুরু থেকেই পেশাদার সমীক্ষক সংস্থার হাতে ময়দানি পরিস্থিতি যাচাইয়ের দায়িত্ব তুলে দিয়েছে গেরুয়া শিবির। দলীয় সূত্রের খবর, সেই সমীক্ষকদের পাঠানো গোপন রিপোর্ট ইতিমধ্যেই জমা পড়েছে দিল্লির সদর দপ্তরে। আর সেই গ্রাউন্ড রিপোর্ট বিশ্লেষণ করেই এবার বাংলার জন্য একেবারে নতুন, বাস্তবমুখী এবং আগ্রাসী রাজনৈতিক কৌশল সাজাচ্ছেন অমিত শা-নীতিন নবীনরা।

দিল্লিতে জমা পড়া ওই সমীক্ষক সংস্থার রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা আসনের মধ্যে অন্তত ২১০টি আসনে বিজেপির নিজস্ব ভোট শেয়ার গড়ে প্রায় ৩৫ শতাংশ। আপাতদৃষ্টিতে এই সংখ্যাটি আশাব্যঞ্জক মনে হলেও, রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বাংলায় তৃণমূলের মজবুত সংগঠন এবং 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর মতো জনমোহিনী প্রকল্পের মোকাবিলা করতে গেলে ৩৫ শতাংশ ভোটশেয়ার দিয়ে ম্যাজিক ফিগার ছোঁয়া অসম্ভব। ২০২১ সালের বিধানসভা এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও বিজেপির ভোট শেয়ার ৩৮ শতাংশের আশেপাশে ঘোরাফেরা করেছিল। তাই দিল্লির তরফে বঙ্গ বিজেপিকে স্পষ্ট ডেডলাইন বেঁধে দেওয়া হয়েছে— এই ৩৫ শতাংশকে যেকোনও প্রকারে ৫০ শতাংশে নিয়ে যেতে হবে।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে 'আবকি বার দোশো পার'-এর মতো গালভরা স্লোগান দিয়ে যেভাবে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের বেলুন ফোলানো হয়েছিল, এবার সেই ফাঁদে পা দিতে নারাজ হাইকমান্ড। বাংলার এক বিজেপি সাংসদ নিজেই স্বীকার করে নিয়েছেন, '২১-এও দলের কাছে আসল রিপোর্ট ছিল যে কী ফলাফল হতে পারে। তা সত্ত্বেও ওপরতলার নির্দেশ ছিল '২০০ পার'-এর হাইপ তোলার।' কিন্তু চব্বিশের লোকসভায় বাংলায় দলের আসন সংখ্যা ১৮ থেকে ১২-তে নেমে আসার পর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বুঝেছে, শুধু স্লোগান আর সোশ্যাল মিডিয়ার হাওয়া দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোকাবিলা করা যাবে না। তাই এবার কাগুজে অঙ্কের চেয়ে সংগঠন শক্তিশালী করা এবং বুথ স্তরে নিবিড় জনসংযোগের ওপর সর্বোচ্চ জোর দেওয়া হচ্ছে। বাংলায় একবার 'মোমেন্টাম' তৈরি হলে যে ভোটের ফলাফল নাটকীয়ভাবে পালটে যায়, সেই ইতিহাস মাথায় রেখেই ময়দানে নামতে চাইছে বিজেপি।

দিল্লির এই কড়া মনোভাবের আঁচ সম্প্রতি মিলেছে উত্তরবঙ্গে দলের এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকেও। রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক মঙ্গল পান্ডে সেখানে কার্যত তুলোধোনা করেছেন রাজ্য নেতাদের। নিচুতলার সঙ্গে রাজ্য নেতৃত্বের যোগাযোগহীনতা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, 'আমি যখন নিজের এলাকায় যাই, তখন রিকশাওয়ালা, ঠেলাচালকদের কাঁধে হাত রেখে গল্প করি। কিন্তু আপনারা সেটা করেন না! আপনারা মাঠে নেমে কাজ না করে শুধু হাওয়ায় রাজনীতি করছেন।' সূত্রের খবর, ওই বৈঠকে স্থানীয় বিধায়কদের পেশ করা রিপোর্ট কার্যত ছুঁড়ে ফেলে দেন মঙ্গল পান্ডে। সাফ জানিয়ে দেন, 'বাস্তব গ্রাউন্ড রিপোর্ট না থাকলে কথা বলবেন না। আমি পাটনার পার্টি অফিসে বসে বাংলার প্রতিটি বিধানসভার একেকটি বুথের ভোট নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তবেই সিদ্ধান্তে এসেছি।' অর্থাৎ, রাজ্য নেতাদের গালগল্প নয়, পেশাদার সমীক্ষক সংস্থার দেওয়া ডেটার ওপর ভিত্তি করেই যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ঘুঁটি সাজাচ্ছে, তা একপ্রকার স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি।

সমীক্ষায় উঠে আসা আরেকটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী শহরতলি। রিপোর্টে বলা হয়েছে, শহুরে এবং আধা-শহুরে এলাকার প্রায় ১১০টি আসনে বিজেপির ভালো ফল করার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্যের একাধিক দুর্নীতি ইস্যুতে শহুরে মধ্যবিত্ত ভোটারদের মধ্যে শাসকদলের বিরুদ্ধে যে তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়া তৈরি হয়েছে, বিজেপি এবার সেটাকেই পুরোদমে কাজে লাগাতে চাইছে। শহুরে বাংলার ভোট সবসময়ই রাজ্যের বৃহত্তর রাজনৈতিক স্রোতের ইঙ্গিত দেয়। তাই শহরের এই বিক্ষুব্ধ ভোটব্যাঙ্ককে এককাট্টা করে নিজেদের পালে হাওয়া টানাই এখন গেরুয়া শিবিরের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সব মিলিয়ে, হাওয়ার রাজনীতি ছেড়ে বিজেপি এবার ডেটা এবং বুথ-ম্যানেজমেন্টের ওপর ভর করে ছাব্বিশের রণকৌশল তৈরি করছে।

সাংবাদিক খুনে খালাস

চণ্ডীগড়, ৭ মার্চ : ২০০২ সালের সাংবাদিক রামচন্দ্র ছত্রপতি খুনের মামলায় স্বঘোষিত ধর্মগুরু গুরমিত রাম রহিম সিং-কে বেকসুর খালাস করল পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট। নিম্ন আদালতে যাবজ্জীবন সাজা পেয়েছিলেন তিনি। দীর্ঘ সাত বছর পর হাইকোর্ট জানাল, রাম রহিমের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত প্রমাণ নেই। এই রায়ে ডেরা অনুগামীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস থাকলেও, ন্যায়বিচার নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে।

রাজনীতিতে নীতীশ-পুত্র

পাটনা, ৭ মার্চ : বাবা নীতীশ কুমারের হাত ধরেই এবার সরাসরি রাজনীতির ময়দানে নামছেন ছেলে নিশান্ত। আগামীকাল, ৮ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে জেডিইউ-তে যোগ দিতে চলেছেন তিনি। এতদিন রাজনীতি থেকে নিজেকে সযত্নে দূরেই রেখেছিলেন নিশান্ত। দলে যোগ দিয়েই কি সোজা উপমুখ্যমন্ত্রীর পদ পেতে চলেছেন নিশান্ত, বিহার রাজ্য রাজনীতিতে এটাই এখন জোর জল্পনার বিষয়।

৬৩০০ কোটি টাকা বেতন

ওয়াশিংটন, ৭ মার্চ : গুগল সিইও সুন্দর পিচাইয়ের নতুন বেতন শুনলে রীতিমতো চোখ কপালে উঠবে! রিপোর্ট অনুযায়ী, তাঁর বর্তমান বার্ষিক বেতনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬,৩০০ কোটি টাকা (৭৬ কোটি ডলার)। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তির দৌড়ে গুগলের অভাবনীয় সাফল্যের বড়সড়ো পুরস্কার হিসেবেই এই বিপুল পরিমাণ অর্থ এবং শেয়ার পাচ্ছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই টেক-কর্তা।

নরখাদক

ভোপাল, ৭ মার্চ : জেল থেকে পেরোলে ছাড়িয়েই এক কিশোরকে খুন করে তার রক্ত পান করল এক ব্যক্তি! মধ্যপ্রদেশের দামোহ জেলায় এই হাড়হিম করা ঘটনায় শিউরে উঠেছে গোটা দেশ। গুড্ডা প্যাটেল নামে ওই ব্যক্তি কিশোরের মগজও খাচ্ছিল বলে দাবি শিউরে ওঠা প্রত্যক্ষদর্শীদের।

নেপালকে মোদি-বার্তা

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ : সাফল্যের সঙ্গে নির্বাচন পর্ব মেটানোয় প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালকে উষ্ণ অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার এক বার্তায় তিনি নেপালের সরকার ও আমজনতাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, 'এই সফল নির্বাচন নেপালের গণতান্ত্রিক যাত্রাপথের এক অত্যন্ত গর্বের মুহূর্ত।'

এই নির্বাচনে নেপালের রাজনৈতিক সমীকরণে বদলেছে। ব্যালট বক্সে বিপুল সমর্থন পেয়েছে বালেন্দ্র শাহের আরএসপি। জেন জি বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক বালেন্দ্র শাহ-ই নেপালের প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন। এই আবহে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোদির বার্তা কূটনৈতিক দিক থেকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। মোদি স্পষ্ট জানিয়েছেন, একনিষ্ঠ বন্ধু এবং প্রতিবেশী হিসেবে ভারত সর্বদা নেপালের মানুষের পাশে রয়েছে। আগামী দিনেও দু-দেশের পারস্পরিক উন্নতি ও অংশীদারিত্ব বজায় রাখতে নয়া সরকারের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে নয়াদিল্লি। রাজনৈতিক মহলের মতে, এশিয়ায় চিনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের মাঝে নেপালের সঙ্গে কৌশলগত ও কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও মজবুত করতেই ভোটের পরপরই এই ইতিবাচক বার্তা দিল সাউথ ব্লক।

Apollo PROTON Cancer Centres

CONSULT OUR EXPERT IN CANCER CARE

Dr. Abhijit Das
Consultant - Thoracic Surgical Oncology
Apollo Proton Cancer Centre, Chennai

Consultation Available For:
- Lung Cancer & Lung metastasis / Nodule
- Esophagus Cancer and Gastro Chest Wall Tumor and Trauma
- Chest Wall Tumor and Trauma
- Advance Breast Cancer / Chest Wall involvement & IMN
- Airway (Tracheal / Bronchial) Tumor (Carcinoid)
- Intrathoracic Mediastinal Tumor (Thymomas/Neurogenic)
- Pleural (Primary/ Secondary) Malignancies
- Mediastinal Lymph Nodal mass
- Recurrent pleural effusion & Trapped Lung (Post TB)
- Lung Damage & Bronchopleural fistula (Post TB / COPD)

12 March 2026
11:30 am to 03:00 pm
Mukherjee Hospital, Rajani Bagan, Hill Cart Road, Siliguri - 734001

FOR APPOINTMENTS CALL: 9002936622 | 9150118333

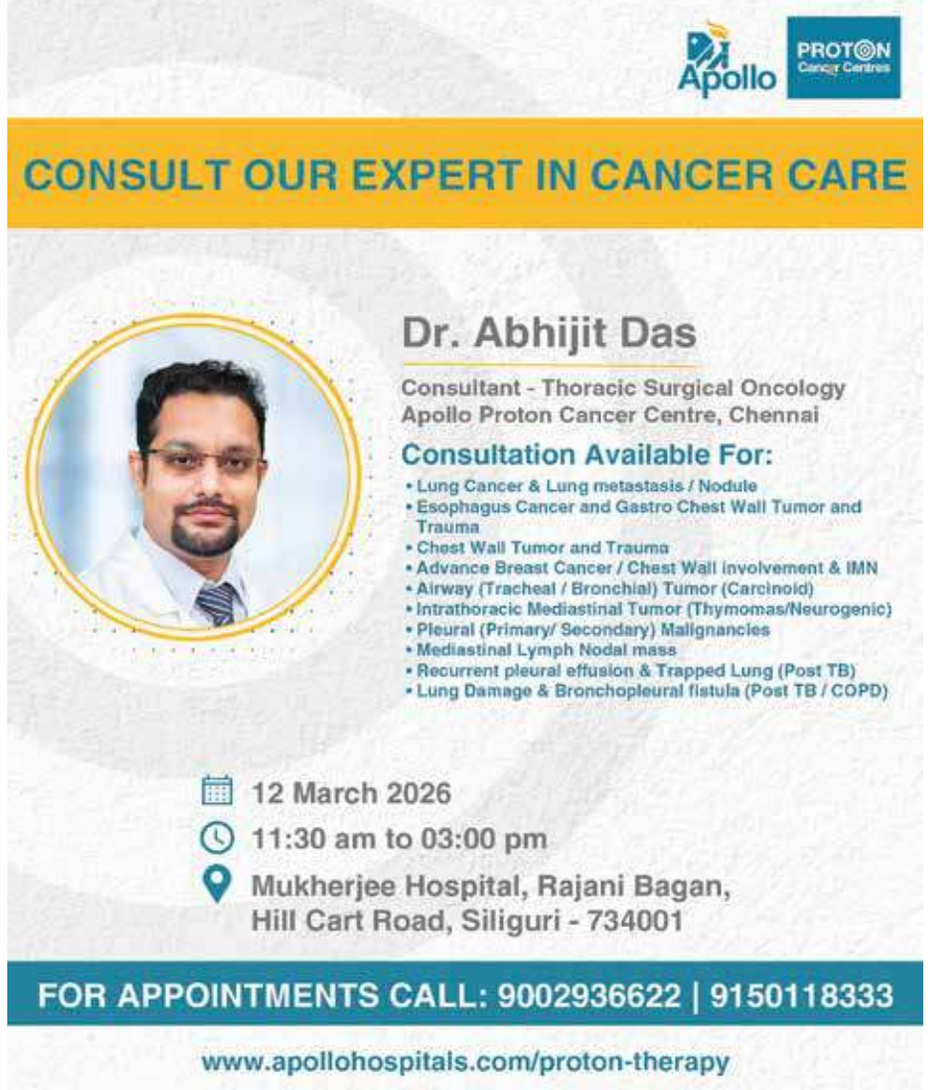

www.apollohospitals.com/proton-therapy

ডিটেনশন থেকে নাগরিকত্ব

গুয়াহাটি, ৭ মার্চ : অসমের নাগরিকত্ব বিতর্কে এক নজিরবিহীন মোড় নিল ৫৯ বছর বয়সি দীপালি দাসের ঘটনা। ২০১৯ সালে ফরেনার্স ট্রাইবিউনাল তাঁকে অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী বলে তকমা দেওয়ার পর ২ বছর শিলচরের ডিটেনশন ক্যাম্পে কাটিয়েছিলেন তিনি। এহেন দীপালি দাসই এবার নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা সিএএ-র দৌলতে ভারতের বৈধ নাগরিক বলে গণ্য হলেন। ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসা দীপালির বিরুদ্ধে ২০১৩ সালে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। পুলিশের চার্জশিটই তাঁর তুরুপের তাসে পরিণত হয়। ২০২১ সালে জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর সিএএ-তে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেন দীপালি। শুক্রবার তা মঞ্জুর হয়। তাঁর পাশাপাশি অসমে বসবাসকারী আরও চার বাংলাদেশি নাগরিককেও সিএএতে ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে।

সিএএ-তে নাগরিকত্ব পেতে হলে আফগানিস্তান, পাকিস্তান বা বাংলাদেশ থেকে আসার প্রমাণ দিতে হয়। দীপালির ক্ষেত্রে ২০১৩ সালের পুলিশি নথিতেই স্পষ্ট উল্লেখ ছিল যে তিনি বাংলাদেশের হবিগঞ্জের বাসিন্দা। এই সরকারি নথিকেই তথ্যপ্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।

উত্তাল সমুদ্রে ইরানি নৌসেনার ত্রাতা দিল্লি

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ : ভারত মহাসাগরের নীল জলরাশি এখন নতুন যুদ্ধক্ষেত্র। দিনকয়েক আগে মার্কিন টর্পেডোর আঘাতে সলিল সমাধি ঘটেছে ইরানি যুদ্ধজাহাজ আইআরআইএস ডেনার। মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৮৭ জন ইরানি নৌসেনার। এমন এক পরিস্থিতিতে মানবিকতার অনন্য নজির তৈরি করল ভারত। প্রযুক্তিগত সমস্যায় মাঝসমুদ্রে আটকে পড়েছিল ইরানের যুদ্ধজাহাজ 'আইআরআইএস লাভান'। জাহাজটিকে কোচি বন্দরে নোঙর করার অনুমতি দিয়েছে দিল্লি। কূটনৈতিক মহলের মতে, একদিকে যেমন অকেজো ইরানি যুদ্ধজাহাজ ও তার নাবিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে, তেমনই আন্তর্জাতিক মহলে এই বার্তা গিয়েছে যে আমেরিকার অঙ্গুলি হেলনে চলে না ভারতের বিদেশনীতি।

৪ মার্চ জাহাজটি কোচি বন্দরে প্রবেশ করে। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর বলেন, 'যখন জাহাজটি আমাদের জলসীমার কাছাকাছি আসার অনুমতি চেয়েছিল, তখন তারা সংকটে ছিল। পরিস্থিতি বদলে যাওয়ায় তারা ভুল সময়ে ভুল জায়গায় আটকা পড়েছিল। আইআরআইএস ডেনা-র ডুবে যাওয়া অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, কিন্তু লাভান-এর ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ মানবিক। আইনি বা ভূ-রাজনৈতিক জটিলতা থাকলেও বিপদে পড়া নাবিকদের পাশে দাঁড়ানোই ছিল সঠিক পদক্ষেপ।'

> আইআরআইএস ডেনা-র ডুবে যাওয়া অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, কিন্তু লাভান-এর ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ মানবিক।
>
> এস জয়শংকর

আন্তর্জাতিক মহলে ভারতের এই পদক্ষেপের গভীর প্রভাব পড়েছে। আমেরিকা ও ইজরায়েলের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক বজায় রেখেও ইরানের প্রতি এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী ভারতের সার্বভৌম ও নিরপেক্ষ বিদেশনীতিকে শক্তিশালী করেছে।

বিড়লার পাশে নমো, ভোল বদল তৃণমূলের

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ : আগামী ৯ মার্চ সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হতেই এক মেগা লড়াইয়ের সাক্ষী হতে চলেছে দেশ। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার বিরুদ্ধে বিরোধীদের আনা অনাস্থা প্রস্তাব ঘিরে পারদ এখন চরমে। 'ইন্ডিয়া' জোট যখন স্পিকারকে সরাতে এককাট্টা, ঠিক তখনই তাঁর পাশে মজবুত ঢাল হয়ে দাঁড়ালেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অন্যদিকে, শেষ মুহূর্তে নাটকীয় ভোল বদল করে এই অনাস্থা প্রস্তাবে সমর্থনের সিলমোহর দিয়ে বিরোধী ঐক্যে নয়া মাত্রা যোগ করল তৃণমূল কংগ্রেস!

শনিবার কোটা বিমানবন্দরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে বিড়লার ভূয়সী প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী। স্পিকারকে দলমতের ঊর্ধ্বে থাকা 'অভিভাবক' আখ্যা দিয়ে মোদির তীব্র কটাক্ষ, 'বড় ঘরের কিছু অহংকারী পড়ুয়া ক্লাসে গণ্ডগোল পাকালেও, স্পিকার সবসময় হাসিমুখে পরিস্থিতি সামলান।' প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্য যে সরাসরি বিরোধী সাংসদদের উদ্দেশে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

মোদির এই আক্রমণের আবহেই চর্চার কেন্দ্রে তৃণমূলের ইউ-টার্ন। এতদিন স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনা নিয়ে কৌশলগত দূরত্ব বজায় রেখেছিল ঘাসফুল শিবির। খোদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, তাঁরা তড়িঘড়ি পদক্ষেপের পক্ষে নন। কিন্তু আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে 'ইন্ডিয়া' জোটের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করতেই তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে অনাস্থার পক্ষে সই করেছে দল। আর তৃণমূলের এই আকস্মিক ভোল বদলকে কড়া ভাষায় বিঁধেছেন কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী।

কংগ্রেস সাংসদদের আনা এই অনাস্থা প্রস্তাবে ইতিমধ্যেই সপা, ডিএমকে, শিবসেনা (উদ্ধব), এনসিপি (শারদ) সহ ১১৮ জন সাংসদ স্বাক্ষর করেছেন। বিরোধীদের মূল অভিযোগ, স্পিকার নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে চরম ব্যর্থ। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সহ একাধিক সাংসদকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে, জনস্বার্থের প্রশ্ন তুললেই বিরোধীদের কড়া শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। এই মেগা ভোটাভুটি ঘিরে ইতিমধ্যেই দলীয় সাংসদদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে তিন লাইনের হুইপ জারি করেছে বিজেপি ও কংগ্রেস।

রাহুলের ৬ গ্যারান্টি

তিরুবনন্তপুরম, ৭ মার্চ : রেউড়ি বা খয়রাতির রাজনীতিতে রাজ্যগুলির কোশাগারকে শূন্যতার দিকে ঠেলে দিলেও তা থেকে পিছু হটতে নারাজ নেতানেত্রীরা। কেরলে আসন্ন বিধানসভা ভোটে জিততে সেই ফর্মুলাতেই আস্থা রাখলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। শনিবার কংগ্রেস তথা ইউডিএফের তরফে ৬ গ্যারান্টি ঘোষণা করেন তিনি। কেএসআরটিসি বাসে রাজ্যের সমস্ত মহিলা বিনামূল্যে যাতায়াত, কলেজ ছাত্রীদের প্রতিমাসে ১ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা, প্রতিমাসে কল্যাণমূলক পেনশনের পরিমাণ বাড়িয়ে ৩ হাজার টাকা, ওমেন চান্ডির নামে ২৫ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্যবীমা, তরুণরা যাতে ব্যবসা শুরু করতে পারেন তার জন্য ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সুদ ছাড়া ঋণ প্রদান এবং প্রবীণ নাগরিকদের জন্য একটি পৃথক দপ্তরের মতো মোট ৬টি গ্যারান্টির কথা ঘোষণা করেন রাহুল।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন দক্ষিণ দিনাজপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ দিনাজপুর - এর একজন বাসিন্দা তানু পাহান - কে

11.12.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 58D 66836 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "সামাজিক অবস্থার উন্নতির সাথে সাথে আর্থিক স্থিতিশীলতা আসে। জীবনকে মসৃণভাবে পরিচালনা করার জন্য যে কারোরই সুবিধাজনক স্থানে পৌঁছাতে অনেক প্রচেষ্টা লাগে। ডিয়ার লটারি আমাদের আর্থিক স্থিতিশীলতা সহজ উপায়ে উন্নত করার জন্য এমন একটি পদক্ষেপ প্রদান করে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

টী বোর্ড ভারত
TEA BOARD INDIA
www.teaboard.gov.in

INDIA TEA
World's Gold Standard

ভারতীয় চা - প্রকৃতির কোলে জন্ম, সেই স্নেহময় হাতের পরম যত্নে লালিত
যা আমাদের জীবনে আনে কল্যাণ আর উষ্ণতায় ভরা পরশ

আমাদের ঐতিহ্যের যত্ন নেওয়া
সেই সব নারীদের প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শুভেচ্ছা
৮ মার্চ, ২০২৬

DARJEELING INDIA TEA · ASSAM INDIA TEA · ASSAM ORTHODOX INDIA TEA · NILGIRI INDIA TEA · NILGIRI ORTHODOX INDIA TEA · KANGRA TEA INDIA TEA · DOOARS-TERAI INDIA TEA · SIKKIM TEA ORGANIC INDIA TEA · TRIPURA TEA INDIA TEA · BIHAR TEA INDIA TEA

© Copyright, Tea Board India, 2026

আড়ালে মাদক বিক্রি, সক্রিয়তা নেই পুরনিগমের

বাঁধ দখল করে দোকানের সারি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : বাঁধের ওপর বাঁশের খুঁটি পুঁতে তৈরি হচ্ছে দোকান। দোকানগুলির একাংশের আড়ালে চলছে মাদক বিক্রি। বাঁধ দখল করে একের পর এক দোকান তৈরি হলেও এখন পর্যন্ত প্রশাসনিক পদক্ষেপ নজরে পড়েনি। যা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে। অভিযোগ, বাঁধ সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ বাড়ির সামনে দোকান তৈরি করছেন। কিছু বাড়ির সামনের অংশও নিয়ে আসা হয়েছে বাঁধ এলাকায়। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের মদতে সমস্ত কিছু চলছে বলে এলাকায় কান পাতলে শোনা যায়। বিষয়টি নিয়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলার অনীতা মাহাতোকে শুক্রবার সন্ধ্যায় ফোন করলে তিনি বলেন, 'মিটিংয়ে ব্যস্ত রয়েছি।' পরবর্তীতে ফের ফোন করা হলে তিনি আর ফোন রিসিভ করেননি। পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলছেন, 'এরকম হওয়া উচিত নয়। আমি পুরো বিষয়টা খতিয়ে দেখব।'

অস্থায়ী দোকানে মাদক বিক্রির অভিযোগ।

শহরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত মহানন্দা নদীর দু'ধার বরাবর একাধিক বসতি গজিয়ে উঠেছে। ওই বসতিগুলি নদীর দিকে ক্রমশই এগিয়ে আসতে থাকায় বাঁধ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বন্ধ হয়নি দখলদারি। এখন চলছে বাঁধ দখল। বাঁধ বরাবর দোকান বসানোর প্রবণতা সবচেয়ে বেশি পুর নিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে। সম্প্রতি বাঁধের ওপরই বাঁশের খুঁটি দিয়ে দোকান বসিয়েছেন অজয় মণ্ডল নামের গঙ্গানগর এলকার এক বাসিন্দা।

এভাবে কেন বাঁধের ওপর দোকান তৈরি? তাঁর জবাব, 'বাঁধের এই অংশটা খালি ছিল। তাই একটা দোকান করে নিলাম।' নতুন দোকান গজিয়ে উঠেছে গঙ্গানগর ২ নম্বর রাস্তাতেও। একইভাবে পানের দোকান তৈরি করেছেন বিজয় মাহাতো। তাঁর বক্তব্য, 'পানের একটা ছোট দোকান করলাম।' কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এভাবে দোকান তৈরি করা কি ঠিক? কে বা কারা অনুমতি দিচ্ছে?

সে ব্যাপারে অবশ্য মুখে কুলুপ আঁটছেন ওই দখলদাররা। দোকানগুলিতে দিনের আলোয় মাংস, পান বিক্রি হলেও, সন্ধ্যার পর অনেক দোকানে মাদকের কারবার চলে বলে জানাচ্ছেন স্থানীয় অনেকেই। স্থানীয় বাসিন্দা মালতী সাহানির কথায়, 'এমনিতেই তো মহিলারা নদীর চরে যেতে পারে না। তার মধ্যে ওই দোকানগুলির আড়ালে যে হারে মাদক বিক্রি হয়, তাতে সবসময় মনের মধ্যে ভয় থাকছে। যে কারণে দোকানগুলির দিকে প্রয়োজনেও যেতে পারি না।' পরিস্থিতি পরিবর্তনে দখলদারির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের দাবি তুলেছেন স্থানীয়দের অনেকেই। তাঁদের বক্তব্য, প্রশাসনের উচিত বাঁধটিকে দখলমুক্ত করা। সেইসঙ্গে পরবর্তীতে যাতে নতুন করে দোকান তৈরি না হয়, সেদিকেও নজর রাখা উচিত। অন্যথায় এলাকায় নেশাগ্রস্তদের দৌরাত্ম্য আরও বৃদ্ধি পাবে।

রাস্তা ও শৌচাগারের শিলান্যাস

খড়িবাড়ি, ৭ মার্চ : খড়িবাড়ি ব্লকের বুড়াগঞ্জ পঞ্চায়েতে দীর্ঘদিনের দাবি মেনে গ্রামীণ রাস্তা পাকা করার কাজ শুরু হল। শনিবার বুড়াগঞ্জের দেওয়ানভিটা সংসদে রাস্তার কাজের শিলান্যাস করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের অর্থানুকূল্যে ১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রায় ৭০০ মিটার দীর্ঘ এবং ৮ ফুট প্রস্থবিশিষ্ট রাস্তাটি পাকা করা হবে। এদিন শিলান্যাস অনুষ্ঠানে ছিলেন বুড়াগঞ্জ পঞ্চায়েতের প্রধান অনীতা রায়।

এদিকে, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের উদ্যোগে খড়িবাড়ি ব্লকের বুড়াগঞ্জে দুটি অত্যাধুনিক কমিউনিটি টয়লেটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ। স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) ও পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের যৌথ অর্থানুকূল্যে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। প্রায় ৮ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা ব্যয়ে ব্লকের দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে শৌচাগার নির্মাণ করা হবে। এদিন খড়িবাড়ি বুড়াগঞ্জের লোহাসিংজোতে একটি শিব মন্দির সংলগ্ন এলাকায় প্রথম শৌচাগারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। অপর কমিউনিটি শৌচালয়টি অধিকারী চৌরাস্তার মোড়ে করা হবে।

বহিরাগতের তাণ্ডব

চোপড়া, ৭ মার্চ : শুক্রবার রাতে ঘিরনিগাঁওয়ের মণ্ডলবস্তি গ্রামে এক বহিরাগত তরুণের বিরুদ্ধে গ্রামের এক ব্যক্তির বাড়িতে তাণ্ডবের অভিযোগে উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনায় শরিফুল ইসলাম নামে এক তরুণ জখম হয়েছেন। তাঁকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনায় জখম শরিফুল ইসলাম বলেন, 'পেদিয়াগছ গ্রামের ফারুক নামে এক ব্যক্তি গ্রামে ঢুকে আমাদের ভয় দেখাতে শুরু করে। সে আমার বাড়িতে ঢুকে রীতিমতো তাণ্ডব চালিয়েছে। বাধা দিতে গেলে ওই ব্যক্তি আমার মাথায় রড দিয়ে আঘাত করে। চিৎকার চ্যাঁচামেচিতে প্রতিবেশীরা তাকে আটক করে। পরে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।' দাসপাড়া ফাঁড়িতে শনিবার এ ব্যাপারে অভিযোগ জানানো হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

চুরিতে ধৃত

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : ডিসেম্বর মাসের একটি চুরির ঘটনায় শুক্রবার রাতে বিভিন্ন সূত্রকে কাজে লাগিয়ে নর্মদা বাগান এলাকা থেকে সন্তোষ পাসোয়ান নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। যদিও পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে ছুট দিয়েছিলেন সন্তোষ। এরপর সোজা গিয়ে সামনে থাকা একটি বিল্ডিংয়ে উঠে যান। পুলিশও পিছু নেয়। ছাদে উঠতেই অভিযুক্তকে পাকড়াও করে পুলিশ। শনিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, ডিসেম্বরে দেবীডাঙ্গা অঞ্চলে একটি ফাঁকা বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। চুরির অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে প্রধাননগর থানার পুলিশ। বিভিন্ন সূত্রকে কাজে লাগিয়ে পুলিশ জানতে পারে, সন্তোষ এই ঘটনা ঘটিয়েছেন। এরপরই সন্তোষের খোঁজ শুরু করেন তদন্তকারীরা। অবশেষে শুক্রবার পাকড়াও হন অভিযুক্ত।

উদ্বোধন

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : মিড-ডে মিলের ঘর পেল সমাজকল্যাণ বাল্মীকি বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে থাকা এই স্কুলে শনিবার নতুন মিড-ডে মিল ঘরের উদ্বোধন করেন মেয়র গৌতম দেব। প্রায় চার লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা ব্যয়ে পুরনিগমের উদ্যোগে ঘরটি তৈরি করা হয়েছে।

উপভোক্তাদের হয়রানির সম্ভাবনা

বুকিং জটে রান্নার গ্যাসে কালোবাজারি

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : সুভাষপল্লির একটি হোটেলের মালিক তাঁরই হোটেলে মুরগির মাংস কিনতে আসা এক তরুণকে বলছিলেন, 'গ্যাসের খুব সমস্যা হয়ে গিয়েছে রে। ২৫ দিনের তফাৎ না থাকলে নাকি বুকই করতে পারব না। আমার তো একটা লাগবেই।' এরপরই তাঁর আর্জি, 'একটা ছোট (ডোমেস্টিক) সিলিন্ডারের ব্যবস্থা করে দে না ভাই, ১১০০ টাকা দেব।'

মধ্যপ্রাচ্যে অস্থির পরিস্থিতির মধ্যেই রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধিতে চিন্তায় উপভোক্তারা। তার মধ্যেই নতুন করে রান্নার গ্যাসের বুকিং নিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে। এতে আরও উদ্বেগ বাড়ছে শিলিগুড়িতে। রান্নার গ্যাসের মজুত কমার আশঙ্কা থেকেই বুকিং নিয়ে জটিলতা কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। বুকিং নিয়ে জটের ফলে বাজারে রান্নার গ্যাসের কালোবাজারির অভিযোগ উঠছে।

শিলিগুড়িতে কমার্সিয়াল ১৯ কেজির গ্যাস সিলিন্ডারের দাম আগে ছিল ২১৪৮.৫০ টাকা। এখন ১১৪.৫০ টাকা বেড়ে হয়েছে ২২৬৩ টাকা। ১৪ কেজির ডোমেস্টিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম আগে ছিল ৯০৬ টাকা। এখন ৬০ টাকা বেড়ে হয়েছে ৯৬৬ টাকা। তবে খোলা বাজারে ডোমেস্টিক সিলিন্ডার এগারোশো-বারোশো টাকায় কিনতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। কালোবাজারি হচ্ছে কমার্সিয়াল সিলিন্ডারেরও। এক্ষেত্রে খোলা বাজারে কিনতে ২৫০০ টাকার মতো লাগছে বলে অভিযোগ।

তিনবাত্তি মোড়ের এক খাবারের হোটেলের মালিকের দাবি, নতুন করে বুকিং করতে না পারায় এদিন

- খোলাবাজারে ডোমেস্টিক সিলিন্ডার এগারোশো-বারোশো টাকায় কিনতে হচ্ছে বলে অভিযোগ
- কালোবাজারি হচ্ছে কমার্সিয়াল সিলিন্ডারেরও, এক্ষেত্রে কিনতে ২৫০০ টাকার মতো লাগছে
- তবে কালোবাজারির সঙ্গে ডিলাররা যুক্ত নন বলে দাবি

গ্যাস পাননি। বাইরের থেকে বেশি দামে তাঁকে কিনতে হয়েছে। যদিও শিলিগুড়ির গ্যাস ডিলার গৌতম দাস বলছেন, 'উপভোক্তারাই অনেক সময় মজুত সিলিন্ডার বেশি দামে বিক্রি করে দিচ্ছেন। বুকিংয়ের পরে নির্দিষ্ট কোড নম্বর না দিলে কাউকে গ্যাস দেওয়া হচ্ছে না।' অহেতুক উদ্বেগ যাতে না ছড়ায় সেই আবেদনও করেছেন তিনি।

ডিলারদের দাবি, নতুন নিয়ম অনুসারে ২৫ দিনে একটির বেশি গ্যাস পাবেন না উপভোক্তা। এই সময়ে সার্ভার সমস্যা দেশজুড়েই চলছে। সে কারণে শুক্রবার রাত থেকে বুকিং করতে সমস্যায় পড়ছেন উপভোক্তারা। যাঁরা ২৫ দিনের পরে বুকিং করতে চাইছেন, তাঁদেরও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এক হোটেলের মালিকের বক্তব্য, 'যুদ্ধের পরিস্থিতিতে রান্নার গ্যাসের মজুত নিয়ে আশঙ্কার কারণে বুকিং সমস্যা হতে পারে।'

শ্যামলী দাস নামে এক উপভোক্তা বলছেন, 'দিনভর চেষ্টা করেও বুকিং করতে পারিনি। একে গ্যাসের দাম বেড়েছে। বাইরে খেলে আরও খরচ।' ইন্ডিয়ান অয়েলের উত্তরবঙ্গ এবং সিকিমের এলজিপি গ্যাস ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কৌশিক সরকার বলছেন, 'সার্ভার সমস্যা ২-১ দিনের মধ্যে মিটতে পারে। তবে জোগানের ঘাটতি নেই। কিন্তু নতুন করে বুকিং না হলে তো কাউকে সাপ্লাই দেওয়া সম্ভব নয়। যাদের আগেই বুকিং ছিল সেগুলি যথারীতি বিলি হচ্ছে।' কালোবাজারি প্রসঙ্গে তাঁর দাবি, 'সেটা প্রশাসনের দেখার বিষয়। ডিলাররা যুক্ত নন।' দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলছেন, 'কালোবাজারির অভিযোগ পাইনি। পেলে দেখা হবে।'

বিজেপির বাইক মিছিল

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : ৯ মার্চ শিলিগুড়িতে পা রাখবে বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প যাত্রার রথ। তার আগে শনিবার ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে একটি বাইক মিছিল করল পদ্ম শিবিরের যুব মোর্চা। ইস্টার্ন বাইপাস থেকে ওই মিছিলটি শুরু হয়ে বাণেশ্বর মোড় হয়ে ফুলবাড়িতে শেষ হয়। অংশ নেন বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়, দলের ওবিসি মোর্চার রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক সুমিত পাল সহ দলের নেতা-কর্মীরা।

শিখা বলেন, 'পুলিশ বিজেপির কোনও কর্মসূচির অনুমতি দেয় না। তবে এবার অনুমতি না দিলেও বাধা দেয়নি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই মিছিল করা গিয়েছে।' সুমিতের বক্তব্য, 'রথযাত্রার প্রচারে মিছিলের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রচুর মানুষের সমাগম হয়েছে।' এদিকে, বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সহ সভাপতি মানিক অরোরা, বিধায়ক এবং আর কয়েকজন নেতাকে মিছিলের প্রথম সারিতে দেখা যাওয়ায় যুব মোর্চার একাংশ অসন্তুষ্ট। যদিও এই প্রসঙ্গে কেউ কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

অন্যদিকে, এদিন কেন্দ্রের সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের তরফে দেওয়া বিভিন্ন সামগ্রী বিলি করেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। তিনি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এলাকায় শতাধিক বিশেষভাবে সক্ষমকে হুইলচেয়ার, লাঠি, কোমরে বাঁধার সামগ্রী বিলি করেন। মোট ৫০ লক্ষ টাকার সামগ্রী বিতরণ হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিধায়ক।

ভোটের আগে বিশেষভাবে সক্ষমদের কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বিলি করায় কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল কংগ্রেস। শাসকদলের দার্জিলিং জেলা (সমতল) কোর কমিটির সদস্য পাপিয়া ঘোষ বলেন, 'ভোটের আগে সামগ্রী বিলি করলেও বিধায়ক ভোট পাবেন না। রাজ্য সরকার বিশেষভাবে সক্ষমদের ভাতা দেওয়া থেকে নানাভাবে সাহায্য করছে।' পালটা আনন্দময় বলেন, 'রাজ্য সরকার বিজেপি বিধায়কদের এলাকাকে উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত করেছে। কেন্দ্র সাধ্যমতো কাজ করে যাচ্ছে। এতে রাজনীতি নেই।'

ভাঙল ডিভাইডার

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : রাতের শহরে অতিরিক্ত গতির দৌরাত্ম্যে এবারে ভাঙল ডিভাইডার। শুক্রবার রাতে বর্ধমান রোডে ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি ছোট গাড়ি জলপাই মোড় থেকে ঝংকার মোড়ের দিকে যাচ্ছিল। এমন সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। ক্ষতিগ্রস্ত হয় পথবাতিও। এরপর পুলিশ গিয়ে ওই গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করে। গাড়ির সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যদিও চালক স্থিতিশীল বলে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

অবাক চোখে।। ফালাকাটার মিল রোডে ছবিটি তুলেছেন অনিন্দ্য দাশগুপ্ত।

বিশ্বকাপ জ্বরে পুড়ছে শিলিগুড়ি

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : বিশ্বকাপের ফাইনাল জ্বরে পুড়ছে শহর শিলিগুড়ি। প্রিয় দলকে সমর্থন করতে বাজারে ভারতের জার্সি কেনার ভিড় যেমন বেড়েছে, ঠিক তেমনই ছুটির দিনে বড় স্ক্রিনে প্রিয় দল বিশ্বকাপের ট্রফি তুলছে এই দৃশ্য দেখার জন্য জায়ান্ট স্ক্রিন, প্রোজেক্টর, এলইডি টিভি লাগানোর হিড়িক পড়েছে।

শনিবার কথা হচ্ছিল নর্থ-ইস্ট স্পোর্টস গুডস ট্রেডার্স অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি খোকন ভট্টাচার্যর সঙ্গে। জার্সির চাহিদা কেমন? বললেন, 'শুধু আজকের দিনেই সারাদিনে আড়াই হাজার ভারতের জার্সি বিক্রি হয়েছে। স্টক প্রায় শেষ।' একই কথা বলছিলেন খেলার সামগ্রী বিক্রেতা অনিরুদ্ধ দাস। তাঁর কথায়, 'স্টক প্রায় শেষ। তবে সময়ের সঙ্গে চাহিদা বাড়ছে।'

তবে এখানেই শেষ নয়। কুড়ির বিশ্বকাপের ফাইনালের জ্বরে কাপতে থাকা ক্রিকেটপ্রেমী শহরবাসীর মন জয় করতে নানা উদ্যোগ নেওয়া শুরু হয়েছে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে। শক্তিগড়ের বাসিন্দা শুভ্রদীপ মুখোপাধ্যায়ের কথায়, '২০২৩ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালেও আমরা প্রোজেক্টর ভাড়া করে লাগিয়েছিলাম। সেবার নিরাশ হয়েছিলাম। তবে এবার আর নিরাশ হব না।'

এদিন প্রোজেক্টরের ন্যূনতম ভাড়া উঠেছে পাঁচ হাজার টাকার ওপর। প্রোজেক্টরের ভাড়া দেওয়ার ব্যবসা রয়েছে বিলাস দাসের। এদিন এক ক্রিকেটপ্রেমী বিলাসের কাছে প্রোজেক্টর ভাড়া নিতে এসেছিলেন। সে সময় বিলাশকে বলতে শোনা গেল, 'আমি কথা দিতে পারছি না। আপনার আগে অনেকেই প্রোজেক্টর ভাড়া নেওয়ার কথা বলে গিয়েছে।'

প্রোজেক্টর না পেলে দোকানের ওপরে থাকা ডিজিটাল বোর্ডে খেলা দেখার পরিকল্পনা নিয়েছেন বর্ধমান রোডের ব্যবসায়ী মহম্মদ ইউনুস।

বিধান মার্কেটে ভারতীয় দলের জার্সি কেনা চলছে। শনিবার। -সূত্রধর

তিনি বললেন, 'দোকানের ডিজিটাল বিজ্ঞাপনী বোর্ডে কানেকশন করে সেমিফাইনাল ম্যাচ দেখেছি। প্রোজেক্টর না মিললে বিজ্ঞাপনী বোর্ডেই খেলা দেখব।' এদিকে, বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা বাজার এলাকা জাতীয় পতাকার পাশাপাশি সূর্য-তিলকদের পোস্টারে সাজানোর পরিকল্পনা নিয়েছেন। ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য অসিত দে-র কথায়, 'ফাইনাল উপলক্ষ্যে বাজার একটু সাজাব। সকাল থেকে আমরা এই কাজ শুরুর পরিকল্পনায় রয়েছি।'

মাটিগাড়ার একটি শপিং মলের পাব আবার বিশেষ ব্যবস্থার আয়োজন করেছে। ওই পাবের ম্যানেজার এডওয়ার্ডস রোজারিও বলছিলেন, 'পাবে আসা প্রত্যেকের গালে জাতীয় পতাকা একে দেওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা থাকছে। স্টেডিয়ামের কিছুটা ফিল দেওয়ার জন্য বড় লাইভ স্ক্রিনিংয়ের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি ঢোলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।' অন্যদিকে, বাঘা যতীন পার্কেও খেলা দেখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আর এ সবকিছুর মধ্যেই বছর পঁচিশের সৌজন্য চক্রবর্তী বলে উঠলেন, 'আর যাই হোক, এবারে অন্তত আহমেদাবাদের স্টেডিয়াম শাপমুক্ত হোক। সূর্যের হাতে উঠুক বিশ্বকাপ।'

নারী দিবস

শনিবার ইসলামপুরের ঠাকুরনগর গ্রামে ছবিটি তুলেছেন সুদীপ্ত ভৌমিক।

নির্বিকার প্রশাসন, চুপ শাসকদল

ফের তৃণমূল নেতার 'অবৈধ' নির্মাণকাজ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : মোহরগাঁও গুলমা চা বাগানে চুপিসারে তৃণমূল কংগ্রেস নেতার অবৈধ হোটেলের নির্মাণকাজ ফের শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ। শনিবার সেখানে গিয়ে দেখা গিয়েছে, অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকা ভবনটির বাইরের অংশে নির্মাণকাজ করার জন্য বাঁশ বাঁধা হয়েছে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ তীব্র কটাক্ষ করেছেন। তিনি বলছেন, 'এটা তৃণমূলের বিদায়ের বাঁশ সাজানো হচ্ছে। ওই অবৈধ নির্মাণ যদি ভোটের আগে ভাঙা না হয় তাহলে নির্বাচনের পরে নতুন সরকার এসে ওই নির্মাণ শুধু ভাঙবেই না, যাঁরা তৈরি করছেন, যাঁরা এতে মদত দিচ্ছেন, সবার বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিক্রুয়াল অবশ্য বলছেন, 'এর সঙ্গে দলের কেউ যুক্ত নন।' বিষয়টি নিয়ে দার্জিলিংয়ের জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক রামকুমার তামাংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তিনি কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি।

তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান পদে থাকাকালীনই ২০২২ সালে অলোক চক্রবর্তী মোহরগাঁও গুলমা চা বাগানের লিজে থাকা রেলস্টেশন সংলগ্ন সরকারি জমিতে চারতলা হোটেল তৈরির কাজ শুরু করেন। উত্তরবঙ্গ সংবাদে ধারাবাহিকভাবে খবর প্রকাশিত হতেই দার্জিলিং জেলা প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। জমি মাপজোখ করে বাগানের লিজে থাকা জমি নিশ্চিত হওয়ার পরে মালিকপক্ষের কাছে দখল হওয়া জমি নিয়ে জবাব চায় জেলা প্রশাসন। মোহরগাঁও গুলমা বাগানের মালিকপক্ষ প্রশাসনকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেয় যে, তৃণমূল শ্রমিক নেতা অলোক চক্রবর্তী ওই

জায়গায় চা বাগান শ্রমিকদের জন্য পানীয় জলপ্রকল্প হবে বলে জায়গা চেয়েছিলেন। শ্রমিকদের কথা ভেবে বাগান কর্তৃপক্ষ জমি দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সেখানে হোটেল তৈরি করা হচ্ছে।

রিপোর্ট পেতেই প্রশাসন হোটেলের নির্মাণকাজ বন্ধ করে দেয়। একইসঙ্গে অলোক চক্রবর্তীও নিজেকে আড়াল করতে ওই হোটেল তাঁর মেয়ে বেবি ঘোষ তৈরি করছেন বলে প্রশাসন সহ সর্বত্র জানিয়ে দেন। এরপর জেলা প্রশাসনের নির্দেশে মাটিগাড়ার বিডিও ওই জায়গার নথি দেখতে চেয়ে বেবিকে একাধিকবার চিঠি দিয়ে তলব করেন। কিন্তু বেবি ওই জমির উপযুক্ত নথি দেখাতে পারেননি।

ফের নির্মাণকাজ নিয়ে অলোকের বক্তব্য, 'ওই নির্মাণ আমার নয়, আমার মেয়ে করছে। ওই ভবনে কেউ থাকেন না। তাই চারপাশ ঘেরা দেওয়ার জন্য বাঁশ নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে, এই নিয়ে আমি কিছু বলব না, যা বলার মেয়ে বলবে।' যদিও অলোকের মেয়ে বেবি বলেন, 'আমি ওখানে কোনও নির্মাণকাজ করছি না। বেশকিছু গাছ সেখানে লাগানো হয়েছে। মাঝেমধ্যে আমি ওখানে গিয়ে সারাদিন থাকি। তাই বাড়িটি ঘেরা দেওয়ার কাজ হচ্ছে।'

> **ওই অবৈধ নির্মাণ যদি ভোটের আগে ভাঙা না হয় তাহলে নির্বাচনের পরে নতুন সরকার এসে ওই নির্মাণ শুধু ভাঙবেই না, যাঁরা তৈরি করছেন, যাঁরা এতে মদত দিচ্ছেন, সবার বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।**
>
> **শংকর ঘোষ**

বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : আমেরিকার যুদ্ধমুখী নীতি এবং রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে পথে নামল সিপিএম। শনিবার দলের দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফে দলীয় কার্যালয় থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। মিছিলে পা মেলান অশোক ভট্টাচার্য, সমন পাঠক, শরদিন্দু চক্রবর্তী প্রমুখ।

অন্যদিকে, মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ বন্ধের দাবি জানিয়ে শনিবার শিলিগুড়িতে বিক্ষোভ দেখাল ফ্যাসিবাদ বিরোধী নাগরিক মঞ্চ। এদিন বিকেলে সংগঠনের তরফে হাসমি চকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বক্তব্য রাখেন অভিরঞ্জন ভাদুড়ি, শংকর দাস, পার্থ চৌধুরী সহ অন্যরা। প্রত্যেকেই অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে সোচ্চার হন।

নিকাশিনালা তৈরিতেও তৃণমূল-বিজেপি!

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : নিকাশিনালা তৈরিতেও আমরা-ওরা! বর্ষার সময় এলাকায় জল জমার সমস্যা রয়েছে। প্রতিবছর এর ফলে সাধারণের দুর্ভোগ চরমে ওঠে। তৃণমূল কংগ্রেসের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের উদ্যোগে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পে নিকাশিনালা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বকরাভিটার ১৯/৮১ নম্বর পার্টে। অভিযোগ, সেখানে বেশ কয়েকটি পরিবার বিজেপি করায় তাদের বাড়ির সামনের অংশ বাদ দিয়ে নিকাশিনালার কাজ করা হচ্ছে। এনিয়ে বিজেপি করা পরিবারগুলি বিক্ষোভ দেখিয়ে কাজ বন্ধের দাবি তুলেছেন। যদিও তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য তাতে কর্ণপাত করেননি বলে অভিযোগ।

অপর্ণা রায়, প্রিয়া রায় সরকার, আশা সাহারা বিজেপি করেন। তাঁদের অভিযোগ, দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে কাজ চলছে। বিজেপি করায় নিকাশিনালার কাজ তাঁদের বাড়ির রাস্তায় করা হয়নি। অপর্ণার কথায়, 'গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মালতী রায় ইচ্ছে করে আমাদের বাড়ির সামনে নিকাশিনালা তৈরি করেননি। উন্নয়নের ক্ষেত্রেও রাজনীতি চলছে।' যদিও অভিযোগ নস্যাৎ করেছেন মালতী রায়। তাঁর যুক্তি, 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান প্রকল্পের আওতায় নিকাশিনালাটি তৈরি করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রধান রাস্তার নালাটি তৈরি করা হচ্ছে। না হলে গলির জল বের হবে কী করে? এলাকার মানুষদের মতামত নিয়ে কাজ করা হয়েছে। কিন্তু বিজেপির নেতা-কর্মীরা রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে মিথ্যা অভিযোগ করে কাজ বন্ধ করতে বলছে।'

এদিকে, বিজেপির ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি মণ্ডল সভাপতি রাহুল মণ্ডলের অভিযোগ, 'ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিজেপি কর্মীদের ঠিক করে নাগরিক পরিষেবা দেওয়া হয় না। বিজেপি কর্মীরা যেখানে থাকেন, সেখানে তৃণমূলের থেকে জেতা জনপ্রতিনিধিরা নাগরিক পরিষেবা দিতে সমস্যা তৈরি করছে।' যদিও ফুলবাড়ি-১ নম্বর অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি সঞ্জয় বিশ্বাস এই অভিযোগ মানতে চাননি। সঞ্জয় বলেন, 'বিজেপি দখলে থাকাকালীন বকরাভিটার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য কিছু করেননি। তবে এখন উন্নয়নের কাজ আটকাতে চাইছেন। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি।' ফুলবাড়ির-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুনীতা রায়কে ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

পশ্চিমবঙ্গে নারীশক্তির ক্ষমতায়ন

প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনার আওতায় ১৬ লক্ষ মহিলাকে প্রায় ৭৪০ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে

প্রায় ১ কোটি নলবাহিত জলের সংযোগ এবং ১.২ কোটিরও বেশি উজ্জ্বলা গ্যাসের সংযোগ মর্যাদা, স্বাস্থ্য এবং ধোঁয়ামুক্ত রান্নাঘরের মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনের রূপান্তর ঘটাচ্ছে

৮৫ লক্ষ শৌচালয় নির্মাণের মাধ্যমে মর্যাদা নিশ্চিত হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে ৫২ লক্ষ বাড়ি নির্মিত হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৭০% বাড়ির মালিকানা মহিলাদের

প্রায় ১২ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে প্রায় ১.২৫ কোটি পরিবার ক্ষমতায়িত হয়েছে; ১১.৫ লক্ষ মহিলা লাখপতি দিদি হয়েছেন

সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনার আওতায় ২২.৫ লক্ষেরও বেশি কন্যার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হয়েছে

প্রায় ২৭.৫ লক্ষ মহিলা পরিচালিত ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ কার্যকর রয়েছে, যা রাজ্যের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে

৩,৫৫০টিরও বেশি মহিলা নেতৃত্বাধীন স্টার্টআপ উদ্ভাবন এবং নতুন সুযোগের সৃষ্টি করছে

বিকশিত বাংলা
বিকশিত ভারত
প্রধানমন্ত্রী মোদির সংকল্প

“ভারত সরকারের অব্যাহত প্রয়াস পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করছে এবং রাজ্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণে সহায়তা করছে।”

– প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

CBC 46101/13/0031/2526

পৃথিবীর পাঠশালা

দু'বার আইফেল টাওয়ার বিক্রি

ভিক্টর লুস্টিগ ছিলেন ইতিহাসের অন্যতম সেরা এক ঠকবাজ। ১৯২৫ সালে তিনি খবরের কাগজে পড়েন যে আইফেল টাওয়ারের রক্ষণাবেক্ষণে সরকারের প্রচুর খরচ হচ্ছে। এই খবর পড়ে তাঁর মাথায় এক ভয়ংকর বুদ্ধি খেলে যায়। তিনি জাল পরিচয়পত্র বানিয়ে প্যারিসের শীর্ষ লোহা ব্যবসায়ীদের গোপন মিটিংয়ে ডাকেন। তিনি বোঝান যে সরকার আইফেল টাওয়ার ভেঙে লোহার টুকরো বিক্রি করে দিতে চাইছে। এক ব্যবসায়ী তাঁর কথায় বিশ্বাস করে লাখ লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে টাওয়ার কেনার চুক্তি করে বসেন। টাকা হাতে পেয়েই ভিক্টর ভিয়েনায় পালিয়ে যান। কয়েক বছর পর তিনি একই কায়দায় দ্বিতীয়বার আইফেল টাওয়ার বিক্রি করার চেষ্টা করেছিলেন।

জলপ্রপাতের নীচে চিরন্তন আগুন

জল আর আগুন একে অপরের চরম শত্রু। কিন্তু আমেরিকার নিউ ইয়র্কের চেস্টনাট রিজ পার্কে গেলে দেখবেন, জলপ্রপাতের ঠিক ভেতরেই দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন। এর নাম ইটারনাল ফ্লেম ফলস বা চিরন্তন আগুনের ঝরনা। পাথরের খাঁজ থেকে ঝরে পড়া জলের ঠিক পেছনেই এক রহস্যময় আগুন জ্বলে, যা সহজে নেভে না। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, ওই পাথরের ফাটল দিয়ে অনবরত প্রাকৃতিক গ্যাস বা মিথেন বের হচ্ছে। কোনও পর্যটক হয়তো প্রথম সেখানে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন, আর সেই থেকে তা জ্বলছেই। বাতাস বা জলের ঝাপটায় কখনও নিভে গেলে দর্শকরা আবার লাইটার দিয়ে তা জ্বালিয়ে দেন। বরফ জমা শীতেও ঝরনার ভেতরে এই আগুনের রূপকথার মতো দৃশ্য দেখতে হাজার হাজার মানুষ ভিড় করেন।

নাচতে নাচতে মৃত্যুর কোলে

১৫১৮ সালে ফ্রান্সের স্ট্রাসবার্গ শহরে এক অদ্ভুত মহামারি দেখা দিয়েছিল। ফ্রাউ ট্রফিয়া নামের এক মহিলা হঠাৎ রাস্তায় নেমে নাচতে শুরু করেন। কোনও গান বা বাজনা ছাড়াই তিনি টানা কয়েকদিন নাচতে থাকেন। দেখতে দেখতে আরও ৪০০ জন মানুষ তাঁর সঙ্গে তাল মেলান। তাঁরা কিছুতেই নাচ থামাতে পারছিলেন না। শহরের কর্তারা ভাবলেন, আরও বেশি নাচলেই হয়তো এঁরা সুস্থ হয়ে যাবেন। তাই তাঁরা পেশাদার বাদক ডেকে আনেন। কিন্তু ফল হয় উলটো। টানা নাচতে নাচতে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক আর ক্লান্তিতে বহু মানুষ মারা যান। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে এই ডান্সিং প্লেগ আজও এক অমীমাংসিত রহস্য।

মাটির নীচে আস্ত শহর

অস্ট্রেলিয়ার কুবের পেডি এমন এক শহর, যেখানে প্রায় সব মানুষ মাটির নীচে বাস করেন। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে শুধুই লাল ধুলোর প্রান্তর আর ছোট ছোট মাটির ঢিবি। কিন্তু মাটির নীচে গেলে দেখা যাবে বিলাসবহুল বাড়ি, গির্জা, রেস্তোরাঁ, বিলিয়ার্ড রুম থেকে শুরু করে আর্ট গ্যালারি পর্যন্ত সবই রয়েছে। আসলে এই জায়গাটি ওপাল খনির জন্য বিখ্যাত। গরমে এখানকার তাপমাত্রা এত বেড়ে যায় যে বাইরে টেকা দায়। তাই খনি শ্রমিকরা পুরোনো খাদানগুলোকেই নিজেদের ঠান্ডা ও আরামদায়ক বাড়ি হিসেবে বানিয়ে নিয়েছিলেন। আজ এটি পর্যটকদের কাছে অন্যতম বড় আকর্ষণ।

নাম বাদ, অনশনে বসবেন উদয়ন

৯ মার্চ কর্মসূচি, কটাক্ষ বিরোধীদের

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ৭ মার্চ : দিনহাটা বিধানসভায় ৩৬ হাজার জনের নাম রয়েছে বিচারাধীন তালিকায়। আর সেই তালিকায় রয়েছে সাবেক ছিটমহলবাসীর নাম। বিচারাধীনের নামে যোগ্য ভোটারদের বাদ দেওয়ার চক্রান্তের অভিযোগ তুলে আগামী ৯ মার্চ দিনহাটা মহকুমা শাসকের করণে গণ অনশনের ডাক দিয়েছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। যদিও বিরোধীরা কটাক্ষ করে বলেছে, নিজের বিধানসভায় নাম বাদ যাওয়াতেই ঘুম ছুটেছে উদয়নের।

সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। ইতিমধ্যে নিজের বিধানসভা এলাকা নিয়ে একটা হিসেবনিকেশও করে ফেলেছেন মন্ত্রী, তারই মাঝে এতগুলো নাম বিচারাধীন তালিকায় থাকার ফলে তা যে এবারের নির্বাচনে বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আর তাই সোমবার মন্ত্রীর ওই কর্মসূচিকে ঘিরে জেলার রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। কোচবিহার জেলার অন্য বিধানসভাগুলির মধ্যে যে বিধানসভাকে ঘিরে সবচাইতে বেশি নজর থাকে তা দিনহাটা বিধানসভা। এবারও উদয়নের খাসতালুক বলে পরিচিত দিনহাটা বিধানসভা রাজনৈতিক মহলের অন্যতম 'ফোকাস'। আর সেদিক থেকে এসআইআর যে বড় প্রভাব ফেলতে চলেছে তা বিলক্ষণ জানে শাসকদলও। সূত্রের খবর, দিনহাটা বিধানসভাতে বিচারাধীন নাম রয়েছে ৩৫ হাজার ৯৩২ জনের। দিনহাটা, সিতাই, শীতলকুচি মিলিয়ে বাদ যাওয়া ভোটারের সংখ্যা প্রায় ৪৫ হাজার ৯৩৪ জন। গত ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের জয়পরাজয়ের পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে বোঝা যাবে এই সংখ্যা কতটা গুরুত্ব রাখে।

গত দিনহাটা বিধানসভা নির্বাচনে উদয়নকে ৫৭ ভোটে নিশীথ প্রামাণিকের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। যদিও পরবর্তীতে ফের ওই কেন্দ্রে উপনির্বাচনে লক্ষাধিক ভোটে বিজেপি প্রার্থী অশোক মণ্ডলকে পরাজিত করেন উদয়ন। সেক্ষেত্রে একসঙ্গে এতগুলো নাম বাদের পাশাপাশি বিচারাধীনের তালিকায় থাকার ফলে এবারের বিধানসভার লড়াই যে কঠিন হতে চলেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

শুক্রবার উদয়ন সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, বিচারাধীনের নামে যোগ্য ভোটারদের বাদ দেওয়ার চক্রান্তের প্রতিবাদে মহকুমা শাসকের করণে গণ অনশনে সকলে যোগদান করুন। ইতিমধ্যে তাঁর অনুগামীরা সেই পোস্ট সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছেন। শনিবার উদয়ন বলেন, 'বিচারাধীনের নামে যোগ্য ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে, তারই প্রতিবাদে এই কর্মসূচি। সেদিন সকাল থেকেই এই গণ অনশন কর্মসূচি শুরু হবে।'

> বিচারাধীনের নামে যোগ্য ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে, তারই প্রতিবাদে এই কর্মসূচি। সেদিন সকাল থেকেই এই গণ অনশন কর্মসূচি শুরু হবে।
>
> -উদয়ন গুহ

বিজেপির জেলা সম্পাদক অজয় রায়ের কথায়, 'এখনও পুরো প্রক্রিয়া আইনের বিচারাধীনে রয়েছে। সেখানে এসব করা নাটক ছাড়া আর কিছু নয়।'

নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

হোমে কিশোরের আত্মহত্যার চেষ্টা

জলপাইগুড়ি, ৭ মার্চ : হোমের এক আবাসিকের আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল জলপাইগুড়ির কোরক হোমে। শুক্রবার রাতে কোতোয়ালি থানার পুলিশ ওই নাবালককে জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে উদ্ধার করে হোমে পাঠিয়েছিল। শনিবার সকালে সে আত্মহত্যার চেষ্টা করলে হোম কর্তৃপক্ষের নজরে আসে। তারা তৎক্ষণাৎ নাবালককে উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। বর্তমানে সে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সিসিইউতে চিকিৎসাধীন। সূত্রের খবর, ওই নাবালকের বাড়ি শহরেই। কিন্তু ওইদিন কেন সে স্টেশনে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করছিল জানা যায়নি।

এদিকে, ওই নাবালক স্থানীয় বাসিন্দা হওয়ার পরেও তাকে উদ্ধার করে পুলিশ পরিবারের হাতে না দিয়ে কেন হোমে পাঠাল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অভিভাবকরা। নাবালকের দিদার কথায়, 'পুলিশ দুজনকে নিয়ে এসেছে। কিন্তু আমাদের বাচ্চাকে হোমে পাঠাল। ওর বাবা-মা নেই। আমাদের কাছেই মানুষ। আমরা হাসপাতালে গিয়ে দেখেছি ও ভালো নেই। এমনকি হোমে পাঠিয়েও পুলিশের তরফে আমাদের কিছুই জানানো হয়নি।'

যদিও পুলিশের দাবি, উদ্ধারের পর নাবালকের কথায় অসংলগ্নতা ও সঠিকভাবে অভিভাবকদের পরিচয় বলতে না পারায় নিয়ম মেনে তাকে হোমে পাঠিয়েছিল। অবশ্য আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনায় কোনও মন্তব্য করেননি কোরক হোমের সুপার গৌতম দাস। এ ব্যাপারে জেলা শাসক শামা পারভিনকে মেসেজ ও ফোন করা হলেও তিনি কোনও উত্তর দেননি।

হোম সূত্রে খবর, ওই নাবালক রাতে হোমে এসে ঘুমিয়ে ছিল। সকালে বাকি আবাসিকদের সঙ্গে খাবারও খায়। তারপর স্নান করতে গিয়ে গামছা দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা চালায় বলে অভিযোগ। এদিনের ঘটনার পর কোতোয়ালি থানায় এসে উপস্থিত হন ওই নাবালকের দিদা, ঠাকুমা, মাসি সহ পাড়াপ্রতিবেশীরা। রীতিমতো পুলিশের সঙ্গে বেধে যায় বাকবিতণ্ডা। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ওই নাবালকের পরিবারের তরফে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। হোমের মধ্যে একজন আবাসিক এভাবে আত্মহত্যার চেষ্টা করায় নিরাপত্তা নিয়ে আঙুল তুলছে ওই নাবালকের পরিবার।

পারস্পরিক টক্কর

প্রথম পাতার পর

আয়োজন দেখে আন্তর্জাতিকমানের সম্মেলন মনে হচ্ছে না।' তাঁর অভিযোগ, 'দেখলাম অনেক ভাইবোন ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হয়তো তাঁদের আসতে কেউ বাধা দিচ্ছেন। কেন্দ্রের কোনও প্রকল্পের সুবিধা এরাজ্যের সাঁওতালরা পাচ্ছেন বলে আমার মনে হয় না।'

তিনি সভামঞ্চ থেকেই বিধাননগর যাবেন বলে জানিয়ে দেন। শেষে তিনি যখন বিধাননগর সন্তোষিণী বিদ্যাচক্র হাইস্কুল ময়দানে পৌঁছান, তখন সেখানে প্রশাসন যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা সহ নানা ব্যবস্থা করে ফেলে। সভাস্থলে পৌঁছে রাষ্ট্রপতি বলেন, 'সুন্দরভাবেই চলে এলাম। কিন্তু রাজ্য প্রশাসন চাইছিলই না যে, আমি এখানে আসি। ভেবেছিল ওখানে অনুষ্ঠান হলে কেউ যেতে পারবে না। রাষ্ট্রপতি সেখান থেকেই ঘুরে চলে যাবে।' বিধাননগরে কম সময়ে অনেক মানুষের উপস্থিতি দেখে রাষ্ট্রপতি খুশি বলে জানান।

দ্রৌপদী মুর্মুর কথায়, 'প্রশাসন বলেছিল এখানে জায়গা কম। তাই আমি এসেছিলাম জায়গা দেখতে। এসে তো দেখলাম অনেক জায়গা।' তাঁকে স্বাগত জানাতে বাগডোগরা বিমানবন্দরে বা সম্মেলনস্থলে ক্যাবিনেট মন্ত্রী কেউ না থাকার জন্যও তিনি উষ্মা প্রকাশ করেন। বিমানবন্দরে ছিলেন শুধু শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। রাষ্ট্রপতি বলেন, 'প্রোটোকল অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী কিংবা ক্যাবিনেটের কোনও মন্ত্রীর এখানে থাকার কথা। কিন্তু কেউ আসেননি।'

সেই প্রসঙ্গ টেনের পরে খোঁচা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ধর্না মঞ্চে তিনি বলেছেন, 'মানুষের জন্য ধর্নায় আছি। যাব কী করে! কোনটা আমার প্রায়োরিটি? আপনার প্রায়োরিটি বিজেপি, আমার প্রায়োরিটি মানুষ।'

৩০ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত

গোয়ালপোখর, ৭ মার্চ : শনিবার রাতে পাঞ্জিপাড়া এলাকায় নাকা চেকিংয়ের সময় একটি গাড়ি থেকে ৩০ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করে গোয়ালপোখর পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তি বিহারের পূর্ণিয়া থেকে শিলিগুড়ি যাচ্ছিল। তার নাম তদন্তের স্বার্থে গোপন রাখা হয়েছে। নাকা চেকিংয়ের সময় গাড়িটি আটকের পর ওই ব্যক্তির অসংলগ্ন কথাবার্তা পুলিশের সন্দেহকে আরও গাঢ় করে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ টাকার বস্তাগুলো বাজেয়াপ্ত করে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, অর্থের উৎস সম্পর্কে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেনি ওই ব্যক্তি। পুলিশ জানিয়েছে, টাকার উৎস এবং ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত নেটওয়ার্কের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

প্রকৃত তদন্ত দাবি

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : স্বাস্থ্যবিমা এজেন্টের বিরুদ্ধে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সের প্রতিশ্রুতি ও পরবর্তীতে প্রতারণার জেরে কিশোরী মৃত্যুর অভিযোগে প্রকৃত তদন্তের দাবিতে পুলিশের দ্বারস্থ হলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনরিটি কমিশনের সদস্য ডঃ সৎনাম সিংহ আলুওয়ালিয়া। এদিন তিনি ওই কিশোরীর পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকরের সঙ্গে দেখা করেন। সৎনাম বলেন, 'পরিবারের অভিযোগগুলো আমরা পুলিশ কমিশনারকে শোনার জন্য আবেদন করেছি। পুলিশ কমিশনারও আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন, গোটা ঘটনার সঠিক তদন্ত করা হবে।'

নারী দিবস

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : শিলিগুড়ি কলেজে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হল শনিবার। এদিন কলেজের সেন্টার ফর উইমেন স্টাডিজ এবং ইন্টারনাল কমপ্লায়েন্স কমিটির (আইসিসি) উদ্যোগে দিনটি পালন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন মেয়র গৌতম দেব।

সভাস্থলের কাছে

প্রথম পাতার পর

দুই পক্ষই নিজেদের দায় ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। একে অপরের দিকে কাদা ছোড়াছুড়িতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন নেতারা।

রাজ্যের হয়ে শিলিগুড়িতে মাঠে নেমেছেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি দাবি করেন, 'এই অব্যবস্থার জন্য দায়ী উদ্যোক্তা এবং রাষ্ট্রপতি ভবন। রাজ্য সরকার নাকি আগেই জানিয়েছিল, রাষ্ট্রপতির জন্য ঠিকঠাক আয়োজন উদ্যোক্তারা করতে পারবে না।'

গৌতমের দাবি ঘিরে নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে। উদ্যোক্তাদের যুক্তি, রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটকের সঙ্গে তাঁদের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত যোগাযোগ ছিল। রাজ্য তাঁদের সবরকম সহযোগিতা করবে বলে আশ্বস্তও করেছিল। অভিযোগ, একেবারে শেষদিকে রাজ্য বেঁকে বসে। সম্মেলন আয়োজনকারী সংস্থার কার্যনির্বাহী সভাপতি নরেশকুমার মুর্মু বলছিলেন, 'জেলা প্রশাসন চারবার জায়গা বদল করিয়েছে।'

উদ্যোক্তাদের দাবি, প্রথমে বিধাননগর সন্তোষিণী বিদ্যাচক্র হাইস্কুলের মাঠটিকে সভাস্থল হিসেবে বেছে নেওয়া হয়। গতবছর ওই মাঠে অনুষ্ঠান করার কথা ছিল এবং রাষ্ট্রপতি আসবেন বলে সম্মতি দিয়েছিলেন। রাজ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত ছাড়পত্র দেয়। কিন্তু শেষমুহূর্তে রাষ্ট্রপতি আসতে পারেননি। গত বছর ওখানে অনুমতি দিলে এবার কেন দিল না?

এরপর সেখান থেকে ৮০০ মিটার দূরে একটি মাঠের কথা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়। তাতেও রাজি হন উদ্যোক্তারা। দু'দিন বাদে নাকি ফের জেলা প্রশাসন ওই মাঠ বাতিল করে দেয়। এরপর কাওয়াখালি এবং গোঁসাইপুরের মাঠের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বলা হয় উদ্যোক্তাদের। আয়োজকরা গোঁসাইপুরের মাঠটি বেছে নেন।

তখন নাকি মন্ত্রী মলয় তাঁদের কথা দেন, রাজ্য সবরকম সহযোগিতা করবে এবং মুখ্যমন্ত্রীও আসবেন। মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁরা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বলে দাবি নরেশের। অভিযোগ, ফেব্রুয়ারির ২৬ তারিখ উদ্যোক্তাদের জানানো হয়, জেলা প্রশাসন সহযোগিতা করতে পারবে না। এরপর দোল আর হোলি বাদ দিয়ে মোট সাতদিন সময় পেয়েছিলেন উদ্যোক্তারা। এই সামান্য সময়ে সাধ্যমতো আয়োজন করতে পেরেছেন, যুক্তি দিলেন নরেশ। পাশাপাশি রাষ্ট্রপতিকেও সবটা জানানো হয়।

তাঁর বক্তব্য, 'প্রথম থেকে মন্ত্রী মলয় ঘটক আমাদের বলেছেন, রাজ্য সহযোগিতা করবে। আমরা তাঁদের ওপর ভরসা রাখি। শেষমুহূর্তে এসে জেলা প্রশাসন হাত তুলে নিল। আমাদের বিরুদ্ধে ৪ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি ভবনে নেতিবাচক রিপোর্ট পাঠানো হয়। এরপরেও রাষ্ট্রপতি এসেছেন। উনি আমাদের কথা ভাবেন, তাই এলেন। বাস্তব পরিস্থিতি বুঝেই বিধাননগর গিয়ে অব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন।'

গৌতমের সাফ কথা, 'রাষ্ট্রপতি নিজের পদের গরিমা ভুলে গিয়ে এধরনের অভিযোগ করছেন নির্বাচনের আগে। রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে আগে থেকে লেখা চিত্রনাট্যের ওপর নাটক রাস্তায় মঞ্চস্থ করেছে বিজেপি। জেলা প্রশাসন ৪ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি ভবনকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল, উদ্যোক্তারা অনুষ্ঠান করতে পারবেন না। তারপরেও রাষ্ট্রপতি এসেছেন যখন, সেটা রাষ্ট্রপতি ভবনের দায়।'

এদিকে, গোঁসাইপুরের ঘটনার পর বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি তুলেছেন রাজু। রাষ্ট্রপতি চলে যেতেই তিনি সাংবাদিক সম্মেলন ডাকেন। সেখানেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। বলেন, 'কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার থাকলে এতদিনে এই রাজ্যের সরকারকে দশবার উৎখাত করে দিত। আমাদের সরকার অনেক সংবেদনশীল। তবে এখন এই রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জরুরি। তারপরেই নির্বাচন করতে হবে।'

'মাঝপথেই চলে যাচ্ছেন যে...'

প্রথম পাতার পর

'দলের শৃঙ্খলা মেনে সবাইকে ভোটের কাজে ঝাঁপাতে হবে আপনি আমাদের বলেছেন। আর আপনিই শৃঙ্খলা ভেঙে চলে যাচ্ছেন।' নির্জলের এই মন্তব্য শুনে ঘুরে দাঁড়িয়ে সঞ্জয় বলতে থাকেন, 'এভাবে আপনি আমাকে বলতে পারেন না। আমাদের খড়িবাড়িতে আরও একটা বৈঠক রয়েছে। সভাধিপতিকে নিয়ে সেখানেই যাচ্ছি।' নির্জল পালটা বলেন, 'তাহলে আমি আর বক্তব্য রাখব না।' এরপরেই চেয়ারম্যান এবং সভাধিপতি ফের চেয়ারে বসেন।

মুহূর্তের মধ্যে এই ঘটনায় বৈঠকে উপস্থিত দলের এই আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী শংকর মালাকার সহ অন্যরা হতচকিত হয়ে পড়েন। শংকর বৈঠকে বলেন, 'গত এক মাস ধরে এই বিধানসভার বিভিন্ন বুথে ঘুরে ঘুরে প্রচুর মিটিং করছি। কিন্তু বেশিরভাগ বৈঠকেই জনপ্রতিনিধিরা আসছেন না।' এই বৈঠকে উপস্থিত দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক, শিবমন্দিরের নেতা সুজিত দাস বলেছেন, 'দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। কোনও কথা কাটাকাটি হয়নি।' নির্জলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনিও এই নিয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন।

এদিনের বৈঠকে কোর কমিটির সদস্য পাপিয়া ঘোষ, মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ প্রিয়াংকা বিশ্বাসের মতো সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রথম সারির দুই নেত্রীকে দেখা যায়নি। পাপিয়া পারিবারিক কাজ থাকায় বৈঠকে আসতে পারেননি বলে জানিয়েছেন। প্রিয়াংকার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

নয়া ইতিহাসের

প্রথম পাতার পর

ইতিহাস বলছে, ঘরের মাঠে আয়োজক দেশ কখনও টি২০ বিশ্বকাপ জেতেনি। আবার ইতিহাস এটাও বলছে, টানা দুইবার কোনও দল এই কুড়ির বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়নি। কিন্তু ভারতীয় দল এখন এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে, যেখানে তারা ইতিহাস বদলে নতুন ইতিহাস গড়ার ক্ষমতা রাখে। ২০২৩ সালের অগাস্টের পর থেকে এই দল কোনও সিরিজ বা টুর্নামেন্ট হারেনি। তবে এত সাফল্যের পরও, রবিবার রাতে সূর্যকুমার যাদবের হাতে ট্রফি না উঠলে এই দলকে কেউ 'গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম' বলবে না- এটাই ক্রিকেটের রূঢ় বাস্তব।

পিচের পাশাপাশি জল্পনা চলছে দলের প্রথম একাদশ নিয়েও। অফ ফর্মে থাকা অভিষেক শর্মার পরিবর্তে রিঙ্কু সিং এবং স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীর বদলে কুলদীপ যাদবকে কি দেখা যাবে? শনিবার সন্ধ্যায় ভারতীয় দলের নেটে রিঙ্কুকে শুরুতেই ব্যাট করতে দেখা যায়। অন্যদিকে, অভিষেক অনুশীলনে হাজির থাকলেও নেটে ব্যাট ছোঁননি, বরং পিচের ধারে কোচ গম্ভীরের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ 'গম্ভীর' আলোচনায় ডুবে ছিলেন। বোলিংয়ের ক্ষেত্রে অবশ্য বরুণই নেটে বল করেছেন।

ইতিহাস বদলে দেওয়ার পথে ভারতের সবচেয়ে বড় কাঁটা নিউজিল্যান্ড। মোদি স্টেডিয়ামে তিন বছর আগের প্যাট কামিন্স হতে চাইছেন কিউয়ি অধিনায়ক স্যান্টনার। একলাখি নীল জনসমুদ্রকে স্তব্ধ করে দেওয়ার প্রকাশ্য হুমকিও দিয়ে রেখেছেন তিনি। টিম সেইফার্ট, ফিন অ্যালেন বা গ্লেন ফিলিপসদের মতো হার্ডহিটার এবং ম্যাট হেনরির মতো পেসাররা রীতিমতো ভয়ংকর।

তবে এই শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে রুখতে ভারতের প্রধান ভরসা জসপ্রীত বুমরাহর নিখুঁত ইয়র্কার এবং সঞ্জু স্যামসনের ব্যাটিং বিস্ফোরণ। সব জল্পনা আর যদি-কিন্তুর ঊর্ধ্বে উঠে ইতিহাস বদলাতে হলে ভারতকে আবেগ সরিয়ে স্মার্ট ক্রিকেট খেলতে হবে। লাল মাটির ট্রু-উইকেটে বুমরাহ-ম্যাজিক আর সূর্যকুমারদের দাপট দেখার অপেক্ষাতেই এখন প্রহর গুনছে গোটা ভারত।

বার্তা ট্রাম্পের

প্রথম পাতার পর

ইরান আত্মসমর্পণ করলে এবং একজন গ্রহণযোগ্য নেতা নির্বাচিত হলে আমরা ইরানকে ধ্বংসের মুখ থেকে ফিরিয়ে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করব।'

যুদ্ধের অবশ্য বিরাম নেই। শনিবার ভোররাত থেকে ইজরায়েল তেহরানে 'অপারেশন এপিক ফিউরি'র দ্বিতীয় পর্যায়ের হামলা শুরু করেছে। ৮০টি যুদ্ধবিমান থেকে ২৩০টির বেশি বোমা ফেলা হয়েছে ইরানের বিভিন্ন সেনাঘাঁটিতে। তেহরানের মেহরাবাদ বিমানবন্দর এবং ইসফাহান প্রদেশে ভয়াবহ বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গিয়েছে। রাষ্ট্রসংঘে ইরানের রাষ্ট্রদূত আমির সাঈদ ইরাভানি জানিয়েছেন, মার্কিন-ইজরায়েলি হামলায় এপর্যন্ত অন্তত ১,৩৩২ জন নাগরিক নিহত হয়েছেন।

জবাবে ইরানও শনিবার হাইপারসনিক 'ফাতাহ' ও 'এমাদ' ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে ইজরায়েল ও মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলিতে হামলা চালিয়েছে। জর্ডনে আমেরিকার ৩০ কোটি ডলার দামের একটি অত্যাধুনিক 'থাড' রাডার ব্যবস্থা ইরান ধ্বংস করে দিয়েছে, যা মার্কিন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য বড় ধাক্কা।

অন্যদিকে, লেবাননে হিজবুল্লার ওপর হামলা জোরদার করেছে ইজরায়েল। যার জেরে বেইরুট ও দক্ষিণ লেবাননের ৩ লক্ষ মানুষ ঘরছাড়া। যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্ববাজারে তেলের দাম এক সপ্তাহে ৩০ শতাংশ বেড়েছে। হরমুজ প্রণালী কার্যত অবরুদ্ধ বলে দৈনিক জাহাজ চলাচল ২৪ থেকে কমে ৪-এ দাঁড়িয়েছে। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এই সংঘাত বন্ধের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, 'শক্তি প্রদর্শন নয়, আলোচনার মাধ্যমে সমাধান সম্ভব।'

মমতার হেঁশেল বিদ্রোহ

প্রথম পাতার পর

কিন্তু আজ থেকেই আবেদনকারীদের অ্যাকাউন্টে জমা পড়া শুরু হয়ে যাবে।'

তৃণমূল নেত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, রবিবার রাজ্যে মহিলারা রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে কালো শাড়ি পরে, হাতে হাঁড়ি, কড়াই-খুন্তি ও কাঁচা আনাজ নিয়ে রাস্তায় নামবেন। নিজে অবশ্য চিরাচরিত সাদা শাড়িতেই মিছিলে হাঁটবেন। ধর্না মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বলছে, ২১ দিন আগে গ্যাস বুক করতে হবে। কেরোসিন নেই। তাহলে মানুষ খাবে কী? আগে পরিকল্পনা না করে কেন্দ্র কি ঘুমোচ্ছিল, না উপহার নিচ্ছিল?'

মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সি ৯০ লক্ষ থেকে এক কোটি ছেলেমেয়ে এই প্রকল্পের জন্য আবেদন জানিয়েছেন। একইসঙ্গে তাঁর এই কেন্দ্র বিরোধিতা ও যুবসাথী প্রকল্পের জোড়া ধাক্কার পালটা মাঠে নেমেছে বিজেপি। কলকাতায় দলের রাজ্য কার্যালয়ে বসে মিঠুন চক্রবর্তী আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতির রূঢ় বাস্তব মনে করিয়ে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী জেনেশুনে নাটক করছেন। গ্যাস কোথা থেকে আসে, উনি জানেন।'

তাঁর সাফাই, 'যুদ্ধের সময় বিশ্বজুড়ে সবকিছুর আকাল দেখা দেয়। পেট্রোল-ডিজেলের দামও বাড়বে। কারণ এগুলো ভারত বানায় না।' মমতাকে পালটা চাপে ফেলতে মহাগুরুর প্রশ্ন, নবান্নই বা কেন পেট্রোল-ডিজেলের ওপর এত কর চাপিয়ে রেখেছে?

সরকারি হিসেবে, যুবসাথীর জন্য আবেদনে সবচেয়ে এগিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা (৯ লক্ষ ৩৪ হাজারেরও বেশি)। এরপর রয়েছে মুর্শিদাবাদ ও উত্তর ২৪ পরগনা। চলতি বছরের অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটে ঘোষিত এই প্রকল্পে প্রথমে ১৫ অগাস্ট, তারপর ১ এপ্রিল থেকে ভাতা দেওয়া শুরু করা হবে বলে জানানো হয়েছিল।

কিন্তু এক মাস আগে শনিবার চালু করার পিছনে ভোট-রাজনীতির অঙ্ক আছে বলে মনে করা হচ্ছে। সেই অঙ্কেই ভাতা বিলি শুরু করতে ছক কষেই নারী দিবসকে বেছে নেওয়া হল বলে চর্চা চলছে। মহিলাদের ভোট টানতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পর রাজ্যের কর্মহীন যুবসমাজকে কাছে টানতে তৃণমূলের এই 'যুবসাথী' কার্ড। বিরোধী শিবির যখন রাজ্যে কর্মসংস্থান ও শিল্পের সংকট নিয়ে রাজ্যকে নিশানা করছে, ঠিক তখনই তরুণ প্রজন্মের অ্যাকাউন্টে নগদ গুঁজে দিয়ে সেই অভিযোগের গোড়ায় জল ঢালার ছক কষলেন মমতা!

ইনসাফের আশায় দিন কাটছে চোপড়ায়

প্রথম পাতার পর

চোপড়ার দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল রহমানকে প্যাঁচে ফেলতে তলে তলে দলে তাঁর বিরোধীরাই একজোট হওয়ার ফর্মুলা ঠিক করতে কথা চালাচালি শুরু করেছেন। গত কয়েক বছরে রাজনৈতিক হানাহানির অন্যতম হটস্পট সুজালি এবং পার্শ্ববর্তী লক্ষ্মীপুর অঞ্চল। সুজালি এবং গোবিন্দপুর অঞ্চল চোপড়া বিধানসভার অধীনে থাকলেও ইসলামপুর ব্লকের অধীন। ঘাসফুল শিবিরের চোপড়া বনাম ইসলামপুর লবির লড়াই গত তিন বছরে ভিন্নমাত্রা নিয়েছে।

এই দুটি অঞ্চল পুরোপুরি ইসলামপুর লবির নিয়ন্ত্রণে। ফলে এই দুটি অঞ্চলের প্রায় ৩০ হাজার ভোট কার ঝুলিতে যাবে, তা নিয়ে সংশয় আছে। লালবাজার এলাকায় এক ব্যবসায়ী কথায় কথায় বলে উঠলেন, 'রাজনৈতিকভাবে আমরা বন্দিদশায় আছি। চোপড়ার মানুষ ভোটাধিকার ভুলতে বসেছে।' তাঁর মুখে ইনসাফের কথা। তিনি বলেন, 'ভোট স্বচ্ছতার সঙ্গে হলে এবার ন্যায়বিচার হবে আশা করি।'

দাসপাড়া, ঘিরনিগাঁও ইত্যাদি অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকার ছবি একইরকম। মুখ খুলে সন্ত্রাস ডেকে আনতে রাজি নন স্থানীয়রা। ধিয়াগর এলাকায় এক ঠিকাদারের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত তিক্ত। 'মুখ খোলায় শাসকদলের নেতারা আমার দুটি জমি অল্প মূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য করেছেন'- জানালেন তিনি। তাঁর মুখেও শোনা গেল, 'এবার আশা করি ইনসাফ হবে।'

বিরোধীশূন্য চোপড়ায় ইনসাফের আশা কীসের ভিত্তিতে? ওই ঠিকাদারই জানালেন, তৃণমূলে হামিদুল বিরোধীরা একের পর এক গোপন বৈঠক সেরে ফেলেছেন। ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া, গোষ্ঠী কাজিয়া ছাড়া মানুষের মনে শাসক বিরোধী মনোভাব তৈরি হয়েছে বালি পাচারে মাফিয়াগিরি, ঠিকাদারদের কাজ বণ্টনে কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে প্রভাবশালী তৃণমূল নেতাদের খুল্লম খুল্লা স্বজনপোষণে।

সোনাপুর, হাপতিয়াগছ, মাঝিয়ালি সহ সর্বত্র বালি মাফিয়াদের দাপট, কাটমানির দৌরাত্ম্য। মুখ খুললে বা বিরোধিতা করলে চা বাগান দখল, লক্ষ লক্ষ টাকা জরিমানা ইত্যাদি একের পর এক ঘটনায় অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ। এলাকার এক তরুণের ভাষায়, 'খোঁজ নিন, জেনে যাবেন, কাটমানি ছাড়া কারও অ্যাকাউন্টে আবাস যোজনায় বরাদ্দ জমা পড়ে না। জমা পড়লে নেতাদের লোক দিনে একাধিকবার বাড়িতে এসে তাগাদা দেয়।'

সন্ধ্যায় হাপতিয়াগছ, চিতলঘাটা এলাকায় বালিভর্তি ডাম্পারের লাইন। মহানন্দা ও ডক নদীর বুক খুবলে রাখা বালির পাহাড় যত্রতত্র। প্রতিবাদ করার সাহস নেই কারও। আগ বাড়িয়ে গল্প করার চেষ্টা করতে সোনাপাতিলা গ্রামে রাজ্য সড়কের পাশে ঝাড় থেকে বাঁশ কাটতে ব্যস্ত সত্তর ছুঁইছুঁই মহম্মদ খলিলুর সন্দেহের চোখে জরিপ করলেন। পরে বলে ফেললেন বটে, 'ব্যক্তি ও পরিবারতন্ত্র কায়েমের চেষ্টা মানুষ ভালোভাবে নিচ্ছে না', কিন্তু দূর থেকে দুটি বাইকে চারজনকে আসতে দেখে আবার বাঁশ কাটায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

বাইক আরোহী চার তরুণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বেরিয়ে যাওয়ায় চাপা সন্ত্রাস বোঝাই গেল। তবুও বোমা-বন্দুকের দাপট এবং রাজনৈতিক খুনের সাক্ষী চোপড়ায় পরিবর্তনের চোরাস্রোতকে উসকে দিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন তৃণমূলের কোণঠাসা হয়ে থাকা নেতারা। এমনই এক বিক্ষুব্ধ নেতার কথায়, 'বারুদের গন্ধের জবাব দিতে চোপড়া এবার প্রস্তুত। গণতন্ত্রের শাসন ফিরে পেতে সাধারণ মানুষ তৈরি। ভোটটা দিতে পারলে খেলা ঘুরে যাবে।'

কিন্তু ভোটটা দিতে পারবেন তো? সেটাই এখন প্রশ্ন চোপড়ায়।

শ্যাওলায় বুজে যাচ্ছে মহানন্দা। শিলিগুড়িতে সঞ্জীব সূত্রধরের তোলা ছবি।

দায় এড়াচ্ছেন মেডিকেলের সুপার

৫০ লক্ষের বাগান ভরেছে আগাছায়

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : সৌন্দর্যায়নের জন্য প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা খরচ করে বাগান তৈরি করা হয়েছিল। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সেই বাগান বর্তমানে লতাপাড়া, আগাছায় ভরে গিয়েছে। সেখানে পড়ে রয়েছে চিকিৎসায় ব্যবহৃত সামগ্রীও। বাগানজুড়ে দামী লাইটের স্ট্যান্ড বসানো থাকলেও সেগুলি শেষ কবে জ্বলেছিল, তা কেউই ঠিক করে বলতে পারেননি। ২০১৮ সালে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা খরচ করে মেডিকেলের প্রশাসনিক ভবন থেকে কার্ডিওলজি বিভাগের মাঝখানের অংশে সেই বাগানটি গড়ে তুলেছিল। বর্তমানে সৌন্দর্যায়ন তো দূর, এই বাগানই কার্যত দৃশ্য দূষণের কারণ হয়ে গিয়েছে।

তবে বাগানের রক্ষণাবেক্ষণের দায় একপ্রকার ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছেন মেডিকেলের সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক। সুপার বলেন, 'যে সংস্থা বাগানটি বানিয়েছে, তারা যদি দেখভাল না করে তাহলে কী করে চলবে। আমাদের তো মেডিকেল চত্বরে সৌন্দর্যায়নের জন্য লোক নেই। কী চুক্তির ভিত্তিতে বাগানটি তৈরি করা হয়েছিল, আমার জানা নেই।' এদিকে এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার বলছেন, 'মেডিকেল

কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলব। বাগানটি কী অবস্থায় বর্তমানে রয়েছে, তা জানা নেই।'

প্রশাসনিক ভবন ও কার্ডিওলজি বিভাগের মাঝের জায়গাটিতে একটা সময় আবর্জনা আর ঝোপঝাড়ে ভরে গিয়েছিল। মেডিকেলের প্রধান করিডরের পাশে এভাবে আবর্জনা পড়ে থাকায় সেখান থেকে দুর্গন্ধ ছড়াত, তাতে রোগী এবং আত্মীয়দের দুর্ভোগ পোহাতে হত। সেখান দিয়ে বিভিন্ন ওয়ার্ডে রোগীদের নিয়ে যেতে হত। সেই কারণে ৮ বছর আগে এসজেডিএ ওই অংশটিকে সাজিয়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। গোটা এলাকাটি ঘিরে দেওয়ার পাশাপাশি সেখানে আলোর ব্যবস্থা করা হয়। আলাদা করে গ্লোব বসানো হয়। পেভার্স ব্লক বসানো হয়। কিন্তু সেই সবই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মেডিকেলের কর্মী রাহুল মোদক বলছেন, 'ফুল এবং পাতাবাহার গাছ ছিল। কিন্তু সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সবই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। যে যার মতো ভেতরে আবর্জনা ফেলে যায়। আলোগুলো ভালো রয়েছে কি না জানি না। কোনও রক্ষণাবেক্ষণ হয় না।'

শনিবার বাগানে ঢুকে দেখা গেল, চিকিৎসায় ব্যবহৃত প্যাকেট আর পাইপ পড়ে রয়েছে। ফুলবাড়ির বাসিন্দা শম্পা সরকার তাঁর দিদির চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন। শম্পা বলেন, 'গোটা মেডিকেলজুড়ে আবর্জনা। এত বাজে পরিস্থিতি কোথাও নেই। গরিব মানুষ বাধ্য হয়ে এখানে চিকিৎসার জন্য আসছেন। মেডিকেল যেন অভিভাবকহীন হয়ে গিয়েছে।'

বাপ্পার দেহ ফিরল গ্রামে

ফাঁসিদেওয়া, ৭ মার্চ : শনিবার ময়নাতদন্তের পর গ্রামে ফিরল বাপ্পার দেহ। শুক্রবারের পর এদিনও কালারাম শ্মশানে ভিড় করেন গ্রামবাসী। শুক্রবার ময়নাতদন্তের পর প্রতিবেশী বিজয় দত্তের দেহ আনতে যাওয়ার পথে স্থানীয় ৩ তরুণ দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। তেলের ট্যাংকার তাঁদের স্কুটারকে পিষে দেয়। চটহাট-মেডিকেল মোড় রাজ্য সড়কের ঘোষপাড়া মোড় এলাকায় এই ঘটনায় বিকি ঘোষ এবং বাপ্পা সিংহ প্রাণ হারান। শনিবার বিকেল সওয়া চারটে নাগাদ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর বাপ্পার দেহ গ্রামে আনা হয়। এদিন সন্ধ্যায় গ্রামের মানুষ কালারাম শ্মশানে গিয়ে তাঁর সৎকার করেন। পরিবার সূত্রে পাওয়া খবর, ওই স্কুটারে থাকা আরেক তরুণ বলাই ঘোষ ফুলবাড়ি সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন। তাঁর হাড় এবং পাঁজর ভেঙে গিয়েছে।

বাইকের ধাক্কা

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : বাইকের ধাক্কায় জখম হল এক নাবালিকা। মাটিগাড়া থানার তরুঞ্জাবাড়িতে শুক্রবার ঘটনাটি ঘটে। বাইকের চালকও আঘাত পান। ধৃত বাইকচালকের নাম জার্মান টোপ্পো। তিনি গুলমা চা বাগানের বাসিন্দা। দ্রুতগতিতে বাইক নিয়ে যাওয়ার সময় ওই তরুণ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। রাস্তার পাশ দিয়ে চলা এক নাবালিকাকে ধাক্কা মেরে উলটে পড়ে যান। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের বিচারক জার্মানের জামিন মঞ্জুর করেন। চিকিৎসাধীন রয়েছে ওই নাবালিকা।

বাঁচল হাতি

নাগরাকাটা, ৭ মার্চ : জরুরিকালীন ব্রেক কষে রেললাইনে দাঁড়িয়ে থাকা হাতির প্রাণ বাঁচালেন ডাউন সিকিম-মহানন্দা এক্সপ্রেসের চালকরা। শনিবার দুপুরে সেবক ও গুলমা স্টেশনের মাঝে ঘটনাটি ঘটে। ওই যাত্রীবাহী ট্রেনের চালক মহাদেব বর্মন ও সহ চালক চন্দন কুমার হঠাৎই ২০/১ নম্বর পিলারের কাছে রেললাইনের ওপর একটি পূর্ণবয়স্ক হাতিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ব্রেক কষেন। বুনোটি জঙ্গলে ঢোকার পর ট্রেনটি রওনা দেয়।

কেন্দ্রীয় এজেন্সির হানার পরেই শোরগোল

সুপারি পাচারে তৃণমূল 'যোগ'

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : কর ফাঁকি কাণ্ডে সুপারি ব্যবসায়ী নারায়ণ আগরওয়ালের নাম জড়াতেই শিলিগুড়ির রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। এই নারায়ণের সঙ্গে মাসকয়েক আগে নকশালবাড়ি থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া সুপারি পাচার কাণ্ডের কিংপিন ধীরাজ ঘোষের ব্যবসায়িক লেনদেনের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের শিলিগুড়ির এক দাপুটে নেতা এই চক্রকে সবরকম সহযোগিতা করছেন। যার ফলে এই চক্রের কারবার দিন-দিন ফুলেফেঁপে উঠছে। বিজেপি এমনই অভিযোগ তুলছে। তৃণমূল কংগ্রেস অবশ্য সব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে।

এ নিয়ে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি অরুণ মণ্ডল বলছেন, 'আসলে অবৈধ ব্যবসা যাঁরা করেন, তাঁদের সঙ্গেই শাসকদলের নেতাদের যোগসাজশ রয়েছে। কোথাও মাসোহারা দেওয়া হয়। কোথাও আবার অবৈধ ব্যবসার পার্টনার শাসকদলের ওই নেতারা। আমরা সরকারে আসার পর এইসব অবৈধ কারবার বন্ধ করে দেব।'

যদিও দলের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল বলছেন, 'আমাদের দলের কোনও নেতা এই ধরনের অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন না। যে ব্যবসায়ী অন্যায় কাজ করবেন, বেআইনি কারবার করবেন, আইন তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। এখানে আমাদের পার্টিকে জড়ানো ঠিক নয়।'

গত বছরের জুন মাসে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ বাগডোগরার বাসিন্দা সুপারি পাচারচক্রের মূল পান্ডা ধীরাজ ঘোষকে গ্রেপ্তার করেছিল। তাঁর বিরুদ্ধে জাল নথিপত্র বানিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে সুপারির কারবার এবং প্রচুর পরিমাণ জিএসটি ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ ছিল। ধীরাজের হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পত্তির মূলেই এই বেআইনি সুপারি কারবার এবং জিএসটি জালিয়াতি ছিল বলে অভিযোগ।

সূত্রের খবর, নারায়ণ ওই সুপারি মাফিয়ারই শাগরেদ। বাগডোগরার বাসিন্দা সুপারি পাচারচক্রের কিংপিন ধীরাজ গ্রেপ্তার হওয়ার পরই নারায়ণ গা-ঢাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু ওই কার্যত হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে বলে অভিযোগ। শুক্রবার ডিরেক্টর জেনারেল অফ জিএসটি ইন্টেলিজেন্স (ডিজিজিআই) মাটিগাড়ার উত্তরায়ণ উপনগরীতে নারায়ণের বিলাসবহুল বাড়ি এবং সেবক রোডে তাঁর সোনার দোকানে অভিযান চালিয়েছিল। বেশ কিছু নথিপত্র তারা সংগ্রহ করে।

এদিকে, রাত বাড়তেই নারায়ণের উত্তরায়ণের বাড়িতে বিভিন্ন গাড়ি

- সুপারি পাচারচক্রের কিংপিন গ্রেপ্তার হওয়ার পরই নারায়ণ গা-ঢাকা দেন
- তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, নারায়ণই ওই সুপারি মাফিয়া ধীরাজের শাগরেদ
- উত্তরায়ণের বাড়িটিকে অবৈধ ব্যবসার 'ডিলিংস'-এর সেফ হাউস বানিয়ে ফেলেছিলেন নারায়ণ

> **আসলে অবৈধ ব্যবসা যাঁরা করেন, তাঁদের সঙ্গেই শাসকদলের নেতাদের যোগসাজশ রয়েছে। কোথাও মাসোহারা দেওয়া হয়। কোথাও আবার অবৈধ ব্যবসার পার্টনার শাসকদলের নেতারা।**
>
> **অরুণ মণ্ডল**
> *বিজেপি নেতা*

কিংপিন জামিনে ছাড়া পেতেই ফের জাঁকিয়ে ব্যবসা শুরু করেন বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সি পদক্ষেপ করায় এখন ওই সুপারি মাফিয়া পুরো ব্যবসার লেনদেন নারায়ণের মাধ্যমে করছেন। এমনকি তাঁর প্রচুর সম্পত্তি নারায়ণ সহ অন্যদের নামে করে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বর্তমানে শিলিগুড়ির অত্যন্ত প্রভাবশালী এক তৃণমূল নেতা এই সুপারি পাচারচক্রকে আশ্রয়, প্রশ্রয় দুটোই দিচ্ছেন বলে অভিযোগ। ওই প্রভাবশালী নেতার দাপটেই স্থানীয় প্রশাসন সবকিছু জেনেও যাওয়া-আসা করত বলে জানিয়েছেন আবাসিকরা। অর্চিতা থাপা নামে এক বাসিন্দার কথায়, 'রাত বাড়লেই ওই বাড়ির সামনে গাড়ির লাইন পড়ে যেত।' অবৈধ ব্যবসার 'ডিলিংস'-এর সেফ হাউস বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল বাড়িটি। যদিও তাঁদের সঙ্গে এসবের কোনও যোগ নেই বলে দাবি তৃণমূলের। ডিজিজিআই সঠিকভাবে তদন্ত করলে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে রাঘববোয়ালের নাম বেরিয়ে আসবে বলে মনে করছে বিভিন্ন মহল। শুক্রবারের অভিযান নিয়ে ডিজিজিআই-এর তরফে এখনও কোনও প্রেস রিলিজ জারি হয়নি।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

ইসলামপুর, ৭ মার্চ : শনিবার ইসলামপুর থানার ভাঙাপুল এলাকায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় বৈষ্ণবী সিং নামে ৩১ বছরের এক তরুণীর। বৈষ্ণবীর স্বামী এবং দুই শিশু গুরুতর আহত হয়েছেন। বৈষ্ণবীর বাড়ি বিহারের পাটনার সম্পদ চক এলাকায়। এদিন শিলিগুড়ি থেকে পাটনা যাওয়ার পথে ভাঙাপুল এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বৈষ্ণবীর চার চাকার গাড়িটি ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। আহতদের উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে ওই তরুণীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। বিজেপির জেলার সহ সভাপতি সুরজিৎ সেন জানিয়েছেন, হতাহতরা বিহারের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আত্মীয়। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিকে আটক করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার দুই

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মদ সহ দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃত দুই দুষ্কৃতীর নাম প্রিন্স কুমার ও জিতুকুমার সিং। দুজনই মুজফফরপুরের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন রাতে খবর আসে মাল্লাগুড়ি ব্রিজে দুই তরুণ ব্যাগ নিয়ে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছেন। পুলিশ তাঁদের আটক করে তল্লাশি চালাতেই ব্যাগ থেকে বিপুল পরিমাণ মদ পাওয়া যায়।

জেল হেপাজত

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : এক তরুণকে মারধরের অভিযোগে রামচরণ পণ্ডিত নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। গত মঙ্গলবার তিনি সাউথ আম্বেদকর কলোনির এক তরুণকে শাসান। প্রতিবাদ করায় ওই তরুণকে মারধর করেন বলেও অভিযোগ। শুক্রবার রাতে তরুণের মা অভিযোগ দায়ের করেন। আদালতে তুললে তাঁকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

সম্মেলন

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : পেনশন আপডেশন সমস্যা নিয়ে নানা আলোচনা হল ইউনাইটেড পিএনবি রিটাইরিস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন নর্থবেঙ্গল জোনাল কমিটির ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে। শনিবার শিলিগুড়ির বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবে ১১তম ত্রিবার্ষিক সম্মেলন আয়োজিত হয়।

পাঁচ কন্যার রিভার র‍্যাফটিং

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : উত্তরবঙ্গের পর্যটনশিল্পের অন্যতম আকর্ষণ অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস। অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের সঙ্গে যাতে আরও বেশি করে মহিলারা যুক্ত হতে পারেন সেই কারণে ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশন (আইএমএফ)-এর ইস্ট জোনের তরফে একটি অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে শুধুমাত্র মেয়েদের নিয়ে শনিবার তিস্তায় রংপো থেকে সাতমাইল পর্যন্ত ১৪ কিলোমিটার রিভার র‍্যাফটিং-এর আয়োজন করা হয়। ন্যাফের সহযোগিতায় আইএমএফ-এর উদ্যোগে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এদিন দামিনী মুখোপাধ্যায়, তনুশ্রী সিংহ, স্নেহা দত্ত, সুরশ্রী মুখোপাধ্যায় এবং লিশ রায় তিস্তা নদীতে ১৪ কিলোমিটার রিভার র‍্যাফটিং করেন। এই কর্মসূচির ফলে আরও অনেক মহিলা অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের প্রতি আগ্রহী হবেন বলে আশাবাদী আয়োজকরা।

অ্যাডভেঞ্চারের জন্য প্রয়োজন শুধু মনের জোর। রিভার র‍্যাফটিং করার পরে এই বার্তাই দিলেন পাঁচ কন্যা। সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা সুরশ্রী বলেন, 'অনেকে ভাবেন শুধু ছেলেরাই অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসে অংশ নিতে পারেন। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। মনের জোর থাকলে মহিলারা অনায়াসে এধরনের অ্যাডভেঞ্চারের আনন্দ নিতে পারেন। তবে সুরক্ষার জন্য হেলমেট, লাইফজ্যাকেট ইত্যাদির প্রয়োজন। সেগুলোর বিষয়ে লক্ষ রাখা প্রয়োজন।'

শিলিগুড়ি কলেজের ছাত্রী দামিনী বলেন, 'তিন ঘণ্টা ধরে র‍্যাফটিং করেছি, খুব মজা হয়েছে। সুরক্ষার জন্য কী কী করতে হবে তা গাইডরা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।'

ন্যাফের তরফে অনিমেষ বসু বলেন, 'মেয়েরাও যে সাবলীলভাবে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসে অংশগ্রহণ করতে পারেন, সেই বার্তা দিতেই আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।'

পিটিয়ে 'খুন'

আলিপুরদুয়ার, ৭ মার্চ : হাত-পা বেঁধে বেধড়ক পিটিয়ে এক তরুণকে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠল নেশামুক্তিকেন্দ্রের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, শুক্রবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাত-পা বেঁধে রাখা হয় আশরাফুল হক নামে ৩৯ বছরের ওই তরুণের। শুক্রবার রাতে আশরাফুলের মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় অভিযোগের তির নেশামুক্তিকেন্দ্রের মালিকের বিরুদ্ধে। শুক্রবার রাতেই মৃতের পরিবারের অভিযোগ পেয়ে অভিযুক্ত মালিক রাজদীপ পালকে আটক করে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। শনিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আশরাফুলকে হাত-পা বেঁধে মারধর করা হয়েছিল কি না, তা জানতে নেশামুক্তিকেন্দ্রের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। গত তিন-চার মাস ধরে আলিপুরদুয়ার চৌপথি সংলগ্ন একটি দোকানের উপরের তলা ভাড়া নিয়ে নেশামুক্তিকেন্দ্রটি চলত।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার আশরাফুলকে সারাদিন বেঁধে রেখে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। সন্ধ্যার পর তাঁকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। অভিযুক্ত মালিককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

কমিশনে যাচ্ছেন অজয়

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় পাহাড়ে প্রচুর প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। বহু ভোটারের নাম বিচারাধীন। এই পরিস্থিতি নিয়ে অভিযোগ জানাতে সোমবার কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন অজয় এডওয়ার্ড। শনিবার ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের আহ্বায়ক অজয় বলেছেন, 'চক্রান্ত করে পাহাড়ের মানুষকে হয়রান করা হচ্ছে। আবার জনতার নামে পোস্টার সেঁটে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টকে দায়ী করা হচ্ছে। বাস্তবে এটা পাহাড়ের জনতা নয়, শাসকদল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম) এইসব কাজ করছে।' যদিও বিজিপিএমের মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলছেন, 'এর সঙ্গে বিজিপিএমের কোনও সম্পর্ক নেই।'

ন্যাশনাল হাইওয়েজ অথরিটি অব ইন্ডিয়া
(সড়ক পরিবহন এবং রাজপথ মন্ত্রক, ভারত সরকার)

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ৪৪৭.০০০ থেকে ৪৯৮.৯৭০ কিমি (কিষাণগঞ্জ টাউনের ২য় ফ্লাইওভার (এলসিডব্লু) সহ ডালখোলা থেকে ইসলামপুর পর্যন্ত) অংশের জন্য উত্তর দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ৪৫১.০০ কিমিতে অবস্থিত **সুরজাপুর টোল প্লাজায় ০১.০৪.২০২৬ থেকে ৩১.০৩.২০২৭ তারিখ পর্যন্ত** সংশোধিত সড়ক ব্যবহার শুল্ক প্রযোজ্য হবে (ফি রুলস ২০০৮ অধীনে সংশোধিত অনুসারে)। সংশোধিত সড়ক ব্যবহার শুল্ক দর যোগ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত।

০১.০৪.২০২৬ (রাত্রি ১২টা থেকে) প্রযোজ্য সংশোধিত সড়ক ব্যবহারের শুল্ক নিম্নরূপ ঃ- *(অঙ্কসমূহ টাকায় উল্লেখ করা হয়েছে)*

যানবাহনের ধরন	একক যাত্রার জন্য শুল্ক	একদিনের মধ্যে প্রত্যাবর্তনের শুল্ক	এক মাসে ৫০টি একক যাত্রার জন্য মাসিক শুল্ক	জেলার শুল্ক সংগ্রহের ক্ষেত্রে নথিভুক্ত বাণিজ্যিক যানবাহনে একক যাত্রার শুল্ক
ছোটগাড়ি, জিপ, ভ্যান বা মোটরচালিত লঘু যান	১০৫	১৬০	৩৫১৫	৫৫
লঘু বাণিজ্যিক যান, লঘু পণ্যবাহী যান বা মিনি বাস	১৭০	২৫৫	৫৬৮০	৮৫
বাস বা ট্রাক (দুই অক্ষবিশিষ্ট)	৩৫৫	৫৩৫	১১৯০৫	১৮০
তিন অক্ষবিশিষ্ট বাণিজ্যিক যান	৩৯০	৫৮৫	১২৯৮৫	১৯৫
এইচসিএম বা ইএমই বা এমএভি (চার থেকে ছয় অক্ষবিশিষ্ট)	৫৬০	৮৪০	১৮৬৬৫	২৮০
বৃহত্তর যান (সাত বা তার বেশি অক্ষবিশিষ্ট)	৬৮০	১০২৫	২২৭২৫	৩৪০

এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ৫০৭.০০০ থেকে ৫৫১.০০০ কিমি (৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ইসলামপুর বাইপাস সহ ইসলামপুর-সোনাপুর-ঘোষপুকুর) অংশের জন্য দার্জিলিং জেলার অন্তর্গত ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ৫৪৭.৩৫০ কিমিতে অবস্থিত **পশ্চিম মালতি টোল প্লাজায় ০১.০৪.২০২৬ থেকে ৩১.০৩.২০২৭ তারিখ পর্যন্ত** সংশোধিত সড়ক ব্যবহার শুল্ক প্রযোজ্য হবে (ফি রুলস ২০০৮ অধীনে সংশোধিত অনুসারে)। এস.ও. ৪৫২(ই) তারিখ ২৯.০১.২০২১ অনুযায়ী ব্যবহার শুল্ক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। সংশোধিত ব্যবহার শুল্ক দর যোগ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত।

০১.০৪.২০২৬ (রাত্রি ১২টা থেকে) প্রযোজ্য সংশোধিত সড়ক ব্যবহারের শুল্ক নিম্নরূপ ঃ- *(অঙ্কসমূহ টাকায় উল্লেখ করা হয়েছে)*

যানবাহনের ধরন	একক যাত্রার জন্য শুল্ক	একদিনের মধ্যে প্রত্যাবর্তনের শুল্ক	এক মাসে ৫০টি একক যাত্রার জন্য মাসিক শুল্ক	জেলার শুল্ক সংগ্রহের ক্ষেত্রে নথিভুক্ত বাণিজ্যিক যানবাহনে একক যাত্রার শুল্ক
ছোটগাড়ি, জিপ, ভ্যান বা মোটরচালিত লঘু যান	১০০	১৫০	৩৩১০	৫০
লঘু বাণিজ্যিক যান, লঘু পণ্যবাহী যান বা মিনি বাস	১৬০	২৪০	৫৩৪৫	৮০
বাস বা ট্রাক (দুই অক্ষবিশিষ্ট)	৩৩৫	৫০৫	১১১৯৫	১৭০
তিন অক্ষবিশিষ্ট বাণিজ্যিক যান	৩৬৫	৫৫০	১২২১৫	১৮৫
এইচসিএম বা ইএমই বা এমএভি (চার থেকে ছয় অক্ষবিশিষ্ট)	৫২৫	৭৯০	১৭৫৫৫	২৬৫
বৃহত্তর যান (সাত বা তার বেশি অক্ষবিশিষ্ট)	৬৪০	৯৬০	২১৩৭৫	৩২০

এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের এশিয়ান হাইওয়ে-০২-এর ০.০০ কিমি থেকে ৩৮.৪২১ কিমি পর্যন্ত (এনএইচ-৩২৭বি-এর ০.০০ থেকে ১.৭০ কিমি, এনএইচ-৩১সি-এর ১৫.৭১৫ থেকে ৩২.২৫০ কিমি, এনএইচ-৩১-এর ৫৬৩.২৬০ থেকে ৫৬৯.৫৩৮ এবং এনএইচ-১০-এর ০.০০ থেকে ১৩.৯০৮ কিমি নিয়ে গঠিত) দার্জিলিং জেলার অন্তর্গত ৩১সি নম্বর জাতীয় সড়কের ২৩.৪০ কিমিতে অবস্থিত **সাতভাইয়া টোল প্লাজায় ০১.০৪.২০২৬ থেকে ৩১.০৩.২০২৭ তারিখ পর্যন্ত** সংশোধিত সড়ক ব্যবহার শুল্ক প্রযোজ্য হবে (ফি রুলস ২০০৮ অধীনে সংশোধিত অনুসারে)। এস.ও. ৪৪১(ই) তারিখ ২৮.০১.২০২০ অনুযায়ী ব্যবহার শুল্ক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। সংশোধিত ব্যবহার শুল্ক দর যোগ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত।

০১.০৪.২০২৬ (রাত্রি ১২টা থেকে) প্রযোজ্য সংশোধিত সড়ক ব্যবহারের শুল্ক নিম্নরূপ ঃ- *(অঙ্কসমূহ টাকায় উল্লেখ করা হয়েছে)*

যানবাহনের ধরন	একক যাত্রার জন্য শুল্ক	একদিনের মধ্যে প্রত্যাবর্তনের শুল্ক	এক মাসে ৫০টি একক যাত্রার জন্য মাসিক শুল্ক	জেলার শুল্ক সংগ্রহের ক্ষেত্রে নথিভুক্ত বাণিজ্যিক যানবাহনে একক যাত্রার শুল্ক
ছোটগাড়ি, জিপ, ভ্যান বা মোটরচালিত লঘু যান	৬৫	১০০	২১৮০	৩৫
লঘু বাণিজ্যিক যান, লঘু পণ্যবাহী যান বা মিনি বাস	১০৫	১৬০	৩৫২৫	৫৫
বাস বা ট্রাক (দুই অক্ষবিশিষ্ট)	২২০	৩৩০	৭৩৮০	১১০
তিন অক্ষবিশিষ্ট বাণিজ্যিক যান	২৪০	৩৬০	৮০৫০	১২০
এইচসিএম বা ইএমই বা এমএভি (চার থেকে ছয় অক্ষবিশিষ্ট)	৩৪৫	৫২০	১১৫৭৫	১৭৫
বৃহত্তর যান (সাত বা তার বেশি অক্ষবিশিষ্ট)	৪২৫	৬৩৫	১৪০৯০	২১০

এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ৩১ডি নম্বর জাতীয় সড়কের ০০০.০০০ থেকে ১৫৪.৮৫৪ কিমি অংশে জলপাইগুড়ি জেলার ৩৩.৪০০ কিমিতে অবস্থিত **পানিকৌড়ি টোল প্লাজায় ০১.০৪.২০২৬ থেকে ৩১.০৩.২০২৭ তারিখ পর্যন্ত** সংশোধিত সড়ক ব্যবহার শুল্ক প্রযোজ্য হবে (ফি রুলস ২০০৮ অধীনে সংশোধিত অনুসারে)। এস.ও. ২৬৯০(ই) তারিখ ০১.০৭.২০২১ অনুযায়ী ব্যবহার শুল্ক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। সংশোধিত ব্যবহার শুল্ক দর যোগ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত।

০১.০৪.২০২৬ (রাত্রি ১২টা থেকে) প্রযোজ্য সংশোধিত সড়ক ব্যবহারের শুল্ক নিম্নরূপ ঃ- *(অঙ্কসমূহ টাকায় উল্লেখ করা হয়েছে)*

যানবাহনের ধরন	একক যাত্রার জন্য শুল্ক	একদিনের মধ্যে প্রত্যাবর্তনের শুল্ক	এক মাসে ৫০টি একক যাত্রার জন্য মাসিক শুল্ক	জেলার শুল্ক সংগ্রহের ক্ষেত্রে নথিভুক্ত বাণিজ্যিক যানবাহনে একক যাত্রার শুল্ক
ছোটগাড়ি, জিপ, ভ্যান বা মোটরচালিত লঘু যান	১০০	১৫০	৩২৮৫	৫০
লঘু বাণিজ্যিক যান, লঘু পণ্যবাহী যান বা মিনি বাস	১৬০	২৪০	৫৩০৫	৮০
বাস বা ট্রাক (দুই অক্ষবিশিষ্ট)	৩৩৫	৫০০	১১১১৫	১৬৫
তিন অক্ষবিশিষ্ট বাণিজ্যিক যান	৩৬৫	৫৪৫	১২১২৫	১৮০
এইচসিএম বা ইএমই বা এমএভি (চার থেকে ছয় অক্ষবিশিষ্ট)	৫২৫	৭৮৫	১৭৪৩০	২৬০
বৃহত্তর যান (সাত বা তার বেশি অক্ষবিশিষ্ট)	৬৩৫	৯৫৫	২১২১৫	৩২০

এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ৩১ডি নম্বর জাতীয় সড়কের ০.০০০ থেকে ১৫৪.৮৫৪ কিমি অংশে জলপাইগুড়ি জেলার ৭৭.৮৩০ কিমিতে অবস্থিত **হুসলুডাঙ্গা টোল প্লাজায় ০১.০৪.২০২৬ থেকে ৩১.০৩.২০২৭ তারিখ পর্যন্ত** সংশোধিত সড়ক ব্যবহার শুল্ক প্রযোজ্য হবে (ফি রুলস ২০০৮ অধীনে সংশোধিত অনুসারে)। এস.ও. ২৬৯০(ই) তারিখ ০১.০৭.২০২১ অনুযায়ী ব্যবহার শুল্ক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। সংশোধিত ব্যবহার শুল্ক দর যোগ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত।

০১.০৪.২০২৬ (রাত্রি ১২টা থেকে) প্রযোজ্য সংশোধিত সড়ক ব্যবহারের শুল্ক নিম্নরূপ ঃ- *(অঙ্কসমূহ টাকায় উল্লেখ করা হয়েছে)*

যানবাহনের ধরন	একক যাত্রার জন্য শুল্ক	একদিনের মধ্যে প্রত্যাবর্তনের শুল্ক	এক মাসে ৫০টি একক যাত্রার জন্য মাসিক শুল্ক	জেলার শুল্ক সংগ্রহের ক্ষেত্রে নথিভুক্ত বাণিজ্যিক যানবাহনে একক যাত্রার শুল্ক
ছোটগাড়ি, জিপ, ভ্যান বা মোটরচালিত লঘু যান	৮০	১১৫	২৬৮৫	৪০
লঘু বাণিজ্যিক যান, লঘু পণ্যবাহী যান বা মিনি বাস	১২৫	১৯০	৪১৮০	৬৫
বাস বা ট্রাক (দুই অক্ষবিশিষ্ট)	২৬৫	৩৯৫	৮৭৫৫	১৩০
তিন অক্ষবিশিষ্ট বাণিজ্যিক যান	২৮৫	৪৩০	৯৫৫০	১৪৫
এইচসিএম বা ইএমই বা এমএভি (চার থেকে ছয় অক্ষবিশিষ্ট)	৪১০	৬২০	১৩৭২৫	২০৫
বৃহত্তর যান (সাত বা তার বেশি অক্ষবিশিষ্ট)	৫০০	৭৫০	১৬৭১০	২৫০

এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের এশিয়ান হাইওয়ে-০২-এর ডিজাইন ০.০০০ থেকে ডিজাইন ২০.৪০০ কিমি এবং ৩৬.১০০ থেকে ১০৬.১১৫ কিমি-এর ময়নাগুড়ি-চেংড়াবান্ধা অংশে ও জারগাঁও-হাসিমারা-ধূপগুড়ি অংশে আলিপুরদুয়ার জেলার ৩১সি জাতীয় সড়ক (নতুন জাতীয় সড়ক-৩১৭)-এর ১৬৭.৩৬৫ কিমিতে অবস্থিত **রসলীবাজনা টোল প্লাজায় ০১.০৪.২০২৬ থেকে ৩১.০৩.২০২৭ তারিখ পর্যন্ত** সংশোধিত সড়ক ব্যবহার শুল্ক প্রযোজ্য হবে (ফি রুলস ২০০৮ অধীনে সংশোধিত অনুসারে)। এস.ও. ৪৫১(ই) তারিখ ২৮.০১.২০২০ অনুযায়ী ব্যবহার শুল্ক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। সংশোধিত ব্যবহার শুল্ক দর যোগ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত।

০১.০৪.২০২৬ (রাত্রি ১২টা থেকে) প্রযোজ্য সংশোধিত সড়ক ব্যবহারের শুল্ক নিম্নরূপ ঃ- *(অঙ্কসমূহ টাকায় উল্লেখ করা হয়েছে)*

যানবাহনের ধরন	একক যাত্রার জন্য শুল্ক	একদিনের মধ্যে প্রত্যাবর্তনের শুল্ক	এক মাসে ৫০টি একক যাত্রার জন্য মাসিক শুল্ক	জেলার শুল্ক সংগ্রহের ক্ষেত্রে নথিভুক্ত বাণিজ্যিক যানবাহনে একক যাত্রার শুল্ক
ছোটগাড়ি, জিপ, ভ্যান বা মোটরচালিত লঘু যান	৮৫	১৩০	২৮৫৫	৪৫
লঘু বাণিজ্যিক যান, লঘু পণ্যবাহী যান বা মিনি বাস	১৪০	২১০	৪৬১০	৭০
বাস বা ট্রাক (দুই অক্ষবিশিষ্ট)	২৯০	৪৩৫	৯৬৬০	১৪৫
তিন অক্ষবিশিষ্ট বাণিজ্যিক যান	৩১৫	৪৭৫	১০৫৪০	১৬০
এইচসিএম বা ইএমই বা এমএভি (চার থেকে ছয় অক্ষবিশিষ্ট)	৪৫৫	৬৮০	১৫১৫০	২২৫
বৃহত্তর যান (সাত বা তার বেশি অক্ষবিশিষ্ট)	৫৫৫	৮৩০	১৮৪৪৫	২৭৫

এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ৩১সি নম্বর জাতীয় সড়ক (নতুন জাতীয় সড়ক-২৭)-এর ২২৮.০০০ থেকে ২৫৪.৫০০ কিমি পর্যন্ত সলসলাবাড়ি থেকে পশ্চিমবঙ্গ-আসাম বর্ডার অংশের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলার অন্তর্গত ৩১সি নম্বর জাতীয় সড়কের ২৪৩.০০০ কিমিতে অবস্থিত **গুয়াবাড়ি টোল প্লাজায় ০১.০৪.২০২৬ থেকে ৩১.০৩.২০২৭ তারিখ পর্যন্ত** সংশোধিত সড়ক ব্যবহার শুল্ক প্রযোজ্য হবে (ফি রুলস ২০০৮ অধীনে সংশোধিত অনুসারে)। সংশোধিত সড়ক ব্যবহার শুল্ক দর যোগ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত। এস.ও. ২৩৪৫(ই) তারিখ ১৫.০৯.২০১৪ অনুযায়ী ব্যবহার শুল্ক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। সংশোধিত ব্যবহার শুল্ক দর যোগ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত।

০১.০৪.২০২৬ (রাত্রি ১২টা থেকে) প্রযোজ্য সংশোধিত সড়ক ব্যবহারের শুল্ক নিম্নরূপ ঃ- *(অঙ্কসমূহ টাকায় উল্লেখ করা হয়েছে)*

যানবাহনের ধরন	একক যাত্রার জন্য শুল্ক	একদিনের মধ্যে প্রত্যাবর্তনের শুল্ক	এক মাসে ৫০টি একক যাত্রার জন্য মাসিক শুল্ক	জেলার শুল্ক সংগ্রহের ক্ষেত্রে নথিভুক্ত বাণিজ্যিক যানবাহনে একক যাত্রার শুল্ক
ছোটগাড়ি, জিপ, ভ্যান বা মোটরচালিত লঘু যান	৫৫	৮০	১৭৫৫	২৫
লঘু বাণিজ্যিক যান, লঘু পণ্যবাহী যান বা মিনি বাস	৮৫	১২৫	২৮৩৫	৪০
বাস বা ট্রাক (দুই অক্ষবিশিষ্ট)	১৮০	২৬৫	৫৯৩৫	৯০
তিন অক্ষবিশিষ্ট বাণিজ্যিক যান	১৯৫	২৯০	৬৪৭৫	৯৫
এইচসিএম বা ইএমই বা এমএভি (চার থেকে ছয় অক্ষবিশিষ্ট)	২৮০	৪২০	৯৩০৫	১৪০
বৃহত্তর যান (সাত বা তার বেশি অক্ষবিশিষ্ট)	৩৪০	৫১০	১১৩৩০	১৭০

এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ৩১ নম্বর (নতুন জাতীয় সড়ক-১৭) জাতীয় সড়কের ৭৭০.৮৫০ থেকে ৮১৫.৪৩৫ কিমি পর্যন্ত পুণ্ডিবাড়ি-বক্সিরহাট অংশের জন্য কোচবিহার জেলার অন্তর্গত ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ৮০১.১২০ কিমিতে অবস্থিত **ঘোগরকুঠি টোল প্লাজায় ০১.০৪.২০২৬ থেকে ৩১.০৩.২০২৭ তারিখ পর্যন্ত** সংশোধিত সড়ক ব্যবহার শুল্ক প্রযোজ্য হবে (ফি রুলস ২০০৮ অধীনে সংশোধিত অনুসারে)। সংশোধিত সড়ক ব্যবহার শুল্ক দর যোগ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত। এস.ও. ১১৪৯(ই) তারিখ ১৯.০৩.২০২০ অনুযায়ী ব্যবহার শুল্ক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। সংশোধিত ব্যবহার শুল্ক দর যোগ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত।

০১.০৪.২০২৬ (রাত্রি ১২টা থেকে) প্রযোজ্য সংশোধিত সড়ক ব্যবহারের শুল্ক নিম্নরূপ ঃ- *(অঙ্কসমূহ টাকায় উল্লেখ করা হয়েছে)*

যানবাহনের ধরন	একক যাত্রার জন্য শুল্ক	একদিনের মধ্যে প্রত্যাবর্তনের শুল্ক	এক মাসে ৫০টি একক যাত্রার জন্য মাসিক শুল্ক	জেলার শুল্ক সংগ্রহের ক্ষেত্রে নথিভুক্ত বাণিজ্যিক যানবাহনে একক যাত্রার শুল্ক
ছোটগাড়ি, জিপ, ভ্যান বা মোটরচালিত লঘু যান	৪০	৬০	১৩৫৫	২০
লঘু বাণিজ্যিক যান, লঘু পণ্যবাহী যান বা মিনি বাস	৬৫	১০০	২১৮৫	৩৫
বাস বা ট্রাক (দুই অক্ষবিশিষ্ট)	১৩৫	২০৫	৪৫৮০	৭০
তিন অক্ষবিশিষ্ট বাণিজ্যিক যান	১৫০	২২৫	৪৯৯৫	৭৫
এইচসিএম বা ইএমই বা এমএভি (চার থেকে ছয় অক্ষবিশিষ্ট)	২১৫	৩২৫	৭১৮০	১১০
বৃহত্তর যান (সাত বা তার বেশি অক্ষবিশিষ্ট)	২৬০	৩৯৫	৮৭৪০	১৩০

এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ৩১সি নম্বর জাতীয় সড়ক (নতুন জাতীয় সড়ক-১৭)-এর ৫৯৮.০০০ থেকে ৬৩৪.০০০ কিমি পর্যন্ত অংশের (মংপং-চালসা শাখা) এবং ৩১সি নম্বর জাতীয় সড়ক (নতুন জাতীয় সড়ক-১৭)-এর ১০৫.০০০ থেকে ১৪৫.৬৩৫ কিমি পর্যন্ত (মংপং-চালসা-তেলিয়াপাড়া শাখা) অংশের জন্য জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত ৩১সি নম্বর জাতীয় সড়ক (নতুন জাতীয় সড়ক-১৭)-এর ১১৭.০৫০ কিমিতে অবস্থিত **গুঞ্জাপাড়া টোল প্লাজায় ০১.০৪.২০২৬ থেকে ৩১.০৩.২০২৭ তারিখ পর্যন্ত** সংশোধিত সড়ক ব্যবহার শুল্ক প্রযোজ্য হবে (ফি রুলস ২০০৮ অধীনে সংশোধিত অনুসারে)। সংশোধিত সড়ক ব্যবহার শুল্ক দর যোগ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত। এস.ও. ৪৪০(ই) তারিখ ২৮.০১.২০২০ অনুযায়ী ব্যবহার শুল্ক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। সংশোধিত ব্যবহার শুল্ক দর যোগ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত।

০১.০৪.২০২৬ (রাত্রি ১২টা থেকে) প্রযোজ্য সংশোধিত সড়ক ব্যবহারের শুল্ক নিম্নরূপ ঃ- *(অঙ্কসমূহ টাকায় উল্লেখ করা হয়েছে)*

যানবাহনের ধরন	একক যাত্রার জন্য শুল্ক	একদিনের মধ্যে প্রত্যাবর্তনের শুল্ক	এক মাসে ৫০টি একক যাত্রার জন্য মাসিক শুল্ক	জেলার শুল্ক সংগ্রহের ক্ষেত্রে নথিভুক্ত বাণিজ্যিক যানবাহনে একক যাত্রার শুল্ক
ছোটগাড়ি, জিপ, ভ্যান বা মোটরচালিত লঘু যান	৭০	১০০	২২৬৫	৩৫
লঘু বাণিজ্যিক যান, লঘু পণ্যবাহী যান বা মিনি বাস	১১০	১৬৫	৩৬৬০	৫৫
বাস বা ট্রাক (দুই অক্ষবিশিষ্ট)	২৩০	৩৪৫	৭৬৬৫	১১৫
তিন অক্ষবিশিষ্ট বাণিজ্যিক যান	২৫০	৩৭৫	৮৩৬৫	১২৫
এইচসিএম বা ইএমই বা এমএভি (চার থেকে ছয় অক্ষবিশিষ্ট)	৩৬০	৫৪০	১২০২৫	১৮০
বৃহত্তর যান (সাত বা তার বেশি অক্ষবিশিষ্ট)	৪৪০	৬৬০	১৪৬৪০	২২০

স্থানীয় অব্যবসায়িক যে সমস্ত যানবাহন টোল প্লাজার ২০ কিমি দূরত্বের মধ্যে থাকে, ২০২৬-২০২৭ অর্থবর্ষের জন্য তাদের মাসিক ভাড়া ধার্য হবে ৩৫০ টাকা।

ঠিকানা ঃ ন্যাশনাল হাইওয়েজ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া, সেবক রোড, জ্যোতিনগর, ২½ মাইল, ডন বস্কো স্কুলের নিকটে, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল ঃ sil@nhai.org, piusiliguri@gmail.com

প্রকল্প প্রবন্ধক
পি.আই.ইউ, জলপাইগুড়ি

শুধু সড়কই নয়, জাতি গঠনেও রত

বিবর্তিত নারীত্ব

ঘর গেরস্থালির অদৃশ্য শ্রম থেকে শুরু করে আধুনিক প্রজন্মের ‘জেন্ডার ফ্লুইডিটি’—নারীবাদ আজ এক জটিল সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। একদিকে যেমন কর্পোরেট দুনিয়ার ‘পিঙ্ক ওয়াশিং’ বা মেকি উদযাপনের আড়ালে চাপা পড়ছে নারীর প্রকৃত অধিকার ও সমান মজুরির লড়াই, অন্যদিকে পিতৃতন্ত্রের নতুন রূপ চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে নবীন প্রজন্মের সামনে। পারিবারিক সংস্কারের গণ্ডি পেরিয়ে আজ মেয়েরা নিজেদের যৌন পরিচয় ও সামাজিক অবস্থান নিয়ে অনেক বেশি সরব। তবে এই আপাত স্বাধীনতার সমান্তরালে বয়ে চলেছে পুঁজিবাদ ও বৈষম্যের চোরাস্রোত। ঘরোয়া প্রজ্ঞা আর আধুনিক রাজনীতির এই দ্বন্দ্বে নারী দিবস কেবল উৎসব নয়, বরং হয়ে উঠেছে এক গভীর আত্মবীক্ষণ ও নিরন্তর সংগ্রামের ইস্তাহার।

সমতার অধিকার নাকি বিপণনের কৌশল?

সেবন্তী ঘোষ

উদ্বাস্তু, বরিশালী বড়মামা ছিলেন স্বল্পবাক এবং আদ্যন্ত কেজো মানুষ। ছুটিতে মামার বাড়িতে অল্প বয়সের আস্ফালনে তখন বিদেশি নারীবাদী থিয়োরির ‘নেম ড্রপ’ চালাচ্ছি এবং এঁড়ে বাছুরের মতো ঢুসো মারা তর্ক চলছে। বড়মামা যে তাঁর কাজের ফাঁকে এসব বালখিল্য বাক্যাবলি শুনছেন, খেয়াল হয়নি। হেসে বললেন, ‘যা বলছিস আমরা বুঝি সব। কিন্তু সেসব মানলে আমাদের অসুবিধা, তাই বুঝিনি এমন ভাব করি।’

তত্ত্ব না জানা, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ, পরিবারের কর্তার মুখে কথাগুলি শুনে বোধোদয় হয়েছিল যে, সাধারণ মানুষের কাছে তর্ক জাল বিস্তার করা বা না করার মধ্যে কোনও তফাত নেই। মানুষ দিব্য বোঝে। সুবিধা যেখানে সাড়ে নিরানব্বই ভাগ, মানুষ সেখানে। ঠিক এখান থেকেই নারী দিবসে একটা খোঁচা উঠে আসে। একি সুবিধাবাদ, না সমতার অধিকার? আমরা সুবিধাপ্রাপ্তরা কি আরও সুবিধা চাইছি? স্বেচ্ছাচার ও স্বাধীনতার মধ্যে এক চুল সুতোটা কি আমরা মেয়েরা ফুৎকারে উড়িয়ে দিচ্ছি? এই যে সদ্য অতিক্রান্ত বসন্ত উৎসব থুড়ি দোল রঙের ফুর্তির দিন অজস্র নেশাগ্রস্ত মেয়েকে দেখলাম ফুটপাথে থেবড়ে বসে আছে, টাল খাচ্ছে দিনে-দুপুরে, অশ্রাব্য গালিগালাজ করছে, একে কোন স্বাধীনতার বোধ দিয়ে ধরব? এই দৃশ্য চিরকাল ছেলেদের মধ্যেই দেখা যেত। নিম্নবিত্ত বা উচ্চবিত্ত মেয়েদের এই স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু মধ্যবিত্তের মধ্য চিত্তে এমন দুরন্ত সংস্কারহীন বিপ্লব দেখা দিল কীভাবে? এই আগলহীন, যা ইচ্ছে তাই স্বাধীনতাই কি চেয়েছিলাম আমরা? সারা বছর ধরে নানা বিশিষ্ট ঘটনার জন্মদিন পালন হয়। আজ নারী দিবসের জন্মদিনে এই প্রশ্নগুলো সাধারণ জনগণের মধ্যে উঠবেই।

শুধুই এক ধরনের ‘পিঙ্ক ওয়াশিং’?

প্রতি বছর ৮ মার্চ বিশ্বজুড়ে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এই দিনে নারী-অধিকার, সমতা ও ক্ষমতায়নের কথা উচ্চকিত হয়ে ওঠে। নানা সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেট দুনিয়া নারী দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রচার চালায়, বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে, গোলাপি রঙে শহরকে সাজায়। কিন্তু এই উদযাপনের মধ্যেই কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ক্রমশ সামনে এসে পড়ছে- এই উদযাপন কি সত্যিই নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, নাকি এটি অনেক সময় শুধুই এক ধরনের ‘পিঙ্ক ওয়াশিং’?

পিঙ্ক ওয়াশিং বলতে বোঝায় এমন এক প্রচার কৌশল, যেখানে নারী-সমর্থনের ভাষা ব্যবহার করে কোনও প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা নিজেদের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি করে, অথচ বাস্তবে সেই সমর্থনের গভীরতা খুব বেশি থাকে না। নারী দিবসে বহু কোম্পানি ‘নারীর ক্ষমতায়ন’ নিয়ে বিজ্ঞাপন দেয়, বিশেষ ছাড় ঘোষণা করে, বা কর্মক্ষেত্রে নারীদের সম্মান জানায়। কিন্তু প্রশ্ন উঠতেই পারে- সারা বছর তাদের কর্মক্ষেত্রে নারীরা কি সমান মজুরি পান? মাতৃত্বকালীন ছুটি বা নিরাপদ কর্মপরিবেশ কি সত্যিই নিশ্চিত করা হয়?

গৃহশ্রমের মূল্যায়ন

নারী দিবসের আরেকটি বড় প্রশ্ন জড়িয়ে আছে অদৃশ্য গৃহশ্রমকে ঘিরে। সমাজে নারীরা ঘরের কাজ- রান্না, সন্তান লালনপালন, বৃদ্ধদের দেখাশোনা, সংসারের নানা দায়িত্ব- নিরবচ্ছিন্নভাবে পালন করে চলেন। এই কাজগুলো অর্থনৈতিক পরিমাপে ধরা পড়ে না, কিন্তু একটি পরিবার ও সমাজের স্থিতি বজায় রাখতে এগুলোর ভূমিকা অপরিসীম। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই শ্রমকে ‘স্বাভাবিক দায়িত্ব’ হিসেবে দেখা হয়, শ্রম হিসেবে নয়। এই প্রশ্নটি মাঝেমধ্যেই উঠে আসে- গৃহশ্রমের মূল্যায়ন কি আমরা সত্যিই করছি? এত বছরের শিক্ষক হিসেবে দেখেছি, যখন অভিভাবকদের মধ্যে মা দেখা করতে আসেন, ‘আপনি কি করেন?’ জিজ্ঞেস করলে অনেকেই সংকোচের সঙ্গে বলেন, ‘কিছুই করি না’। কত বড় একটা দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেন অথচ সমাজ পরিবার মাথায় গেঁথে দিয়েছে যে তাঁরা গৃহবধূ, তাঁদের অপর্যাপ্ত সময়, বরের উপার্জন বসে শুয়ে ধ্বংস করেন। এর চেয়েও জটিল অবস্থা চাকরিরতাদের গৃহশ্রম। তাঁদের বাইরের জগতের উপার্জন সংসার গ্রহণ করে, তার সঙ্গে গৃহবধূর কাজটিও যুক্ত হয়। বাড়ির কাজ করতে না পারলে তাঁরা নিজেরাও অপরাধবোধে ভোগেন। এসব বহুস্তরীয় অবস্থার মধ্যে মেয়েদের মধ্যে বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া বা ফোনের মাধ্যমে যথেচ্ছ এবং সহজ সংযোগ স্থাপন। সাধারণ নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত মেয়েদের মধ্যে একটা বন্ধ বোতলের ছিপি খুলে গিয়েছে। তারা আর নীতিবাগীশ জ্যাঠাপুলিশদের গ্রাহ্য করছে না। স্বাধীনতার প্রাথমিক অভিঘাত কিঞ্চিৎ অপ্রকৃতিস্থ হয়। আশা করা যায় ভবিষ্যতে সেটি নিশ্চয়ই সুস্থির হবে। ‘যা ইচ্ছে তাই’-এর পরের ধাপটি খুঁজে নিতে হবে তাঁদের।

বিপণনের কৌশল

আরেকটি জটিল বিষয়- মার্কেটিং টুল হিসেবে নারীর ব্যবহার। আধুনিক বিজ্ঞাপন ও বিপণন কৌশলে নারীকে প্রায়ই আকর্ষণের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। নারী দিবসকে ঘিরে বিশেষ পণ্য, বিশেষ অফার, গোলাপি রঙের প্রচারণা- সব মিলিয়ে একটি বাজার-চালিত উৎসব তৈরি হয়। এতে নারীকে কখনও ‘ক্ষমতায়নের প্রতীক’ হিসেবে, কখনও আবার সৌন্দর্যের আদর্শ হিসেবে তুলে ধরা হয়। কিন্তু এর ফলে কি সত্যিই নারীর সামাজিক অবস্থান বদলায়, নাকি এটি কেবল বাজারের কৌশল? এই প্রসঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন সামনে আসে- নারী দিবস কি শুধুই শহুরে মধ্যবিত্তের উদযাপন হয়ে উঠছে? গ্রামাঞ্চলের নারী, কৃষিশ্রমিক, গৃহপরিচারিকা- তাঁদের জীবনের বাস্তব সমস্যাগুলো কি এই উদযাপনের কেন্দ্রে আসে? তবে এর মানে এই নয় যে, নারী দিবসের গুরুত্ব নেই। বরং এই দিনটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি আমাদের ভাবতে বাধ্য করে- সমতার পথে আমরা কতদূর এগোলাম এবং কতটা পথ এখনও বাকি। নারী দিবস কেবল উদযাপনের দিন নয়; এটি আত্মসমালোচনারও দিন। এই দিনে আমাদের উচিত সমাজের সেই অদৃশ্য বৈষম্যগুলিকে সামনে আনা, যেগুলো প্রায়ই আলোচনার বাইরে থেকে যায়।

অতএব, নারী দিবস আমাদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রেখে যায়- আমরা কি সত্যিই নারীর সমতা চাই, নাকি আমরা শুধু তার উদযাপনের ছবি দেখতে ভালোবাসি? যখন সমাজ এই প্রশ্নগুলির মুখোমুখি হতে সাহসী হবে, তখনই নারী দিবস সত্যিকার অর্থে একটি অর্থবহ দিনে পরিণত হবে।

(লেখক সাহিত্যিক)

জেন জেড : প্রোনাউন থেকে রাজনীতির পাঠ

মৌমিতা আলম

ওরা বলে
একজন নারী হয়ে আরেকজন
নারীকে ভালবাসা হারাম।
আমি বলি
হারামের স্বাদ কেমন?
ওরা বলে
পাখি হয়ে অন্য পাখিকে খাওয়ার স্বাদ যেমন।
আমি বলি আমি যখন তাঁর কপালে চুমু খাই
আমার মনে হয় প্রথম বর্ষার ফোঁটা আমায় সিক্ত করে
আমার ভিতরে অঙ্কুরোদ্গম হয়
হাজার হাজার সবুজ বীজের
আমি দেখতে পাই একটি খাঁচাভাঙা পাখি
পাড়ি দেয় দূরদেশে মুক্ত আকাশে

আচ্ছা একটি পাখিকে মুক্তির আস্বাদ
দেওয়াও কি হারাম?
(হারাম কবিতাটির ভাবানুবাদ)

১৯৯৭ থেকে ২০১২-র মধ্যে জন্ম নেওয়া প্রজন্ম হল জেন জেড প্রজন্ম। অর্থনৈতিক উদারীকরণের মধ্যে, মোবাইল নামক যন্ত্র হাতে নিয়ে জন্ম এই প্রজন্মের। একদিকে তথ্যের বন্যা হাতে, অন্যদিকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিউক্লিয়ার পরিবারের সন্তান হওয়ায় আইসোলেশন-- অদ্ভুত এক দোলাচল। ভারতের জেন জেড হল সেই প্রজন্ম যারা বাবরি মসজিদ ভাঙার পরবর্তী রাজনীতির সময় তাদের কৈশোর বয়স পার করেছে। ভারতের বামপন্থী আন্দোলন কিংবা সোশ্যালিস্ট ঘরানা এরা দেখেইনি। এদের বড় হওয়ার সময়ই বাংলায় পতন হয়েছে লালদুর্গের। এসেছে ডানপন্থী দল আর তার পরেই উত্থান বিজেপির। জমি নিয়ে আন্দোলন, শিল্পের আন্দোলন-উত্তর সময়ে বড় হয়ে ওঠা পশ্চিমবঙ্গের জেন জেডদের। বলা যেতে পারে প্রতিযোগিতামূলক কমিউনালিজম বুকে নিয়ে এদের জন্ম। এই সময়েই ক্লাস স্ট্রাগল-এর ভাষা কিংবা ধর্মনিরপেক্ষতা-র ভাষার বদলে যোগ হয়েছে চরম ঘৃণার ভাষা।

তবে ফেমিনিস্ট বলে নিজেদের দাবি করতে চাওয়া আগের প্রজন্মের দ্বিধা কাটিয়ে এই প্রজন্ম ভাষার শৃঙ্খল থেকে অনেক বেশি মুক্ত। আর সামাজিক মাধ্যম তাদের সেই স্বাধীনতা দিয়েছে। নিজেদের সেক্সুয়াল আইডেন্টিটি-ক্রাইসিস থেকে নিজেদের সেক্সুয়ালিটি ক্লেম করা-- সবকিছুতেই তারা সরব। পূর্ববর্তী সাদা পশ্চিমা নারীবাদী তত্ত্বে আটকে না থেকে জেন জেড প্রজন্ম জানে ও বোঝে ইন্টারসেকশনাল ফেমিনিজমকে। কে নারী?-- এই প্রশ্নে জেন জেড প্রজন্মের অবস্থান ও ব্যাপ্তি তার আগের জেনারেশনের তুলনায় অনেক বেশি অন্তর্ভুক্তিমূলক। এই প্রজন্মের কাছে নারী দিবস মানে কেবল নারী অধিকার নয়, বরং ‘জেন্ডার ফ্লুইডিটি’, ‘ইন্টারসেকশনাল ফেমিনিজম’ এবং মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে নারীত্বের সম্পর্ক। মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদাসীন আগের প্রজন্মের থেকে জেন জেড প্রজন্ম মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে যেমন অনেক বেশি সচেতন তেমনি অন্যদিকে আগের প্রজন্মের তুলনায় অনেক বেশি মানসিক চাপেও ভুগছে এই প্রজন্ম।

জেন্ডার বা লিঙ্গর দ্বিমূল তত্ত্বে আবদ্ধ না থেকে জেন জেড প্রজন্ম হয়ে উঠেছে অনেক বেশি বর্ণময়, যেন বর্ণালি বা রামধনু। জেন্ডার ফ্লুইড, ডেমিবয়, ডেমিগার্ল, জেন্ডার ক্যুইয়ার-এর মতন অনেক শব্দ ঢুকেছে তাদের অভিধানে। আরোপিত পাপ-পুণ্য দেখার চোখ পালটে জেন জেড প্রজন্ম দেখতে নারীর মতন হলেই তাকে নারী বলে দাগিয়ে না দিয়ে খুব স্বাবলম্বীভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে ডেটিং অ্যাপ-এর প্রোফাইলে আকছার লিখছে-- প্রেফার্ড জেন্ডার - She/they অথবা ডেটিং এর শুরুতেই— What's your pronoun? জিজ্ঞেস করাটা এই প্রজন্মের কাছে খুবই স্বাভাবিক বিষয়।

জেন জেডদের দাবি ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই কেরলে কিছু স্কুল সবার জন্য একই স্কুল পোশাক নিয়ে এসেছে। কিছু স্কুল লিঙ্গসমতাকে জায়গা দিয়ে she/he সর্বনাম-এর সাথে they সর্বনামকে জায়গা দিয়েছে পাঠক্রমে।

কিন্তু লড়াইটা কতটা আলাদা আগের প্রজন্মের নারীদের থেকে?

এই প্রশ্নে খুব দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করে নিতেই হয়, জেন জেড নারীদের লড়াই কিন্তু তাদের আগের প্রজন্মের নারীদের থেকে আরও বেশি কঠিন। পুঁজিবাদী সমাজ ও ভোগবাদের কোলে জন্ম নেওয়া প্রায় ৩১% জেন জেড পুরুষ মনে করেন নারীদের পুরুষদের কথা শুনে অবশ্যই চলা উচিত। এই সংখ্যাটি আগের প্রজন্মে ছিল অনেকটাই কম। যেখান ১৩% বেবি বুমারস (যাদের জন্ম ১৯৪৬-’৬৪), ২১% জেন এক্স (যাদের জন্ম ১৯৬৫-১৯৮০), ২৯% মিলেনিয়ালাস (যাদের জন্ম ১৯৮০-’৯৭) মনে করতেন স্ত্রীদের উচিত স্বামীদের সেবা করা। আপাতদৃষ্টিতে নারীদের অবস্থা উন্নত মনে হলেও পরিসংখ্যান কিন্তু বলছে পিতৃতন্ত্র বাড়ছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। কোনও নিস্তার নেই নারীর। বেবি বুমার্স, মিলেনিয়াল কিংবা জেন এক্স-এর সঙ্গে তাই আজও একই লড়াইয়ে দাঁড়িয়ে জেন জেড নারীরাও। যে সাদা নারীবাদ থেকে এগিয়ে গিয়ে বিবর্তিত পরিস্থিতিতে এসেছে ইন্টারসেকশনাল ফেমিনিজম, সেই সাদা পশ্চিমা নারীবাদ যে আজও কতটা স্ব-রূপে বিদ্যমান তার প্রমাণ ইরানের উপর আমেরিকার আগ্রাসন। সাদা পশ্চিমা নারীবাদ মনে করে বোমা ফেলে মুক্ত করা সম্ভব ইরানীয় নারীদের! তাই খামেনেইয়ের ছবি জ্বালিয়ে যখন ধূমপান করে এক ইরানীয় নারী-- সেটা পশ্চিমা সাদা নারীবাদীরা সেলিব্রেট করে, কিন্তু আমেরিকার বোমা যখন ইরানের স্কুলে পাঠরতা দুশোর কাছাকাছি বাচ্চা মেয়েকে হত্যা করে তখন পশ্চিমা নারীবাদ চুপ করে থাকে।

ক্রমশ বাড়তে থাকা দূষণ, ক্যাপিটালিজমের হাত ধরে বাড়তে থাকা দক্ষিণপন্থী একনায়কতন্ত্রর উত্থানে বিপর্যস্ত জেন জেড নারীরা।

পুঁজিবাদ-এর হাত ধরে বাড়ছে একনায়কতন্ত্র ও মৌলবাদ-- যা আখেরে লড়াই কঠিন করে দিচ্ছে জেন জেড নারীদের জন্য। হোমো ক্যাপিটালিজম নিজের লাভের জন্য নতুন নতুন পদ্ধতিতে গিলে ফেলতে চাইছে পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলনকেও। এর এক অন্যতম

উদাহরণ পিঙ্ক ওয়াশিং : লাভের জন্য বড় বড় সংস্থার দেখনদারি সমর্থন এলজিবিটিকিউ প্লাস কমিউনিটিকে।

সরকারি চাকরির সংখ্যা কমছে। তাঁর সঙ্গে কমছে জীবনের নিশ্চয়তা। নারী ও পুরুষের মধ্যেকার আয়ের বৈষম্য আছেই। এখনও জেন জেড পুরুষরা একই কাজ করে নারীদের থেকে বেশি আয় করে। তার সঙ্গে আছে গিগ ইকনমি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যারা ডেলিভারি করছে আর যারা অর্ডার করছে-- এই দুই চরম অর্থনৈতিক, সামাজিক বৈষম্যপূর্ণ ভারতবর্ষে বাস করছে জেন জেডরা, একদিকে সব আছে আরেকদিকে কিছুই নাই-এর ভারতবর্ষ। চা শিল্প থেকে বিড়ি বাঁধা, গার্মেন্টস থেকে পরিচারিকা, কিংবা পরিযায়ী — জেন জেড শ্রমিক মেয়েদের ভিড় বাড়ছে, মজুরি আর নিরাপত্তা কমছে। তাদের রঙিন স্বপ্ন বাড়িয়ে চলেছে পুঁজিবাদ, কিন্তু সঞ্চয় নেই! ব্যবস্থার ক্লেদ চাপা দিতে আর জিনিসের বিক্রি বাড়াতে শ্রমজীবী নারী দিবস থেকে প্রায়ই ছেঁটে দেওয়া হয় শ্রমজীবী কথাটা। জেন জেড শ্রমিক মেয়েদের তো আর ছেঁটে ফেলা যাবে না, তাই ছেঁটে দাও তার ছুটি বা সামাজিক সুরক্ষা, কিংবা শখ-আহ্লাদগুলো। শ্রেণির শিখরে বসা জেন জেড নারীরা গে, লেসবিয়ান, ডেমি সেক্সুয়াল কিংবা হোমো সেক্সুয়াল বলেও টিকে থাকার সুযোগ যতটা, নিম্নবর্গীয় শ্রেণিতে সেই সুযোগ নেই বললেই চলে। তাই আজকের নারী দিবসে জেন জেড নারীর জন্য সুবিধে যে তারা অন্তত পক্ষে ডেটিং অ্যাপ-এ গিয়ে কারও সঙ্গে কথা বলে এক সঙ্গী জোগাড় করে নিতে পারে, কিংবা হাত ধরে বড় শহরের ভিড়ে হারিয়ে যেতে পারে কিন্তু বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে নিজের পছন্দের স্বাধীনতার দাবি ততটাই কঠিন, যতটা আগে ছিল। আর্থিক স্বাধীনতা ছাড়া লিঙ্গসমতা, বর্ণসমতা সম্ভব নয়। আর এইসব সমতার দাবিতে একত্রে আন্দোলনের জন্য দরকার সঠিক রাজনীতির পাঠ। সেই রাজনীতির পাঠ তো কোনও হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটি দেবে না। তবুও আশা জোগায় গ্রেটা থুনবার্গ-এর মতো লোকজন বা সেই নারী বন্ধুটি, যে মেনকা গুরুস্বামী রাজ্যসভায় প্রার্থী হয়েছেন শুনে খুশি হয়ে প্রশ্ন করে, এবার কি ভারতে সেম সেক্স বিবাহ আইনসিদ্ধ হবে? মেনকা কি এই প্রশ্ন তুলবেন? আশা জোগায় দুজন নারীর ভালোবাসা নিয়ে accused-এর মতো মেইনস্ট্রিম সিনেমা। যা কিছুদিন আগেও ছিল কল্পনার অতীত।

আসলে এই যে প্রশ্ন করতে পেরেছেন, পারছেন এটাই আশা জোগায়। যুগের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে জেন জেড নারীরা নিশ্চিত আগের প্রজন্মের থেকে ব্যাটন তুলে নিয়ে আরও তীব্র বেগে দৌড়াবেন। আশা তো করাই যায়। নারী দিবসে জেন জেড নারীকে এই শুভেচ্ছা জানানো ছাড়া এক মিলেনিয়াল নারীর আর কী-ই বা করার থাকতে পারে?

(লেখক শিক্ষক ও অক্ষরকর্মী)

এক নজরে নারী দিবস

■ ১৯০৮ : নিউ ইয়র্কে প্রায় ১৫ হাজার নারী শ্রমিক কম কাজের সময়, ভালো মজুরি ও ভোটাধিকারের দাবিতে মিছিল করেন— যা নারী দিবস আন্দোলনের অন্যতম সূচনা।

■ ১৯১০ : কোপেনহেগেনে আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী সম্মেলনে ক্লারা জেটকিন আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের প্রস্তাব দেন।

■ ১৯১১ : ক্লারা জেটকিনের প্রস্তাবের পর প্রথমবার অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, জার্মানি ও সুইৎজারল্যান্ডে লক্ষাধিক মানুষ আনুষ্ঠানিকভাবে এই দিবস পালন করেন।

■ ১৯১৭ : রাশিয়ায় নারী শ্রমিকদের ‘রুটি ও শান্তি’ দাবির আন্দোলন ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সূচনা করে; পরবর্তীতে নারীরা সেখানে ভোটাধিকার লাভ করেন।

■ ১৯২১ : সোভিয়েত ইউনিয়ন আনুষ্ঠানিকভাবে ৮ মার্চকে নারী দিবস হিসেবে ঘোষণা করে, যা পরবর্তীতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে।

■ ১৯৪৫ : রাষ্ট্রসংঘ সনদে প্রথম আন্তর্জাতিক চুক্তি হিসেবে নারী-পুরুষের সমতার নীতি অন্তর্ভুক্ত হয়।

■ ১৯৭৫ : আন্তর্জাতিক নারী বর্ষে রাষ্ট্রসংঘ প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে ৮ মার্চ নারী দিবস উদযাপন শুরু করে।

■ ১৯৭৭ : রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে নারী অধিকার ও বিশ্বশান্তির লক্ষ্যে প্রতি বছর দিবসটি পালনের আহ্বান জানায়।

■ ১৯৯৬ : রাষ্ট্রসংঘ প্রথমবার নারী দিবসের জন্য নির্দিষ্ট থিম (Celebrating the Past, Planning for the Future) ঘোষণা করে।

■ বর্তমান : ভোটাধিকারের লড়াই ছাপিয়ে এই দিনটি লিঙ্গসাম্য, ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি ও মানবাধিকারের বৈশ্বিক প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। **Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

ইচ্ছেডানার জোরই

ক্ষমতায়নের সার কথা

তৃণা চৌধুরী

'মেয়েদের দিন' কথাটা বলতেই ব্যাপারটা ঠিক কী বুঝতে উৎসুক দুটো চোখ মেলে তাকালেন মহিলা। শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনের পাশে বাগরাকোটের পাইকারি বাজারে পেঁয়াজ ভর্তি বিশাল ঝুঁড়ির মালকিন তিনি। বললেন, 'সেটা কী?' কিছু একটা উত্তর দিতে যাব এমন সময় খদ্দের এসে হাজির। কেজিপ্রতি দর করতে করতে মহিলা তাকিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, পরে আসুন দিদি, বলবেন এই দিনে কী করতে হয়।' ঘটনাটা দুই মিনিটের, কিন্তু তার মধ্যেই 'মেয়েদের দিনের' সঙ্গে মিলেমিশে গিয়েছে 'ওঁদের প্রতিদিন'। ওঁদের কেউ ছোট্ট মন্দির ঘেঁষে ফুল নিয়ে বসেন, আবার কেউ বাজারের খণ্ড জমিতে টমেটো আর কড়াইশুঁটির আড়ালে খুচরো গোনেন। নরম হাতে চায়ের কাপ এগিয়ে দেন তর্কবাগিশদের দিকে কিংবা কঠিন হাতে ধরেন টোটোর স্টিয়ারিং। আবার পড়ান স্কুলে কিংবা কলেজে, দক্ষ হাতে ঘর সামলান, লেখেন, বলেন, চলেন নিজেদের মতো। ওঁরা আলাদা, তবে কোথাও যেন একটা শব্দ মিলিয়ে দেয় সকলকে। সেই শব্দটা 'ইচ্ছে'।

একদিন নাকি প্রতিদিন

ক্যালেন্ডারে ৮ মার্চ কী তা জানেন না ওঁদের অধিকাংশই। তবে তাতে কী! যেটা গোড়ার কথা তা মেনে চলেন রোজ। 'আসল কথা হল, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে বুঝলে!' – স্পষ্ট বললেন মিনতি বালা। জলপাই মোড়ের বাসিন্দা মিনতির সবজির কারবার। তাঁর কথায়, 'আমি কারও অধীনে থেকে জীবন কাটাব না। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, এইটুকু বুঝি। অনেক বাধা আসবে, সব সামলে দিন কাটাব।' একই ভাষা ফুল বিক্রেতা অর্চনা গোস্বামী, দীপালি মণ্ডলের কথাতেও। অর্চনা জানালেন, এক, দুই কিংবা পাঁচ টাকা হয়তো কেউ দিল। কিন্তু কতদিন? নিজের হাল নিজেকেই ধরতে হবে।

শুধুই নিজেরটুকু নয়

কেবল নিজের মতো থাকাই নয়, সকলকে নিয়ে একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার মধ্যেও যে স্বাধীনতার সুখ রয়েছে তা ভোলেননি মানুষগুলো। মিনতি বললেন, 'আমি মেয়ে হয়ে যদি দেখি আরেকজনের আমাকে প্রয়োজন তাহলে তাঁর কাঁধে হাত রাখার দায়িত্বও আমার।' যেমন মিনতি নিজের দেওরের মেয়ে প্রীতিকে ব্যবসা শিখিয়েছেন নিজের হাতে। এখন সেও দোকানদারিতে চৌকশ। অন্যদিকে পরিবারের কথা ভেবে ভালোবেসে সংসার সামলানোর দায়িত্ব যাঁদের, তাঁদের কাছেও প্রাধান্য পায় 'ইচ্ছে'। সহজ করে কলেজপাড়ার বধূ সোমা দত্ত বললেন, 'আমরা স্বেচ্ছায় বাড়ির সকলের জন্য কাজ করি হাসিমুখে। বাইরের আর বাড়ির কাজ সমান গুরুত্বপূর্ণ। তবে সব সামলে নিজের জন্য একটু সময় বের করে নিতেই হবে।'

মহাবীরস্থানে দুই ফুল বিক্রেতা। –সংবাদচিত্র

ভালোই লাগে

একটা দিনকে আলাদা ভাবতে আপত্তি নেই অনেকেরই। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন শহরের বিখ্যাত লেখিকা সেবন্তী ঘোষ, ডিজিটাল মিডিয়ায় পরিচিত মুখ প্রিয়াংকা সরকার (আরজে প্রিয়াংকা)। প্রিয়াংকার কথায়, 'আমরা মেয়েরা মাঝে মাঝে একটু স্পেশাল ফিল করতে ভালোবাসি। একটা দিন আমাদের জন্য হলে ক্ষতি কী?' তবে তাঁর ধারণা, 'মেয়েদের ক্ষমতার প্রকাশ পরিস্থিতি নির্ভর। আমরা কখনও প্রতিবাদ করি আবার নানা কারণে চুপ করে সহ্যও করতে হয়। কিন্তু বলতে চাই, কী চাই না সেই ইচ্ছেটাও নিজস্ব।'

সচেতন হোক পুরুষও

সাম্যের গান গাই, আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোনও ভেদাভেদ নাই...নারী ক্ষমতায়ন সমানাধিকারের কথা বলে এসেছে চিরকাল। বোঝাতে চেয়েছে হেয় করে নারীকে দূরে সরিয়ে রাখা যাবে না। নারী দিবসে সেই কথাটিও ফের মনে করিয়ে দিলেন লেখিকা সেবন্তী। বললেন, 'নারী ক্ষমতায়ন বিষয়টা বেশ জটিল। আসলে সামাজিক জীব মানুষের ক্রিয়া নির্ভর করে তাঁর পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর। তাঁদের অবস্থাটা বুঝতে সচেতন হতে হবে ছেলেমেয়ে সকলকেই। তাই নারী দিবস একা মেয়েদের নয়, আসলে সকলেরই।'

মুক্তির উড়ান চার নারীর

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : নারীশক্তি উদযাপনেই প্রতিবছর পালিত হয়ে থাকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এবারের নারী দিবসে রইল এমন কিছু নারীর গল্প যাঁরা জীবনের সমস্ত অন্ধকার সরিয়ে আলো খুঁজে নিয়েছেন, ঘুরে দাঁড়িয়েছেন।

ফ্লাইটে চেপে

ভিনদেশ থেকে পাচার হয়ে এদেশে এসেছিল ১৩ বছরের নাবালিকা। ঠাঁই হয়েছিল যৌনপল্লিতে। সেখানেই এক তরুণের সঙ্গে প্রেম, বিয়ে, ভিনরাজ্যে পালিয়ে সংসার। সেই সংসারের মেয়াদ ছিল দেড় মাস। আরেক পতিতালয়ে বিক্রি করে দেওয়া হয় তাকে। তখন সে অন্তঃসত্ত্বা। সন্তানের জন্ম হয়। দুই পল্লিতে জীবনের অনেকটা সময় কেটে যায়। শেষে দেখা যায় আলোর রেখা। শিলিগুড়ির এক সমাজসেবীর সাহায্যে অনেক বিপত্তি পেরিয়ে মা-সন্তান দুজনেই বেরিয়ে আসতে পারেন ওই অন্ধকার জগৎ থেকে। বিভিন্ন জায়গায় রান্নার প্রশিক্ষণ নিয়ে এখন ভিনরাজ্যে রন্ধনশিল্পীর কাজ করছেন মাথা উঁচু করে। তার সন্তান রয়েছে শিলিগুড়িতে। এখন প্রতি মাসেই শিলিগুড়িতে ফ্লাইটে চেপে আসেন সন্তানের সঙ্গে দেখা করতে।

এখন প্র্যাকটিস

মাত্র ২০ বছর বয়সেই বিয়ে হয়েছিল শিলিগুড়ির এক তরুণীর। অনেক স্বপ্ন নিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন। তারপর স্বামীর অত্যাচার, মারধরে মানসিক অবসাদে ভুগতে শুরু করেন। কাউন্সেলিং করিয়ে ঘুরে দাঁড়ান। সেই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসেন। এখন তিনি নিজেই একজন সাইকোলজির ছাত্রী। মানুষের মনের অবস্থা বুঝে নানা পরামর্শ দেন। কলকাতায় থাকছেন, অনলাইনে প্র্যাকটিস করছেন। আগের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলছিলেন, 'তখন কোভিডের দ্বিতীয় ধাপ চলছিল। বাড়িতে বসে ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছিলাম তাই সেই সময় রান্না করে মানুষের জন্য খাবার পাঠাতাম সংস্থাগুলোর মাধ্যমে, সেটাকে অনেকে ভালোভাবে নিয়েছিল। প্রচুর ভালো ভালো মেসেজ পাঠাত, যেটা সেই সময় আমার কনফিডেন্স বাড়িয়েছিল। ২০২১ সালে ওই বাড়ি ছাড়ার সাহস করি আমি, আদালতে লড়ে ডিভোর্স নিই। এরপর স্কুলে চাকরি পাই, পড়াশোনা করি। সাইকোলজি নিয়ে পড়াশোনা করেছি, বিভিন্ন কোর্স করেছি। এখন অনলাইন প্র্যাকটিস করতে শুরু করেছি।'

আমিই গড়ব

স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতেন প্রতিদিন। লোকের বাড়িতে রান্নার কাজ করে যে টাকা উপার্জন করতেন তার কিছুটা দিয়ে চলত সংসার আর বাকিটা ছিনিয়ে নিতেন স্বামী। ১১ বছর বয়সে অসমে বিয়ে হয়। বিয়ের কিছুদিন বাদেই শিলিগুড়িতে চলে আসা। দ্বিতীয় মেয়ে যেদিন জন্মায় তার পরদিনই ছেড়ে চলে যায় স্বামী। সদ্য জন্মানো সন্তান এবং বড় মেয়েকে নিয়ে তখন দিশেহারা ওই মহিলা। তবে নিজেই নিজেকে সাহস জোগান। সদ্য জন্মানো শিশুকে রেখে লোকের বাড়ির কাজও নিতে পারছিলেন না। তাই ভাবলেন ফাস্ট ফুডের দোকান দেবেন। পোড়াঝাড়ে বাড়ির পাশেই একটি দোকান ভাড়া নেন। ছোট্ট শিশুকে কোলে নিয়েই বিকেলে মোমো-চাউমিন বানাতে শুরু করলেন। ছোট মেয়ের এখন এক বছর বয়স, বড় মেয়ে হাইস্কুলে পড়ছে। মহিলার কথায়, 'স্বামী আমাকে পথের ভিখারি করে চলে গিয়েছিল এক বছর আগে, তবে আমি ঘুরে দাঁড়িয়েছি। আমার মেয়েদের ভবিষ্যৎ আমিই গড়ব।'

খেলার ইচ্ছে

মা ছিলেন পতিতালয়ে। সেই জায়গারই এক ব্যক্তি পাচার করে দিচ্ছিলেন ১৬ বছরের নাবালিকাকে। দাদা বোনের চরম বিপদ অনুমান করে খবর দিয়েছিলেন শিলিগুড়ির এক সমাজসেবীকে। পাচারের আগে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয়। কয়েক মাস আগে তাকে শুটিং অ্যাকাডেমিতে ভর্তি করা হয়। খুব ভালো শুটার হওয়ার ভীষণ ইচ্ছে তার। ভালো করে এটা শিখে জাতীয় স্তরে খেলার ইচ্ছে রয়েছে এখন। মানসিক স্বাস্থ্যকর্মী মৌকণা মুখোপাধ্যায় বলছিলেন, 'মনের জোর, আত্মবিশ্বাস এবং উপায় খুঁজে নেওয়ার চেষ্টাটাই আসল।'

হিমালয়ের পাদদেশের অস্থির মাটির নীচে লুকিয়ে বিপন্নতা, সাহিত্যের বিবর্তনে চেতনার উত্তাল ঢেউ আর উত্তরে হারিয়েছে হিমেল শীতের সেই নস্টালজিয়া। নগরায়ণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের করাল গ্রাসে আমাদের আদিম শিকড়গুলি আজ অনেকটাই ফিকে। যান্ত্রিকতার ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া শৈশব আর প্রকৃতির সঙ্গে ছিন্ন সম্পর্ক এক সুতোয় বাঁধা।

কাঁপুনি

মাটির নীচে ঘুমন্ত দৈত্য ও আমাদের অস্থির পৃথিবী

দেবদূত ঘোষঠাকুর

এই কম্পনের জন্য নির্দিষ্ট কোনও মাস লাগে না। সকাল কিংবা বিকেল লাগে না। যখন-তখন যেখানকার বাড়িঘর থরথর করে কাঁপতে থাকে। রাস্তায় ফাটল ধরে যায়। শীতের রাতে নেপালের পাহাড়ের নীচে কাছাকাছি চলে গেল মাটির নীচের প্লেট। একটা প্লেট ঢুকে গেল অন্যটির নীচে। শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ারের বাড়ি দেশলাইয়ের বাক্সের মতো দুলতে শুরু করল। মধ্যরাতে কাঁপতে কাঁপতে ভয়ার্ত মানুষ নেমে এল রাস্তায়। শিলংয়ের কোথাও বা মাটির নীচে অস্থিরতা। বহুতলের শহর গুয়াহাটিতে বেজে উঠল শাঁখ। ব্রহ্মপুত্র নদের জলে বিশাল বিশাল ঢেউ পাড়ে আছাড় খেয়ে পড়তে শুরু করল। মানুষ উদ্ভ্রান্তের মতো নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ছুটতে শুরু করল। বাংলাদেশের সাতক্ষীরায় মাটির তলে তীব্র কম্পন। বসন্তের ভরদুপুরে কলকাতায় এক বহুতলের গৃহিণীর হাত থেকে পড়ে গেল বাসন। জলের বোতল টেবিল থেকে গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। ততক্ষণে আশপাশের ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা দুড়দাড় করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করে দিয়েছেন।

২০০৪ সালের ডিসেম্বর শেষের এক ভোরে আন্দামান সাগরের নীচে একটি প্লেট অন্য একটি প্লেটের খুব কাছাকাছি এসে পিছলে অন্য প্লেটটির নীচে ঢুকে গেল। তৈরি হল রিখটার স্কেলে প্রায় ৯ মাত্রার ভূমিকম্প। এই প্রক্রিয়ায় নির্গত বিশাল শক্তির কারণে সমুদ্রের জল তুলে এনে চারতলা বাড়ির সমান জলস্তম্ভের সৃষ্টি করল। তা পাড়ে আছড়ে পড়ে কাউকে কিছু বুঝতে পারার আগেই সমুদ্রের কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে যা কিছু ছিল সব ভাসিয়ে নিয়ে গেল। এটি ছিল অতি শক্তিশালী ভূমিকম্প। কিন্তু নেপাল, সিকিম, মেঘালয়ের পাহাড়ে দুই থেকে পাঁচ মাত্রার ছোট ও মাঝারি ভূমিকম্প প্রায়শই হয়ে থাকে। পাহাড়ের মানুষের কাছে তা গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। ২০০৪ সালের সুনামি কিংবা ২০০৫ সালে এক মাসের মধ্যে নেপালে দুটি মাঝারি মানের ভূমিকম্পে তছনছ হয়ে গিয়েছিল ওই পাহাড়ি দেশ। ওই সব ভূমিকম্পের কোনও আগাম সতর্কবার্তা ছিল না। ভূমিকম্পপ্রবণ হিসেবে চিহ্নিত ওই সব এলাকায় রক্ষা পাওয়ার কিছু উপায় নির্ধারণ করা থাকলেও বেপরোয়া মানুষ এবং প্রশাসন তা আমল দেয়নি। ফলে বিপদের শঙ্কা নিয়েই দিন গুনছে ওই সব এলাকার মানুষ।

আটের দশক আর নয়ের দশকের সন্ধিক্ষণে চার বছর কর্মসূত্রে সাত বোনের দেশে ছিলাম। গুয়াহাটিকে কেন্দ্র করে ঘুরে বেড়াতাম লাগোয়া ছয়টি রাজ্যও। তারও দশ বছর আগে ১৯৭৮ সালে বেড়াতে গিয়েছিলাম গুয়াহাটি এবং শিলং। মেঘালয়ের রাজধানী শিলংয়ের সেই পুরোনো ছবিটাই মনে গেঁথে ছিল। ১৯৮৮ সালে কর্মসূত্রে গুয়াহাটি পৌঁছে শিলং গিয়ে বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলাম। পাহাড়ের গাছ কেটে সেখানে কংক্রিটের পিলার তুলে বসতি হয়েছে। দোতলা, তিনতলা বাড়ি। ১৯৭৮ সালে গিয়ে দেখেছিলাম পুলিশ বাজারের আশপাশ লাবাং লাইমুখড়ার মতো আপাত সমতল জায়গা ছাড়া কোথাও দোতলা বাড়ি পর্যন্ত নেই। দশ বছরে গোটা এলাকা বদলে গিয়েছিল। একদিকে কয়লা খাদান, অন্যদিকে গাছ কেটে কংক্রিটের জঙ্গল খাসি আর জয়ন্তিয়া পাহাড়ে মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে এমন আশঙ্কা ভূবিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরেই করে আসছেন। কিন্তু সেই সতর্কবার্তা কেউ শুনলে তো!

মেঘালয়ের পাহাড়ের কোল বেয়ে উঠতে উঠতে শিলং নিয়ে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'অবনী বাড়ি আছো' কবিতার দুটি লাইন আমি বিড়বিড় করতাম। বৃষ্টি পড়ে এখানে বারো মাস। এখানে মেঘ গাভির মতো চরে। ১৯৭৮ সালে মেঘের দেশে গিয়ে মনে হয়েছিল এক্কেবারে ঠিক লিখেছিলেন শক্তিদা। নয়ের দশকের গোড়ায় ওই কবিতা উদ্ধৃত করে একটি প্রতিবেদনে লিখেছিলাম মেঘালয়ে মেঘ চাই। তখনই মেঘ খুঁজতে যেতে হত শিলং টপে। কলকাতার অফিসে দেখা হতেই শক্তিদা কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তুই যা লিখেছিস সেটা কি সত্যি! খবরের ব্যাপারে উন্নাসিক শক্তিদা আমার লেখাটা পড়েছেন শুনে নিজেকে ধন্য যেমন মনে করেছিলাম তেমনই ওঁর প্রশ্নটা শুনে বুঝে গিয়েছিলাম শিলংয়ের ওই পরিবর্তনটা তাঁকেও ব্যথিত করেছিল।

১৯৯৭–৯৮ সালের পরে আর শিলং যাওয়া হয়নি। কিন্তু জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ায় কর্মরত একাধিক ভূবিজ্ঞানীর সঙ্গে কথা বলে আমি মনে মনে ওই শৈল শহরের অবস্থাটা কল্পনা করে শিউরে উঠেছি। বিশেষ করে ২০০৪ সালের সুনামির পরে নানা ভূবিজ্ঞানীর সুচিন্তিত মতামতে যে বিষয়টি উঠে এসেছে তা হল উত্তর–পূর্ব ভারত এই মুহূর্তে এতটাই ভূকম্পপ্রবণ হয়ে উঠেছে যে সেখানে অদূর ভবিষ্যতে ৯.২ মাত্রার অতি তীব্র ভূমিকম্প হতে পারে বলে আশঙ্কা।

এরপর তেরোর পাতায়

বাংলাদেশের সাতক্ষীরায় মাটির তলে তীব্র কম্পন। বসন্তের ভরদুপুরে কলকাতায় এক বহুতলের গৃহিণীর হাত থেকে পড়ে গেল বাসন। জলের বোতল টেবিল থেকে গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

সেইসব ঝড়ের দিনগুলি

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

'জারে কাঁপছে আমার গা... জারে ক্যানে কাঁপিস বউ আগুন পোহা যা...' চরম রক্ত উদ্বেল করা একসময়ের অজিত পান্ডের এই গান গুনগুনিয়ে উঠত বুকের ভিতর অঙ্ক পরীক্ষা যত এগিয়ে আসত। সে কম্পন শুধুই ক্লাসঘর, পরীক্ষা ঘরে আটকে না থেকে ছড়িয়ে যায়, ছাড়িয়ে যায় বয়স রাজনীতি যাপনের টানাপোড়েন সর্বত্র। এইতো সেদিন আক্ষরিক অর্থেই কলকাতা সহ আশপাশে কতগুলি জেলা বাংলাদেশের সাতক্ষীরা সংযোগে কেঁপে উঠল ভাগ হয়ে ফাটল ধরল রাজপথ, সদ্য তৈরি পিচঢালা রাস্তা, বহুতলের দেওয়ালেও। এ ফাটল আর কম্পন বৃহত্তর অর্থে আমাদের শরীর ছাড়িয়ে স্বভাবে, প্রজন্মের পর প্রজন্মে.. ভয়ের কাঁপন, টিকে থাকার উপায় সন্ধানে নিরাপত্তাহীনতার কম্পন বা ঢেউ। টেনশন সর্বত্র, হাইভোল্টেজ পাওয়ার কানেকশন লেগেই আছে রাজনীতিক তালেবরদের বক্তৃতায়, এসআইআর নিয়ে এক যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা, দুরভিসন্ধিমূলক (?) ভোটার তালিকায় কম্পন, কে বাদ গেল কিংবা থাকল তার টানাপোড়েনে কাঁপছে সারা রাজ্য, দেশ। অন্যদিকে এক যুদ্ধ শেষে অন্য যুদ্ধের পৃথিবী। শিশুর ক্ষুধার্ত মুখ, মৃত্যুহত্যার দৌড়, আঘাতে জর্জরিত মা, হারিয়ে যাওয়া বাবার মুখ সব নিয়ে বিশ্ব টলটলায়মান। ঘরে বসে আছেন যাঁরা, অজানা ভয় তাঁদেরও পিছন ছাড়ে না। একাকিত্বের কাঁপন তো কয়েক দশক থেকেই শুরু হয়েছে।

এইসব আক্ষরিক কম্পনের কথা বলতে বলতেই এ সময়ের সবচেয়ে যাঁকে নিয়ে আলোচনা, যাঁকে উদ্দেশ্য করে প্রিয় সব গান ঘুরে বেড়াচ্ছে মুখে মুখে, তাঁর যাপন, কাজ অথবা চলে যাওয়া সব নিয়ে বিচিত্র রকম ব্যাখ্যা, তাঁর মানুষকে ভালোবেসে কাছে টেনে নিয়ে তাদের কাছে পৌঁছে যাওয়া সেগুলো মনে করিয়ে দিচ্ছে ষোড়শ শতাব্দীর সুবর্ণ যুগকে, বিশেষত সমাজ পেরিয়ে সাহিত্যে উঠে এসেছে এ কাঁপন, তার উল্লেখ করতেই হয় প্রথমেই। মানব ধর্মের একনিষ্ঠ সাধক চৈতন্যদেবের কথা বলছি। না, কোনও সিনেমাটিক ফিগারের কথা বলব না। যদিও বলার মতোই একখানা জীবন নিয়ে সত্যিকার গবেষণাধর্মী ফিল্ম বানিয়ে ফেলেছেন সৃজিত, আর সেই ষোড়শ শতাব্দীর বুকে মানুষকে ভালোবাসা, প্রেমের বীজ বুনে দেওয়া মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের কথা তো বলতেই হবে।

সাহিত্যে প্রেমের রকমফের, আকুলতা বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসে, যাঁরা চৈতন্য পূর্ব কালেই সৃষ্টি করেছিলেন। বৈষ্ণব পদকর্তাদের চৈতন্য পরবর্তী প্রেম ভাবনার প্রবল ধারায় রাধাকৃষ্ণের প্রেম কখন যেন মানব-মানবী প্রেমের কাঁপন তৈরি করল। 'দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া/ আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া'। এরপর চণ্ডীমঙ্গলে মুকুন্দরামের যে উপন্যাসের বীজ, কথাসাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীও সে বাস্তব রসের উল্লেখ করেছেন। সেই বীজ মঙ্গলকাব্যের নারী ভাবনায় তাদের বারোমাস্যায় নারীর অন্তর্গত মনোযন্ত্রণার *এরপর তেরোর পাতায়*

বৈষ্ণব পদকর্তাদের চৈতন্য পরবর্তী প্রেম ভাবনার প্রবল ধারায় রাধাকৃষ্ণের প্রেম কখন যেন মানব-মানবী প্রেমের কাঁপন তৈরি করল।

শীতের সঙ্গে বিদায় নিয়েছে কাঁথা নিয়ে সেই খুনশুটি

সানি সরকার

উত্তুরে হাওয়ায় সেই আদিম তেজ আর নেই। হাড় কাঁপে না পাহাড়ি বাতাসেও। তবু যেন কুয়াশার চাদর সরালেই স্মৃতির সিন্দুক থেকে বেরিয়ে আসে এক হাড়কাঁপানো হিমশীতল উত্তরবঙ্গের ইতিহাস। সেসময়ের স্মৃতির পথে হাঁটতে গিয়ে এখনও মনে পড়ে রোদ দুপুরেও স্নান করতে না চাওয়ার বায়না। বিছানায় উঠতে দেওয়া হবে না, এমন গর্জনে কাকস্নান করেই কাঁথা বা লেপের তলায় আশ্রয় নেওয়া। সেসময় কার্তিক বিদায় না নেওয়ার আগেই হিমালয়ের হিমেল নিঃশ্বাস ডুয়ার্সের চা বাগান থেকে তরাইয়ের শালবনে যে কাঁপন ধরিয়ে দিত, তা ছিল শীতের আবাহন।

আলিপুরদুয়ার থেকে শিলিগুড়ি, উত্তরের সর্বত্রই তখন রোদের আদরের থেকেও বেশি দাপট ছিল কুয়াশার গুমোট রাজত্বের। কুয়াশামাখা ভোরে অথবা সন্ধ্যা-রাতে বাড়ির উঠোনে খড়কুটো জ্বালিয়ে উষ্ণতার খোঁজ পাওয়ার মধ্যে ছিল সামাজিকতা। আগুনের ফুলকিতে মিশে থাকত পাঁচ বাড়ির হাঁড়ির খবর, গল্পের মায়াবী জগৎ। সেই উঠোনে এখন দালানবাড়ি আকাশ ছুঁতে চায়, আটকে গিয়েছে উত্তুরে হাওয়া।

এই তো কিছুদিন আগেও মাঝ হেমন্তে উত্তরে প্রতিবছর শীতের প্রত্যাবর্তন ছিল অনিবার্য। সে আসত রাজকীয় এক গাম্ভীর্য নিয়ে। দুপুরের মিঠে রোদের মধ্যে খোসা ছাড়িয়ে কমলালেবু মুখে পোরার মধ্যে ছিল এক অমোঘ আকর্ষণ। সন্ধ্যা-রাতে কাঁথা, লেপের ওমে ছিল মাতৃত্বের গন্ধ, স্নেহ। আশ্বিন বিদায় না নিতেই নিপুণ হাতে মা তৈরি করতেন একইরকম হরেক সাইজের কাঁথা। একইরকম কাঁথা তৈরির কারণ, যাতে কাঁথায় ভাইবোনদের ঝগড়ার দাগ না লাগে। কিন্তু কাঁথা টানাটানির ঝগড়া শীতের রাতে বিছানার থেকে মাটিতে পড়ত না। আমরা বড় হয়েছি, এখন সর্বত্রই পরিবারগুলি এক পাল্লার দরজায় আবদ্ধ। ফলে শীতের সঙ্গে বিদায় নিয়েছে কাঁথা নিয়ে সেই খুনশুটি।

আলিপুরদুয়ার থেকে শিলিগুড়ি, উত্তরের সর্বত্রই তখন রোদের আদরের থেকেও বেশি দাপট ছিল কুয়াশার গুমোট রাজত্বের। কুয়াশামাখা ভোরে অথবা সন্ধ্যা-রাতে বাড়ির উঠোনে খড়কুটো জ্বালিয়ে উষ্ণতার খোঁজ পাওয়ার মধ্যে ছিল সামাজিকতা।

জলবায়ুর পরিবর্তনের সঙ্গে পালটে গিয়েছে নগর ও গ্রাম্য জীবন।

কুয়াশাভেজা রাত এবং ভোরে টিনের চালে শিশির পতনের শব্দে ছিল প্রকৃতির ছন্দ। যে ছন্দের সঙ্গে হিমেল পরশের সুর সকলকে টেনে আনত কাছাকাছি। তাতে থাকত এক অদ্ভুত প্রশান্তি। এখন টিনের চালের ঘর নেই। হারিয়ে গিয়েছে শিশির পতনের শব্দ। শীতের রাত-ভোরে কুয়াশার গুমোট রাজত্ব থাকলেও, শিশির আর ভেজায় না মাঠের সবুজ ঘাস অথবা গাছের পাতা। ঝরবেই বা কী করে, বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে এখন তো আর রাতের বা সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পতন ঘটে না প্রকৃতির চেনা পথে। একটা সময় দিনের সঙ্গে রাতেও পারদ পতন ছিল অনিবার্য। পাহাড়ি অঞ্চলে রাতের তাপমাত্রা নেমে যেত ২-৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। একই অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকত দিনের পর দিন। তার পরশে শীতের হাওয়ায় লাগত নাচন হিমালয়ের পাদদেশেও। এখন পাঁচ ডিগ্রির নীচে নামতে চায় না পারদ। নামলেও এক-দু'দিন। ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে শিশিরে বাড়ির সামনের ইটের রাস্তা ভিজে যেত। সকালে দেখলে মনে হত, রাতে বৃষ্টি হয়েছে। এখন শিশিরের মতো বিদায় নিয়েছে ইটের রাস্তা। পিচ ঢালাইয়ের রাস্তায় সাতসকালেও ধুলো উড়ে।

পাহাড়ের বুক চিরে নেমে আসা বালাসন থেকে তিস্তা, মহানন্দা থেকে জলঢাকার চরে শীতে একসময় হাড়কাঁপানো বাতাসে উনুন জ্বলত চড়ুইভাতির। ঠান্ডা হাওয়ার কাঁপনে মাছ ভাজা অথবা আধ সেদ্ধ মাংস খাওয়ার মধ্যে ছিল পরম তৃপ্তি, শীতের থেকে শরীরকে কিছুটা উষ্ণ রাখার কৌশল। আজও ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি, নদীগুলির চরে পিকনিকের ভিড় জমে, দলবেঁধে ভূরিভোজ হয়। নদীর বিস্তীর্ণ চরাচর হয়ে ওঠে মিলনমেলার ক্ষেত্রভূমি। কিন্তু হাওয়ার সেই তীক্ষ্ণতা নেই, শরীরে কাঁপনও ধরে না। পরিবর্তে পাথুরে গরমে ঘাম ঝরে শরীর থেকে। হাওয়ার হারিয়ে যাওয়া যেন যান্ত্রিক সভ্যতার কংক্রিটের জঙ্গলে। দেখা যায় না শীতের আকাশে মেঘের খেলা, কানে আসে না পাহাড়ি নদীর কুলকুল শব্দ। জনঅরণ্যে শোনা যায় না পাতা ঝরার শব্দ।

জাঁকিয়ে ঠান্ডার ক্ষেত্রে অন্যতম শর্ত স্বচ্ছ আকাশ। আকাশ যত পরিষ্কার, রাতে পারদ পতন ঘটত ততই। বৃষ্টি হলে তো জবুথবু অবস্থা। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে শীতের চেনা বৃষ্টি নিখোঁজ, কোন অজানা পথে, কেউ জানে না। পাহাড়ি অঞ্চলে এখন তো শীতের শিলাবৃষ্টিরও দেখা মিলছে না। একটা সময় হপ্তা অন্তর পাহাড়ের খাঁজে অথবা ডুয়ার্সের ভাঁজে বৃষ্টি হত। যার ফলে শীতের সময়সীমা হতো দীর্ঘমেয়াদি। শরীর থেকে গরম পোশাক খোলার ইচ্ছের মধ্যে থাকত দুঃসাহস। এবছর তো শীতের দিনগুলিতে পাহাড় থেকে সমতল, মাটি ভেজেনি। শাল, পাইনের বনে আছড়ে পড়েনি শিলার কুচি। ঝাউবন তামাটে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝা মাঝে মাঝে দেখা দিলেও, তার শক্তি এতটাই দুর্বল যে বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প টেনে এনে বৃষ্টি ঝরাতে পারছে না। বৃষ্টির অভাবে পরিষ্কার হচ্ছে না আকাশ। বরং স্বচ্ছতার পরিবর্তে এখন আকাশ ঘোলাটে। আকাশে দূষণের আস্তরণ। হিমালয়ের হিমেল হাওয়ায় নিঃশ্বাস নেওয়ার কথা যেখানে, সেখানে দূষণে বাড়ছে শ্বাসকষ্ট। এখনও স্মৃতিতে টাটকা, সর্দি, কাশিতে যাতে কাবু না হয়ে পড়ি, তার জন্য শীতের দিনগুলিতে মা তৈরি করে রাখতেন বাসকপাতা, গোলমরিচ, আদা মিশ্রিত রস। ইচ্ছে না থাকলেও গলায় ঢালতে হত। এখন বন্ধুত্ব ইনহেলারের সঙ্গে। শিশুদেরও নিতে হচ্ছে। প্রকৃতির নির্মম প্রতিশোধ।

শীত যে আসে না, তা একদমই নয়। শীত আসে। কিন্তু বিশ্ব উষ্ণায়নের করাল গ্রাসে উত্তরের চিরন্তন টানা ঠান্ডার প্রকোপ এখন আর নেই। পাততাড়ি গুটিয়ে নিয়েছে জলবায়ুর পরিবর্তনে। এবছর তো পৌষের শুরুতে কয়েকদিন পারদ পতন দেখে অনেকেই দীর্ঘমেয়াদি শীতের কল্পনা করেছিলেন। কিন্তু পৌষ সংক্রান্তিতে জমাট বাঁধেনি পিঠে, পায়েস। খামখেয়ালি কাঁপুনি মাঘের রোদ্দুরে মুখ লুকিয়েছে, বাঘের গায়ে না লেগেই। উত্তরের সেই চেনা চিরন্তন কাঁপুনি যেন আজ বিবাগী বাউল। বিবর্তনের ভিড়ে সুর হারিয়েছে।

এরপর তেরোর পাতায়

হে নূতন, তোমার ফোকাস হোক

সন্দীপন নন্দী

‘সুলভে বড় কাগজে লেখা ছাপিয়ে দিই। বিফলে মূল্য ফেরত।’

রবিবাসরীয় সকালে পেপারে বিজ্ঞাপনটা দেখেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল নীল আকাশে একটি তারা মুখার্জি ওরফে নীমুর। আড়ঘোটার গরমেন্ট কবি মন্ত্র বাতলেছিলেন- তোমার লেখা তো কেউ পড়ে না, ছাপেও না; নামটা পড়ে যদি কারও মনে ধরে! সেই মন্ত্রেই হিট। প্রথম অখ্যাত গল্পেই মার মার কাট কাট। নয় মাসে ন'টি হাফোপন্যাস নামিয়ে গত শীতে লেঙ্গপো থেকে 'মওত কা কুয়ার' ফাস্ট-ডে ফাস্ট শোয়ের ফিতে কাটার পর বাকিটা আসে ফাল্গুনের কাল গুনে। ঠিক উচ্চারণে পাইজ নেই। তবে হাইজাম্প লজোম্পের টুসকি যাত্রাপালা অপবাদের প্রেমে গদগদ।

কী? তারা এখন নিজে লেখে না। ছলচিত্তচঞ্চরী লিটারেচারে কেচ্ছার নেচার এমনই। পাবলিক বই পড়ুক বা না পড়ুক পোচারই শেষকথা। সে পাঠ এক বিদঘুটে অজানু লম্বিত লীলা! কবি বোধোদয়ের টনিকসূত্রায় সাহিত্যের তুমুল গ্রিডবিপর্যয়েও বি গ্রেড তন্ত্রলেখক নীমু আজ বাংলা সাহিত্যে দাদা আলোয় বেস্টসেলার। লেখা ছাপলেই ঢোক গেলে বইপাড়া। ছাপতে হয় চাপে। ঘাটকালীর চাপে। খসিয়াও? গুরুদক্ষিণা? পলকে ছাপাখানার ভূগোল বদলে দিল এক পিছিয়ে পড়া তরাইকন্যা।

বোধোদয় সরকারের কমান্ড, এ পুলকের ঋতুতে না বলাটাই শিল্প। সবেতে লুজ হ্যান্ডলামো করেছে কী বিপর্যয় মরেছে। এদিকে শ্রীমতীর ঝরঝুরে গদ্যস্কিল ঝনঝন পড়েও সবাই টের পেল না। একদিন লুকোচুরি পত্রিকার গরমেন্ট কবির গ্রামার মেনে সাকসেস এল। প্রথম বই উৎসর্গ হল কাব্যহাবের মেজদার নামে। মর্নিংওয়াক থেকে ফিরেই ভেজড কবিকে তার পদ্য ফিলিংসের একপাতা লিখল মেয়েটি। সাঁঝে এককপি বলরুমে এককপি জলরুমে পোকাশ পেল। পরদিন বুক রিভিউতে 'তোমারে ফোকাস হোক' শিরোনামে বাহান্ন বর্গফুটের ফিরিস্তি লেখা হল উত্তুঙ্গ উদ্যমে।

নেক্সট? এত লিটারেচারের স্বরচিত মই মশাই। এব্বার চিত্তিহাস পত্রিকা সম্পাদকের টার্ন এল। ফ্লাড ফোরকাস্টের মতো গণছাপার অগ্রিম খবরে ভয় পেল জব্বর সাহিত্যমহল। নাটকে পত্রিকার চরমকবি নীরা নিরঞ্জন মিত্রর মৃত্যুর পর নতুন এডিটর আসে। কিন্তু দুরাহাই প্যানেলে দু'বছর হ্যাং থাকার পর মন্ত্রী হরবন্দু পাহাড়ির হস্তক্ষেপে প্রকাশ পেল। সে থেকে সব বিগ হাউস পত্রিকার একটা পাইরেটেড ভার্সন বেরিয়ে গেল। ক্রিং ক্রিং। নাটক এন্ড।

এআই

কেউ বলে আমি আদি কবি, কোথাও দুরন্ত পাতিকবিরা মাথানত কসম খেলো, মোদের শাখা নাই, সখা নাই। বিপ্লবে বিরহে ‘নিঠুর হে’ ফুটপাথে কেজি দরে যারা সৌজন্য সংখ্যা হয়ে রয়ে যায় যুগে যুগে।

হঠাৎ ভিড়ভিড়ে কোলাহলে ক্যাঁচ করে বড় কবি আর ছোটকবির ফেন্সিং ভাঙার শব্দ হয়। চুমু না চড় বোঝার আগেই শুভদিনে লেখা ছাপার উদগ্র বাসনায় রবিবারের মাছবাজারে দমকা শোক নামে। এই তো সপ্তাহের সেই অবিনশ্বর ঘণ্টা, যেদিন গল্প, প্রবন্ধ, কবিতার মিত সামারি ছাপা হলেও বাঙালির ঘরে ঘরে চেতনার মাংস আসে।

গল্প, কবিতা বেরুলে যে রবিতে ধার করে পদ্মার ইলিশ কেনে লেখক, সে বারবেলাতেই মাত্র দু'লাইনের আগুনে বিজ্ঞাপনে দিগ্বিদিক চমকে চ! সাময়িক বড় লেখকদের স্বর্গপ্রাপ্তির হিলারি দশা। তবে লিখে ও ফাটিয়ে রণক্লান্ত উচ্চিংড়ে দাড়ি কবিরা গোপন মিট হেনে, মেডেলম্যান গদ্যকার সাহিত্যবাসরে এনেও এঁটে উঠল না নীমুর সঙ্গে। আসলে গঙ্গার ওপারে এসব পাইপলাইন আর প্রোপাগান্ডার

রসরঙ্গ

হুজ্জতি এদ্দিন জলভাত ছ্যালো। তাই বলে এপারেও অ্যালো? পেস্টিজের প্রেশার কত নেওয়া যায়? ভাইরাসের ভাইবে ক্ষোভটা মুড়কির মতো ফুড়ফুড়ে ম্রিয়মাণের বদলে মুড়মুড়ে মুড়ি হয়ে গেল।

জঙ্গলকবি লাটাগুড়িতে পোস্টার দিল, মহানন্দা নদীতে কাগজের মালতোলা পতিবাদী নৌকা ভাসাল প্রকাশক গিল্ড। দ্রৌপদীর রান্নাঘর থেকে সোজ্জা প্রভুদেবা ঝাঁকড়া চুলো প্রকাশকের সঙ্গে কেউ ডুয়ার্সে ওয়ান ডে টু নাইট লিভ লিভ খেল্লো, অনেকে মহাকবির গাড়ি ড্রাইভার খুঁজে দিল্লো, কেউ আত্মগৃহে বোরলির মিড-ডে মিল ভক্ষণে ভরা ভাদরে ভাট কল্লো তবু সাধ মিটিল্লো না, কবিতা ছাপিল্লো না। এদিকে, বেলা বাড়তেই এ হুদুম নেপোটিজমের বিরুদ্ধে সমস্ত পত্রিকাগোষ্ঠীর সিনিয়ার সিটিজেনদের গুগলমিটে মিছিল চলল, কোটা কবিদের ডেনাইট সাহিত্য টুর্নামেন্ট হল। নীমু দেবীর বাব্যবেলার ওয়ার্কোহোলিক সহচরী মিতাবাওয়ালি রয় থাবাওয়ালা হালুম কবি দিয়ে ষড়রিপু সংখ্যা করেও ফ্যাকাশে। ধবধবে স্কিনের ছমছমে লেখিকা ব্রনলেস সিমি সেন সাহিত্যমক্কার গুরুকুলে শিফ্টেড হল তব্বু সেনসেক্স উঠিলো না। অস্তরাগে মাখো মাখো ক্ষোভে বারোটা দেশে কবিতা পড়ে ‘ক’ মোড়ে বসেও কবিতা পেল না সেল্ফহেল্প কবি মল্লিকার্জুন মিত্রর। উত্তর আর দক্ষিণের হাওয়া হাওয়াই ও গরমেন্ট কবির শালা পবন সাহাও কবিকলহ সেটেল করতে এসে ঘোরের আলোতে ল্যাদ খেয়ে মাল খেয়ে পদাতিকের রিটার্ন টিকিটে বাড়ি ফিরে গেল। সবাই শুনল হিত অ্যাকাডেমির ব্রেকিং নুজ। আকাশবাণী ঝিল্লিগুড়ি, গল্প পড়ছি জাহাজ ভাদুড়ি। টিংটং।

লেখার জগতে এমনতর ছেত্তরের আকাল টাইপ চিত্তবিগলিত অলক্ষণে খবর পেতেই ফোনটা কবি ও গুরু বোধোদয় সরকারকে করে বসল নীমু। সেবার দোলের বিকেলে রফি হাউসে গাল টিপে নামকরণ করেছিল দাদা।

-দাদা আমি বাঁচতে চাই। কী হচ্ছে এসব? সবার লেখা সবখানে ছাপলে আমি কিন্তু বইমেলাতেই বিষ খাব।

-এমন করে না লক্ষ্মীটি। আমি বড়দাকে এখুনি ফোন করছি! ছোটগল্পে দীক্ষা দিতে উনি এখন লাদাখে। ফিরেই ঠিক বাণ মারবে দেখো।

-তুমি কোথায় বোধিদা?

-পাপুয়ানিউগিনিতে। সন্ধ্যায় ট্রাইবাল ভিলেজে লিটারারি ফেস্ট! টাওয়াল পরে জামাইকান কবিতার অনুবাদে বিজি। এখানে সিঁড়িটা বড্ড খাড়া। উঠতেই সব পড়ে গেলা।

-এবার বলেছিলে সাথে নেবে। সমুদ্র গুপ্তকে বলে স্নান বইটার দিল্লিতে প্রোমো হবে। সব অপেক্ষা মোড়ে রেখে প্রাণের পরে চলে গেলে। আলফানসো গল্পটা পড়ে যে কাঁথান সিল্ক গিফট করেছিলে, শাড়িটা দেখছি আর সারাদিন কাঁদছি। সে খোঁজ রাখো?

-ধৈর্য ধরো বেবি। সব শ্লাকে আটকে দেব। কারও লেখা ছাপা হবে না। শুধু তুমি, শুধু তুমি।

--দিদিকে বলো। পাড়া দিয়ে সমাধান করো।

--বলব। করব।

ফ্যাঁৎ ফ্যাঁৎ কেঁদে ফোনটা কেটে দিল নীমু। বাতাসে সাঁই সাঁই বসন্ত। ক্যাওরা কোকিল ডাকছে থার্ডগিয়ারে। অমলতাসের দফারফা মফসসলি একতলায় সঘন কলিং বেলটা বেজে ওঠে। পুকপুক পুকপুক। দরজা খুলে চৌকাঠে ‘দ’ স্টাইলে দাঁড়াল তারাদেবী। ওপারে সমস্বরে একদল বলল- ইনক্লাবের মিডনাইট ম্যাগাজিনে একটা গল্প চাই দি।

-রক্তকরবী এনেছিস?

-না।

-ভাগ।

ফটাশ করে দরজা বন্ধ করে পাকা চুলে হেয়ার ডাই লাগাতে লাগাতে আবার ফোন।

-লাগানো হল?

-প্লাবনদা একটা প্রোটেস্ট করো প্লিজ। হরালে সকলের লেখা ছাপলে কী হবে ভেবেছ? ইনামিনাডিকা তোমার আমার পাশে লিখবে, সই দেবে, ধরাদি, সরাদি, চরাদির সাথে বুকফেয়ারে সেলফি নেবে। বোয়াল ইলিশ সেম সুইমিং পুলে ধিতাং ধিতাং বোলে মাদলে তান তুলবে। আই কান্ট ইমাজিন!

-কুল বেবি কুল। আমি এইমাত্র বড়কাগজের আরাবুল বড়দাকে কল করেছিলাম। বললেন, এ বুলফাইটের বিহিত হবেই। পত্রিকা দপ্তরে মিটিং চলছে। বেফিকর থাকো।

-প্লাবন, ত্রিকালে লাস্ট প্রকাশিত গল্পটা নিয়ে তোমার ফিডব্যাক আশা করেছিলাম। এক ছিলিম লাইক দিয়েই দায় সেরেছ। আড়ি আড়ি আড়ি।

-আজ রাতেই লিখছি আকাশি আর আমার স্কুলে ইলেভেনের সব ছাত্রদের ট্যাব থেকে শেয়ার করিয়ে দিচ্ছি। মাংস ভাত স্পনসর করে দিও। সব গরিবঘর!

-বলছি তোমাদের অ্যানুয়াল স্পোর্টসে আমার একটা ফিতেকাটা শ্লট রাখো না। ইন্ট্রো লিখে দেব ক্ষণ। জাস্ট পরে দিও। বহুদিন প্রোগ্রামহীন আছি। এইচ এমকে বলে একটু ম্যানেজ করো। যা চাইবে দেব। স্কুলের পাখা, ওয়াটার পিউরিফায়ার বা লাইব্রেরি বুক!

-কিচ্ছু চাইনা। পুপুদাকে বলে ভেজ প্রকাশনা থেকে আমার একটা কাব্যসংকলন বের করে দিও। ব্যাস! আজীবন তোমার গোলাম হয়ে থাকব।

-বিকেলে মিছিল। বিজ্ঞাপনদাতার কালো হাত গুঁড়িয়ে দিতে হবে প্লাবি। ব্যাটা কোনওদিন যেন কলম ধরতে না পারে। লে খা ছে পে দে বে... আহ্লাদ। আমরা চুপ করে মাছি মারব যেন!

-আকাশি, কৌশলে তোমার আপকামিং বইয়ের প্রচ্ছদগুলো ফ্লেক্স করতে দিয়েছি। মিছিলে প্ল্যাকার্ডের মাঝে মাঝে হাঁটবে। ইনক্লাবের ছেলেরাই দায়িত্ব নেবে বলল। শুধু ওদের একটা রগরগে গপ্পো দিও।

-ওহ প্লাবি, সো সুইট। তুমি না থাকলে চাঁদটার গায়ে পড়ে যেত মরচে। বৃষ্টি ধরচে? বেরিয়ে পড়ো। মিছিলে আসছ তো?

-অফকোর্স।

-টাটা।

গোধূলিলগ্নে ছিন্নমস্তাপল্লি থেকে মিছিল শুরু হল। শুরুতেই কবি ট্রমা গোস্বামী। ফেমাস ডেড হাবির অপ্রকাশিত কবিতা নিজের নামে চালিয়ে ইদানীং হিট। ধরা পড়লেও কেউ কোয়েসচন করে না। ওই ডানদিকে যাকে দেখছেন, ইংলিশ প্রোজ থেকে গল্প ঝেঁপেছিল। আগুয়ান কাগজ যাবজ্জীবন দিল। এখন প্যারোলে কিছু ছোট কাগজে লিখছে আর পার্ট টাইম উত্তর দক্ষিণ জার্নি করে আড্ডায় ডাকফাক পাচ্ছে। মেহনতি চোরকবিদের হঠাৎ মিছিলে বোমা ফাটে। আবির ওড়ে। আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি। নীমু দেবীর এন্ট্রি। কিচ্ছু দেখা যায় না। বস্তা বস্তা বই আসে। সকলের হাতে হাতে বিলি হয়। কেউ লজ্জায় রিফিউজ করতে না পেরে পকেটে হাত দেয়। সব সোল্ড হয় লহমায়। তারপর নীমু দেবীর বইপ্রচারের শোভাযাত্রাটা এগিয়ে যায়। কিন্তু চক্রান্তটা গোপন থাকে।

মাটির নীচে ঘুমন্ত দৈত্য

বারোর পাতার পর

২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর সুমাত্রায় সমুদ্রের তলায় ৯.৩ মাত্রার যে ভূমিকম্প সুনামির জন্ম দিয়েছিল উত্তর-পূর্বে সেই মাপের ভূকম্পন কী বিপুল পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি করবে তা ভাবতে গিয়েই শিউরে উঠছেন ভূবিজ্ঞানীরা। উত্তর-পূর্ব ভারত বরাবরই ভূকম্পপ্রবণ। নগরায়ণ করতে গিয়ে মানুষের জীবনযাত্রাকে আরও সুখী করতে গিয়ে আমরা নিজেদের আরও বেশি করে বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছি।

আইআইটি খড়্গপুরের ভূবিজ্ঞান বিভাগ হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চলের ভূকম্পপ্রবণ এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করার কাজ করছে বেশ কয়েক বছর ধরে। সমীক্ষকদের বক্তব্য কোথায় কত মাত্রায় ভূমিকম্প হওয়ার আশঙ্কা আছে সেটা জানতে পেরে উদ্বেগ বাড়ছে। ভূবিজ্ঞানীরা বলছেন এই অঞ্চলে চারটি ক্ষেত্র থেকে ভূমিকম্প তৈরি হতে পারে। সেগুলি হল শিলং অঞ্চল আরাকান খাত মিসমি ব্লক এবং পূর্ব হিমালয় অঞ্চল। সমীক্ষকদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী মিসমি ব্লক থেকে ৯.২ মাত্রার ভূমিকম্প তৈরি হতে পারে। অন্য তিনটি ক্ষেত্র থেকে ৮.৭ মাত্রার ভূমিকম্পের জন্ম হতে পারে। পূর্ব হিমালয় খাতে ৮.৭ মাত্রার ভূমিকম্প হলে গোটা উত্তরবঙ্গের উপরে তার মারাত্মক প্রভাব পড়বে। কয়েক বছর আগে সিকিমে ৬.৯ তীব্রতার ভূমিকম্পে দার্জিলিং এমনকি শিলিগুড়িতেও বাড়িঘরের ক্ষতি হয়েছিল। সেই ক্ষতি দেখেই সমীক্ষকেরা জানিয়েছেন ৮.৭ তীব্রতার ভূমিকম্পের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। উত্তর-পূর্ব ভারতের ভূকম্পপ্রবণ ক্ষেত্রগুলির মধ্যে আরাকান খাত সবথেকে অস্থির। ওই অঞ্চলে ইন্ডিয়ান প্লেট ঢুকে যাচ্ছে বার্মা প্লেটের নীচে। এই পরিস্থিতিতে যে কোনও ধরনের ভারসাম্যের বড় পরিবর্তন বড় ধরনের ভূমিকম্পের জন্ম দিতে পারে।

কলকাতা এবং তার সংলগ্ন এলাকায় ভূমিকম্পের আশঙ্কা কতটা? খড়্গপুর আইআইটির সমীক্ষা অনুযায়ী কলকাতা সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গ মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পের শিকার হতেই পারে। অদূর ভবিষ্যতে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় ৬.৮ মাত্রার ভূমিকম্প হতে পারে। বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী দুই বাংলার এলাকায় মাটির সাড়ে চার থেকে পাঁচ কিলোমিটার নীচে ইয়োসিন হিঞ্জ নামের একটি খাত রয়েছে যেখান থেকে মাঝেমধ্যেই কম্পন তৈরি হচ্ছে। ইতিমধ্যেই সেখানে ৫.৪ থেকে ৫.৬ মাত্রার কয়েকটি ভূমিকম্প সৃষ্টি হয়েছে এবং সেখান থেকে সর্বোচ্চ ৬.৮ তীব্রতার ভূমিকম্প তৈরি হতে পারে। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের সাতক্ষীরায় ৫.৪ মাত্রার ভূমিকম্পে কলকাতা কেমন কেঁপেছিল তা আমরা দেখেছি। তবে ৬.৮ মাত্রার ভূমিকম্প কবে হবে তার উৎস কোথায় হবে সে ব্যাপারে কোনও পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব নয়। যত্রতত্র মাটির নীচ থেকে জল তুলে নেওয়া এবং জলাভূমি ভরাট করার ফলে কলকাতার ভূস্তরের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। তাই মাঝারি মানের কোনও ভূমিকম্পই মহানগরীর বিপদ ঘটাতে পারে।

২০০৪ সালের সুনামির জেরে সুমাত্রা থেকে আন্দামান পর্যন্ত প্রায় তেরোশো কিলোমিটার এলাকাজুড়ে সমুদ্রের তলদেশে ফাটল ধরেছিল। আন্দামানের একদিক উপরে উঠে অন্যদিক বসে গিয়ে মোট জমির পরিমাণের পরিবর্তন ঘটেছিল। সিকিমের ভূমিকম্প বিশ্লেষণ করে মার্কিন ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ সংস্থা জানিয়েছিল ২০০৪ সালের সুনামির পরে সুমাত্রার ওই এলাকায় ভারত মহাসাগরের নীচে ২০০৬, ২০০৭ এবং ২০১২ সালে আরও তিনটি বড় ভূমিকম্প হয়েছিল। কিন্তু ইন্ডিয়ান প্লেট এবং সুন্দা প্লেটের মধ্যে পাশাপাশি ঘর্ষণ হওয়ায় তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

তবে সুনামির পরে ভারত সংলগ্ন এলাকায় সবথেকে মারাত্মক ভূমিকম্প দেখেছে নেপাল। ২০১৫ সালের ২৫ এপ্রিল ৭.৯ মাত্রার ওই ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল নেপালের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের থেকে বহুগুণ বেশি। ভূমিকম্পের উৎসস্থল কাঠমান্ডুর আশি কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে লামজুঙের কাছে পনেরো থেকে কুড়ি কিলোমিটার গভীরে। এরপরে অন্তত পঁয়তাল্লিশটি আফটারশক আতঙ্ক তৈরি করে। কলকাতা ও তার কাছেপিঠেও কিছু ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কলকাতা এমন এক চ্যুতির ওপর বসে আছে যে সামান্য কম্পনেও ধূলিসাৎ হতে পারে এই মহানগরী।

গত ২০০ বছরে হিমালয় পর্বতমালার অর্ধেক বিস্তৃতিজুড়ে অন্তত সাতটি উচ্চমাত্রার ভূমিকম্প ঘটেছে। ১৮০৩, ১৮৩৩, এবং ১৯৩৪ সালে নেপালে, ১৮৯৭ সালে শিলং, ১৯০৫ সালে কাংড়া, ১৯৫০ সালে অসম এবং ২০০৫ সালে কাশ্মীরে বিধ্বংসী ভূমিকম্প ঘটে। আরও পুরোনো ভূমিকম্পের ইতিহাস জানতে ভূবিজ্ঞানীরা পুরা ভূকম্পন বিদ্যার সাহায্য নেন। শিলাস্তরের রেডিওকার্বন ডেটিং করে জানা গিয়েছে ১১২৫, ১৪০০, ১৫০৫ এবং ১৫৫৫ সালেও তীব্র ভূকম্পন হয়েছিল। এই পদ্ধতি অবলম্বন করেই ২০১৫ সালের আগেই এক বিজ্ঞানী মধ্য নেপাল অঞ্চলে তীব্র ভূকম্পনের আভাস দিয়েছিলেন।

হিমালয় এক তরুণ ও সক্রিয় ভঙ্গিল পর্বতমালা যার সৃষ্টি হয়েছে গত পাঁচ কোটি বছর ধরে ভারতীয় ও ইউরেশিয়ান প্লেটের সংযুক্তির ফলে। বর্তমানে ভারতীয় প্লেট বছরে দুই সেন্টিমিটার করে তিব্বতীয় প্লেটের নীচে ঢুকে যাচ্ছে। বহু দশক ধরে চলতে থাকা এই ঘর্ষণের ফলে উৎপন্ন শক্তি ভূকম্পন হিসেবে নির্গত হয়। সমগ্র হিমালয় পর্বতমালায় হিমালয়ান ফ্রন্টাল থ্রাস্ট মেন বাউন্ডারি থ্রাস্ট ও মেন সেন্ট্রাল থ্রাস্টের মতো একাধিক চ্যুতি রয়েছে। ২৫ এপ্রিলের প্রধান ভূকম্পন হয় মাটির সতেরো কিলোমিটার গভীরে সৃষ্ট এক চ্যুতি থেকে। এই চ্যুতির স্খলনের ফলে গোটা নেপাল হিমালয় ভারতীয় প্লেটের দিকে অনেকটাই এগিয়ে এসেছে। চ্যুতির মোট প্রভাবিত ক্ষেত্র আট হাজার বর্গ কিলোমিটারেরও বেশি যা কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছে কাঠমান্ডু থেকে কলকাতা দিল্লি। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির সম্পর্কও হিমালয়ের বিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত। কলকাতা দাঁড়িয়ে রয়েছে কাদামাটির প্রাচীন বন্যাসৃষ্ট সমতলের ওপরে। এর পূর্বে রয়েছে চট্টগ্রাম ত্রিপুরা পর্বতশ্রেণি আর পশ্চিম দিয়ে চলে গিয়েছে কলকাতা ময়মনসিংহ হিঞ্জ জোন। বেঙ্গল বেসিনের চারিদিকে দেবগ্রাম বোগরা ফল্ট চিটাগাং কক্সবাজার ফল্টের মতো বেশ কয়েকটি চ্যুতি ছড়িয়ে রয়েছে। সমস্যা হল এই সমস্ত চ্যুতির সম্বন্ধে আমাদের তথ্য প্রায় নেই বললেই চলে।

তীব্র ভূমিকম্পের চোটে নেপালের ভিত নড়ে গিয়েছে। উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ করে ইউরোপীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা এবং জার্মান এরোস্পেস সেন্টার জানিয়েছে কাঠমান্ডুর দক্ষিণে বিশাল এলাকার মাটি অন্তত এক মিটার উপরে উঠে এসেছে এবং উত্তরে বিস্তর বসে গিয়েছে। ভারতীয় ভূবিজ্ঞানীরাও একমত যে বড় ভূমিকম্পে ভূমির চরিত্র পালটে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। ১৮১৯ সালে গুজরাটের কচ্ছে ৭.৮ মাত্রার ভূমিকম্পে মাটি উঠে এসে আল্লাবাঁধ নামের এক কৃত্রিম বাঁধ তৈরি করেছিল। ২০০৪ সালের সুনামির সময়েও আন্দামানের ভূচরিত্র পালটে গিয়েছিল।

ভূমিকম্পের পাশাপাশি আছে পাহাড়ের লাগাতার ধস। সিকিম ও দার্জিলিং পাহাড়ে পাথরের চাইতে মাটি বেশি থাকায় জলের সঙ্গে মাটিও নীচে নামে। বছর দুয়েক আগে তুমুল বৃষ্টিতে সিকিমের লোনক লেকের দেওয়াল ফেটে তিস্তায় হড়পা আসে। সর্বগ্রাসী তিস্তা ভাসিয়ে নিয়ে যায় জনবসতি ও সেনাছাউনি। লেকের জলের পরিমাণ অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় এবং তার আগের দিন নেপালে ৬.২ মাত্রার ভূমিকম্পের প্রভাবে এই বিপর্যয় ঘটেছিল বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। কিন্তু আমরা সে সব বুঝেও বুঝতে চাইছি না। হিমালয়কে জেনেও অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ণ এবং পাহাড়ি নদীকে জোর করে বাঁধার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আমরা। আর তার ফল তো আমাদের ভুগতেই হবে।

ভূমিকম্পের পর যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কার অ্যাঙ্করেজ শহরের ফোর্থ অ্যাভিনিউ সড়ক। ২৭ মার্চ, ১৯৬৪

ইন্দোনেশিয়ার বান্দা আচেহ-র পশ্চিম উপকূলে ধ্বংসস্তূপ। ১১ এপ্রিল, ২০১২

কম্পনের টুকিটাকি

১) মূলত, পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠ আলাদা আলাদা বিট বা প্লেট টেকটোনিক দিয়ে তৈরি হয়েছে যা নীচের নরম পদার্থের ওপরে ভাসছে। সারা পৃথিবীতে এরকম বড় সাতটি প্লেট এবং অসংখ্য ছোট সাব-প্লেট রয়েছে। এগুলো যখন সরে যায় বা নড়াচড়া করতে থাকে বা একটি অন্যদিকে ধাক্কা দিতে থাকে, তখন ভূ-তত্ত্বের মাঝে ইলাস্টিক এনার্জি শক্তি সঞ্চিত হতে থাকে।

২) সেই শক্তি যখন শিলার ধারণ ক্ষমতাকে পেরিয়ে যায়, তখন তা কোনও পুরোনো বা নতুন ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আসে। তখন ভূ-পৃষ্ঠে কম্পন তৈরি হয়, সেটাই হচ্ছে ভূমিকম্প।

৩) যে সব স্থানে একটি প্লেট এসে আরেকটি প্লেটের কাছাকাছি মিশেছে বা ধাক্কা দিচ্ছে বা ফাটল তৈরি হয়েছে, সেটাকে বলা হয় ফল্ট লাইন।

৪) মায়ানমার, চিন, ভারত, নেপালের ভূমিকম্পের অন্যতম উৎস হল ডাউকি ফল্ট, যেটি শেরপুর থেকে শুরু হয়ে জাফলং হয়ে ভারতের করিমগঞ্জ থেকে বিস্তৃত।

৫) তাই অতি দূরে সৃষ্টি হওয়া কম্পনে আমরাও কেঁপে উঠি। যেমন মায়ানমারের ৫ মাত্রার ভূমিকম্পে ঢাকার মানুষও থরহরিকম্প। কম্পনের কেন্দ্র আর ঢাকার দূরত্ব ৬১৮ কিলোমিটার।

৬) ভূমিকম্পের প্রকারভেদ (যেগুলি অনুভূত হয়) :

সামান্য (৩.০-৩.৯) হালকা (৪.০-৪.৯) মাঝারি (৫.০-৫.৯), শক্তিশালী (৬.০-৬.৯), অতি শক্তিশালী (৭.০-৭.৯), তীব্র (>৮.০)

ঝড়ের দিনগুলি

বারোর পাতার পর

এক থরথর কম্পন ছাড়া কি! সে উপন্যাসের বীজ অন্নদামঙ্গলে ঈশ্বরী পাটনীর সন্তানের দুধে ভাতে থাকার প্রার্থনায় শাশ্বত হয়ে যায়।

মঙ্গলকাব্যের নারী ভাবনার প্রতিফলন পরবর্তী নারী কলমে কেঁপে ওঠেনি কি! আশাপূর্ণা দেবী বা মল্লিকা সেনগুপ্ত হয়ে মহাশ্বেতা দেবী থেকে নবনীতা দেবসেন.. মানসিকতার বিবর্তন ওই নতুন পাতার কাঁপনে নিহিত ছিল। মুকুন্দরামের বাস্তব রসের সার্থক ও চূড়ান্ত রূপ দেখা গেল শাক্ত পদবলিতে রামপ্রসাদ সেনের ভাবনায়। তাঁর রচিত পদগুলোতে তীব্র মনুষ্যত্ব জাগরণ, বাস্তব বোধ ওই চৈতন্যের মানবতারই প্রভাব। রামপ্রসাদের ‘মনরে কৃষি-কাজ জাননা/ এমন মানব জমিন রইলো পতিত/ আবাদ করলে ফলতো সোনা’ অথবা, ‘আমি কি দুখেরে ডরাই?...’এই দু:খকে জয় করেই আর এক বাঁকের দিকে এগিয়ে গেলাম। সেটা নবজাগরণ। ঊনবিংশ শতকের পাশ্চাত্যের জাগরণ ঢেউ পৌঁছায় সর্বত্র। শিল্পে বতিচেল্লীর হাতে ম্যাডোনা পেল মানবিক দেবী মুখ। যিশু ও মাতা মেরির ঐশ্বরিক চেতনা পেরিয়ে মানবী মায়ের ভালবাসা। ক্লাসিসিজম রোমান্টিসিজম-এর বয়ে চলা ধারায় কত কবি... মিলটন, সামসন অ্যাগোনিসটিস বলছেন calm of mind, all passiones spent... অন্যদিকে ওয়ার্ডসওয়ার্থ কোলরিজ রোমান্টিকতাকে আন্দোলনের রূপ দিয়েছেন। প্রচলিত প্রথা ভেঙে the Renaissance of wonder ভাবনায় নতুন জগৎ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছেন। শেলি, কীটস, বায়রন, ব্রাউনিং হয়ে ইয়েটস পর্যন্ত কবির কাব্যে। ইলিয়টের ডেজার্ট আইল্যান্ড কিংবা হলোম্যান ভাবনার স্ফুরণে।

এদিকে, বাংলায় আর এক কম্পন পয়ার কে ভেঙে ফেলার সময়। কান্ডারি হলেন প্রিয় কবি মধুসূদন দত্ত। গীতিকবিতার ধারা, রামায়ণ মহাভারতের প্রভাব পেরিয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর কলমে.. কবিতায়, নাটক, মহাকাব্যে। অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রকৃত অর্থেই কবিতায় এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। গীতিকবিতার নিজস্ব কথন, নরনারীর প্রেম, আত্মবোধ, মেঘনাদের মধ্যে এক যুগোত্তীর্ণ স্রষ্টার অন্যায় পরাজয়ের গ্লানি ও আত্মশ্লাঘা তাঁকে মানুষ শ্রেষ্ঠ করেছে।

আমরা ঠিক তারপরেই কম্পনের রিখটার স্কেলের সর্বোত্তম ভার্সন পেয়ে গেলাম কবি রবীন্দ্রনাথ। সোনার তরী-তে কবির অসামান্য ভাবনায়। প্রেমের অনির্দেশ্য গোপন কথা, নরনারী সম্পর্ক আর প্রকৃতি যেখানে তীব্র ও একাকার। প্রেমের নতুন সংজ্ঞায় আশ্চর্য বোধে পৌঁছে গেলাম পুনশ্চ, বলাকা স্তর পেরিয়ে গীতাঞ্জলির দ্বারপ্রান্তে। ‘রাশি রাশি ভারা ভারা ধান কাটা হল সারা/ ভরা নদী ক্ষুরধারা খর পরসা/ কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা’... সে বর্ষার হাত ধরেই ‘শেষের কবিতা’য় নতুন লেখা নতুন উপন্যাস নতুন প্রেমের সূত্রপাত। এও তো পাঠকের ভাবনাকে নাড়া দিয়ে যায়।

ঠিক মাঝখানে এসে পড়েন আর এক ধূমকেতু ভূমিকম্প সৃষ্টি করেই... যাঁকে বসন্তদূত বলতেন কবিগুরু। সেই বিদ্রোহী কলমের, পাগলামির কবি নজরুল ইসলাম। যিনি এসেই জ্যৈষ্ঠের ঝড়ের মতো নতুন সৃষ্টিতে আলো হতে জানেন ‘আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস/ আমি লোকালয়, আমি শ্মশান আমি চির দুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস/মহাপ্রলয়ের আমি নটরাজ... আমি শাসন ত্রাণ সংহার, /আমি উষ্ণ চির অধীর... ’। এই স্পষ্ট নতুন স্রষ্টাকে দু'হাতে আগলে নিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ঠিক তার পরপর সমসময়েই কল্লোল যুগের প্লাবন। নিষিদ্ধ যৌন বিপ্লব, আত্মিক সংকট, যুগ প্রভাব, রবীন্দ্র বিরোধিতা সব নিয়ে পঞ্চপ্রধান কবি ও অন্যান্যরা সাহিত্যের পালের হাওয়ায় বৃষ্টি কাঁপন এনেছেন। এরই মধ্যে জীবনানন্দ যেন ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ নিয়ে এক অন্য জগৎ অন্য বাসনার গন্ধে এক অক্ষর বর্ণের স্ফুরণ। বাংলার রূপ রস গন্ধ নিয়ে প্রবল হাওয়ায় অন্য সৃষ্টি কথা, এক অন্য গন্ধ। নির্জনে বসেও সরব সাধনায় রত কবির আজও অনাবিষ্কৃত রচনার স্ফুরণ হয়েই চলেছে। চলে যাওয়ার এত বছর পরও ডায়েরির পৃষ্ঠায়, উপন্যাসে কবির অন্য মুখের কম্পন। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কবিধারা, কলম। তাতে সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কে নেই!

গদ্যের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চরিত্রহীন নারীর যে গোপন কামনা বাসনার ফুটে ওঠা সেটাই পুতুলনাচের ইতিকথায় কুসুমের শরীর চেতনার কথা বলে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হাঁসুলীবাঁকের ইতিকথা’।

তিন বন্দ্যোপাধ্যায় ধারার মাঝখানে পাঠক এসে দাঁড়ান। ১৯৪৫-’৪৬ এ পথের পাঁচালীর সময়েই আমেরিকায় অ্যালেন গিন্সবার্গ, কেরুবার্কের যে আধুনিক চেতনা সেটাই কি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘একটি কবিতার জন্মের’ ‘একটি কবিতা লেখা হবে। তার জন্যে/আগুনের নীল শিখার মতন আকাশ/ রাগে রী রী করে, সমুদ্রে ডানা ঝাড়ে/ দুরন্ত ঝড়, মেঘের ধূম্র জটা।...’ এর হাত ধরে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘আমি কি রকম ভাবে বেঁচে আছি...’ বোধের কাছাকাছি এনে দাঁড় করিয়ে দেয় না?

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী পেরিয়ে সুকান্ত ভট্টাচার্য এক অল্পদিনের বিরাট কাঁপন। আঠারোর জয়ধ্বনির কলম। এভাবেই ঝড়ের দোলায় এসে দাঁড়াই এক স্থিতিশীল, প্রাজ্ঞ বিশিষ্ট জানলায়.. শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদারে। সাহিত্যের এ ঝড় থাকবেই। কবিতা গদ্যের আলোর বিচ্ছুরণে মহাশ্বেতা দেবীর ‘হাজার চুরাশির মা’ এর পাশে ঝড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন কবিতা সিংহ, দেবারতি মিত্র, বাণী বসু ইত্যাদি।

দেশ-বিদেশের বহু পুরস্কার বন্যা সাহিত্যে তেমন করে আজ আর কাঁপন জাগায় না, যতটা কাঁপন জাগে লেখার টেবিলে মোবাইল ভাইব্রেশনে। প্রতিদিনের চলার পথে রক্ত বন্যা বা অন্ধকারে আলোর কম্পাঙ্কে অহরহ চৌচির মাটির পাহাড়ি হাওয়ার মতো ১৯৬৫-তে সমরেশ বসুর ‘বিবর’ বাংলা সাহিত্যের বিতর্কিত মাইলস্টোন বলা যায়। কলকাতার যুবসমাজের অস্তিত্বের সংকট, যৌন বিভ্রান্তি এবং মূল্যবোধের অবক্ষয় তুলে ধরেছে এ উপন্যাস। সমকালীন সমাজ ও প্রথাগত রীতির বিপরীতে দাঁড়িয়ে বইটি তীব্র সমালোচনা ও প্রশংসা দুটোই পেয়েছে। বাংলা সাহিত্যে এই বাঁক রীতিমতো ঝড় তুলেছিল।

সাহিত্যে আধুনিকতার কাঁপনে পালা বদল ঘটবেই, তা না হলে নদীও তো থমকে যাবে। ভালোবাসার পাড় ভাঙে কেঁপে ওঠে পাহাড়, কাঁপন ধরে অন্তর্গত বোধের ভিতর। টাল খায় মাথা, নড়ে যায় পা ফেলার জোর। মানুষ চেতনা আছে বলেই দৃঢ় সে কাঁপনে জড়িয়ে যাই অথবা বিরুদ্ধ শক্তির মতো শক্ত শিকড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি উন্মত্ত ঝড়েও।

শীতের সঙ্গে বিদায়

বারোর পাতার পর

আচ্ছা, এমনটা যে ঘটতে পারে, তা কি আগাম টের পেয়েছিলেন মা, জেঠিমারা? নাহলে কেনই বা তাঁরা উল ও কাঁটা ‘হারিয়ে’ ফেলবেন! সত্যি বলতে শীতের সঙ্গে হারিয়ে গিয়েছে দুপুরের মিঠে রোদে মা, জেঠিমা এবং বাড়ির বড়দিদিদের সযত্নে উলকাঁটা বোনা। কোথায় যেন চলে গিয়েছে, তাঁদের সোয়েটার, মাফলার, টুপি বানানোর শীতের হিড়িক। শীতের দিনগুলিতে কতবার যে মায়ের সামনে দাঁড়াতে হত, এখন ভাবতে গেলে মনে পড়ে বাড়ির সামনের এক চিলতে খোলা সবুজ মাঠ। সেখানেই পড়শিরা একজোট হয়ে সোয়েটার বুনতেন। চলত অঘোষিত প্রতিযোগিতা। একটু করে সোয়েটার বড় হত, মা পিঠে লাগিয়ে দেখে নিতেন ঠিকঠাক হচ্ছে কি না। পড়শি জেঠিমা ও কাকিমারাও মাঝে মাঝে ডেকে নিতেন, সমবয়সি তাঁদের ছেলেদের জন্য আমার মাপ নিতে। উলটোটাও ঘটত। এখনকার শীতে পড়শিদের ভিড় আর জমাট বাঁধে না। শীতের মতোই পড়শি আড্ডা স্মৃতিমেদুর। আধুনিক থার্মাল ওয়্যার আর বৈদ্যুতিক হিটারের ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছে মা, জেঠিমা, কাকিমাদের হাতে তৈরি সোয়েটার, মাফলার। ইনস্ট্যান্ট সময়ে ডালের বড়ি রোদ মেখে শুকোয় না বাড়ির চালে। কাক, চড়ুইয়ের থেকে রক্ষা করতে পাহারাদার হতে হয় না কানাই বা বলাইদের। নামগুলিও তো আজ বিবর্তনের পথে নিখোঁজ।

ঘড়ির কাঁটা ধরে সময় এগিয়ে চলে, হারিয়ে যায় শুধু প্রকৃতির নিজস্বতা। পিছনে পড়ে থাকা স্মৃতি শুধু উঁকি দিয়ে মনে করিয়ে দেয় হাওয়ার আদিম তেজ, শীতের রাজকীয় গাম্ভীর্য। এখন আদি ও অকৃত্রিম কাঁপুনির মহিমা আর নেই। উত্তরে এখন শুধুই শীত-ঠান্ডার ফ্যাকাশে উপস্থিতি।

ছাদনামা

দীপালোক ভট্টাচার্য

এআই

ছোটগল্প

সাধারণত এত ভোরে ওঠেন না কোয়েলা। উঠে করবেনই বা কী? আরথ্রাইটিসের ব্যথায় চলাফেরা করাই দায়। তবে আজ অ্যালার্ম দিয়ে উঠেছেন। ঠিক সূর্যোদয়ের মুহূর্তে।

ছাদে এসে কোয়েলা বুঝলেন, ভোরে ওঠাটা বৃথা যায়নি। সে দেখা দিয়েছে। শেষ নভেম্বরে প্রতি বছরই দেখা মেলে তার। তবে এবছর মনে হচ্ছে আরও ঝকঝকে। শুধু কাঞ্চনজঙ্ঘা নয়। গোটা স্লিপিং বুদ্ধ যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে।

গতকাল মেয়ে কোয়েলাকে ফোন করে বলেছিল, ফেসবুকে সবার পোস্ট করা ছবি দেখে আমারও খুব জলপাইগুড়ি যেতে ইচ্ছে করছে, মা। কিন্তু এখন তো আর যাওয়া সম্ভব নয়, বুঝতেই পারছ। শোনো, তুমি কাল ভোর ভোর উঠেই ছাদে যাবে। ক'খানা জব্বর ছবি তুলবে মোবাইলে। আমাকে পাঠাবে সেগুলো। আমি ফেসবুকে দেব। লিখব, হাত বাড়ালেই কাঞ্চনজঙ্ঘা। আমাদের জলপাইগুড়ির ফ্ল্যাট থেকে।

ছাদের কার্নিশ ধরে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে উত্তর দিগন্তে তাকিয়ে আছেন কোয়েলা। হঠাৎ মনে হল, এই যাঃ, মোবাইলটাই তো আনা হয়নি।

পেছন ফিরে সিঁড়ির দিকে এগোতেই কোয়েলা বুঝলেন, চটিতে কিছু একটা লেগেছে। ভালো করে তাকাতেই বুঝলেন অঘটন যা ঘটার ঘটে গিয়েছে। গোটা চটিতে মাখামাখি সারমেয়র বিষ্ঠা।

সারা শরীর ঘিনঘিন করে উঠল ঘেন্নায়। ইচ্ছা ছিল ছাদবাগানের নিজের টব থেকে কয়েকটা রঙ্গন ফুল তুলে ঘরে ঢুকবেন কোয়েলা। সাথে করে ফুলের সাজিখানাও নিয়ে এসেছেন। এখন স্নান না করা অবধি সব মুলতবি রাখতে হবে। কাঞ্চনজঙ্ঘার ছবিটাও আর তোলা হল না, এটাই আফসোস।

ছাদের ট্যাপকল খুলে ঘষে ঘষে পা ধুচ্ছেন কোয়েলা। পায়ের একপাটি চটির তলায় চেপ্টে আছে কুকুরের বিষ্ঠা। তবুও কোয়েলার মনে হচ্ছে পুরোপুরি পরিষ্কার হয়নি। আর ইচ্ছে করে এ চটি পরতে?

ভালো করে খেয়াল করে কোয়েলা দেখলেন, ছাদের অনাচে-কানাচে দু-তিন জায়গায় ছড়িয়ে আছে বিষ্ঠা। আর ছাদে আসতে ইচ্ছে করে এসব দেখে?

রাগটা আবার ফিরে আসছে। কোয়েলা বুঝতে পারছেন, মাথার ভেতর ঘনিয়ে আসছে নিম্নচাপ। এই অবস্থাটাকে বড্ড ভয় পায় কোয়েলা। কাকে কী বলে দেবে রাগের মাথায়, হুঁশ থাকে না। উনি বেঁচে থাকতে হাসিমুখে এরকম কত ঝড় সামলেছেন, কোনও হিসাব নেই।

কুকুর নিয়ে যত আদিখ্যেতা! চটিটা শেষবারের মতো ট্যাপকলে ধুতে ধুতে মনে মনে গজগজ করলেন কোয়েলা। জনাকয়েক ফ্ল্যাটবাসী ইয়া সাইজের ল্যাব্রাডর, জার্মান শেফার্ড নিয়ে ছাদে আসবে কুকুর চরাতে। এসেই গলার বকলেস দেবে খুলে। ব্যাস, আর পায় কে? গোটা ছাদজুড়ে চলবে দাপাদাপি। সেসময় অন্য কেউ ছাদে থাকলে নির্ঘাত গায়ের ওপর চড়ে বসবে। কোয়েলা তো পারতপক্ষে ছাদে থাকে না ওরা থাকলে। আর ছুটির দিন হলেই ছানাদের স্নান করানোর বাহার দেখে পিত্তি জ্বলে যায় কোয়েলার। মায়েরাও বোধহয় এত যত্ন করে স্নান করায় না ছোট বাচ্চাদের। অনলাইনে বিশেষ রকমের শ্যাম্পু, বডি ক্রিম আসে। তবে যতই স্নান করাক। গা থেকে কেমন একটা বোঁটকা গন্ধ বেরোয় সবসময়। কাছে গেলেই অস্বস্তি হয় কোয়েলার।

'গুড মর্নিং কোয়েলা দি', পোষ্য ব্রুনোকে নিয়ে ছাদে এসেই বলল মুখার্জিবাবু। 'তারপর সব ভালো তো? সকালসকাল কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়, কী বলেন।'

'ভালোই ছিলাম এতক্ষণ। কিন্তু সকালসকাল পা দিয়ে এসব মাড়ানোর পর আর কি ভালো থাকা যায় মুখার্জিদা?' ছাদে পড়ে থাকা কুকুরের বিষ্ঠা দেখিয়ে বললেন কোয়েলা, 'আচ্ছা বলুন তো, মিনিমাম একটা সিভিক সেন্স থাকবে না মানুষের? এখন আফসোস হচ্ছে, ছেলেমেয়েদের কথায় কী কুক্ষণে নিজের বাড়ি বিক্রি করে ফ্ল্যাটখানা নিলাম!'

'আমি আগেই বলে রাখছি, আমার ব্রুনো কিন্তু ট্রেইন্ড। লাস্ট এক বছর ও টয়লেটেই পটি করে। ওর ট্রেনার বলেছে খোলা জায়গায় দৌড়ঝাঁপ করাতে। এই যে বল নিয়ে এসেছি', হাতে ধরা ক্যাম্বিসের বল দেখিয়ে বললেন মুখার্জিবাবু, 'ও, ভালো কথা, ওর ট্রেনার বলেছে, কমোডে করার ট্রেনিংও নাকি দেবে আমার ব্রুনোকে। জানেন, উকিলপাড়ার একখানা ল্যাব্রা নাকি কমোডের ফ্ল্যাশ অবধি করতে পারে নিজে। অ্যামাজিং, না?'

'আচ্ছা, আমি একবারও কি অভিযোগ করেছি, ছাদে পড়ে থাকা এই মহার্ঘ বস্তুগুলোর মালিকানা আপনার ব্রুনোর?' ছাদে পড়ে থাকা বিষ্ঠা দেখিয়ে বললেন কোয়েলা, 'আমি শুধু দেখালাম। না, ব্রুনো ছাড়াও আরও কয়েকটা পোষ্য আছে এই আবাসনে, আর তাঁদের মালিক বা মালকিনরা হয়তো আপনার মতো সজাগ নয় এসব ব্যাপারে, এটাই ধরে নিতে হবে। আসলে আমরা তো আবাসনে থাকি। এটার সাথে বাড়ির একটা চরিত্রগত তফাত আছে, এ ব্যাপারটা অনেকেই আমরা ভুলে যাই, তাই না মুখার্জিদা? আমরা ভুলে যাই, ছাদটা কোনও একটা বা দুটো পরিবারের পৈতৃক সম্পত্তি নয়। এটা একটা কমন এরিয়া। সবার ব্যবহারের জন্য। আর একটু সহমর্মিতা কি আশা করা যায় না?'

> 'আমি আগেই বলে রাখছি, আমার ব্রুনো কিন্তু ট্রেইন্ড। লাস্ট এক বছর ও টয়লেটেই পটি করে। ওর ট্রেনার বলেছে খোলা জায়গায় দৌড়ঝাঁপ করাতে। এই যে বল নিয়ে এসেছি', হাতে ধরা ক্যাম্বিসের বল দেখিয়ে বললেন মুখার্জিবাবু, 'ও, ভালো কথা, ওর ট্রেনার বলেছে, কমোডে করার ট্রেনিংও নাকি দেবে আমার ব্রুনোকে। জানেন, উকিলপাড়ার একখানা ল্যাব্রা নাকি কমোডের ফ্ল্যাশ অবধি করতে পারে নিজে। অ্যামাজিং, না?'

ব্রুনোকে বাঁধনমুক্ত করলেন মুখার্জিবাবু। তারপর এতক্ষণ ধরে রাখা বলটা একটু দূরে ছুড়ে দিলেন। ব্রুনো ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে বলটা মুখে নিয়ে ফের হাজির হল মালিকের কাছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে জরিপ করে নিল কোয়েলাকে। কোয়েলার ভীত চাহনি দেখে মুচকি হাসলেন মুখার্জিবাবু।

'এটা ভুলে যাবেন না দিদি, এ ফ্ল্যাটে আরও কয়েকজনের পোষ্য আছে। তারাও ছাদে আসে পোষ্য সমেত। অবোলা জীব। বোঝেনই তো। করে ফেলেছে কম্মোটা। হয়তো মালিক খেয়াল করেনি। অথবা ইচ্ছে করেই পরিষ্কার করেনি। ফ্ল্যাটের ঝাড়ুদারকে তো আর এসব পরিষ্কার করার কথা বলা যায় না' ব্রুনোকে বল ছুড়ে দিতে দিতে বললেন মুখার্জিবাবু, 'এগুলো আমি আজ নিজের হাতে পরিষ্কার করব। আপনি সাক্ষী। তারপর দেখছি। এর একটা বিহিত আমি করবই।'

ব্রুনো মুখার্জিবাবুর ছুড়ে দেওয়া বল মুখে তুলে ছুটে আসছে কোয়েলার দিকে। আতঙ্কে দম বন্ধ হয়েছে কোয়েলার। হাঁটুর ব্যথা ভুলে কোয়েলা ছুটলেন সিঁড়ির দিকে। মনে মনে ভাবলেন, আজই মেয়েকে ফোন করে বলে দেবেন, কাঞ্চনজঙ্ঘা চুলোয় যাক, আর ছাদমুখো হবেন না দিনকয়েক।

দুই

'আমার প্রিয় আবাসনের বাসিন্দাদের জানাই গুড মর্নিং। কিন্তু আমার সকালটা আজ ভালো নয়। একেবারে যাচ্ছেতাই রকমের খারাপ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমাকে অন্যের পোষ্যর পটি পরিষ্কার করতে হচ্ছে নিজের হাতে। যেটা আমার করার কথা নয়। আপনারা জানেন, আমার ব্রুনো কোনওসময়ই ছাদে মল ত্যাগ করে না।'

ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে মুখার্জিবাবু হাতে পিচবোর্ড নিয়ে ছাদে পড়ে থাকা কুকুরের বিষ্ঠা পরিষ্কার করছেন। মেঝেতে রাখা ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে ফের বলা শুরু করলেন, 'আমার যতদূর মনে পড়ছে, মাসখানেক আগেই ছাদে একটা মিটিং হয়েছিল এই ইস্যুতে। সেখানে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয়, যাঁদের পোষ্য আছে, তাঁরা, মানে আমরা আমাদের পোষ্যদের নিয়ে ছাদে আসতেই পারি। কিন্তু নিজেদেরকেই পটি পরিষ্কার করতে হবে। ফ্ল্যাটের সুইপার এই কাজটি করবে না। আমি আমার কথা রেখেছি। আমার একটাই রিকোয়েস্ট, এরকম করবেন না। আজ আপনাদের অপদার্থতার জন্য আমাকে কথা শুনতে হয়েছে। আর আমাকে ফ্ল্যাটের ফ্রি সুইপার ভেবে বসবেন না আবার।'

আবাসনের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে মুখার্জিবাবুর ভিডিওটা দেখে মনে মনে হাসলেন কোয়েলা। বুঝলেন, ঝড় আসছে।

আশঙ্কা ঠিক প্রমাণ হল কলিংবেলের শব্দে। দরজা খুলেই দেখতে পেলেন, তমালিকা আর শ্রীপর্ণা। একজন কোয়েলাদের উলটোদিকের ফ্ল্যাটে। অন্যজন নীচের ফ্লোরে। দুজনেই ল্যাব্রাডরের মালকিন।

'আচ্ছা, মুখার্জিদা কি ব্যাপারটা ঠিক করলেন বলো বৌদি?' শ্রীপর্ণা বলল, 'নিজে সেফ খেলে তিরটা কেমন আমাদের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন বলো? আমি চালেঞ্জ করে বলতে পারি, আমাদের জিনি গতকাল বিকালে ছাদে গিয়েছিল বটে, যেমনটা প্রতিদিন যায়। কিন্তু ও ওই কাজটি করেনি, বিশ্বাস করো।'

'আরে আমার দুষ্টু গত চব্বিশ ঘণ্টায় একবারও ছাদে যায়নি। গতকাল রাতে পিকলুর বাবা দুষ্টুকে নিয়ে ক্লাবের মাঠে গেছিল। আর আমার সময় কোথায় বলো? অফিস, সংসারের কাজ, পিকলুর পড়াশুনো দেখা', তমালিকা বলল, 'দেখো বৌদি, মিথ্যে বলব না, আগে কয়েকবার দুষ্টু ছাদে পটি করেছিল, অস্বীকার করব না। পিকলুর বাবাই দুষ্টুকে মাঠে কিংবা ছাদে নিয়ে যায় বরাবর। দু'একবার করে ফেলে ওই কাজটি। আর জানোই তো, আলভোলা লোক। হয়তো খেয়াল করেনি। কিন্তু ওই মিটিংয়ের পর শুধরে গেছে।'

'আচ্ছা, আমার কাছে তোরা এসব বলতে এসেছিস কেন বলতো? আমার কাছে কেন তোরা কৈফিয়ত দিচ্ছিস? আমি কি তোদের অবিশ্বাস করছি?' কোলাপসিবেল গেট খুলতে খুলতে বললেন কোয়েলা, 'আয় ভেতরে এসে কথা বলি। চা করি একটু? আজ রোববার। তমালির অফিস নেই। বস একটু।'

লিভিংরুমে ঢুকে ধপ করে সোফার ওপর বসল দুজনে। তমালিকা একটু হাঁফাচ্ছে। উত্তেজনায় একসাথে অনেক কথা বলে ক্লান্ত হয়ে গেছে। একটা বড় শ্বাস নিয়ে ফের বলতে শুরু করল, 'আসলে মুখার্জিদার ভিডিও দেখে সবাই ভাবছে আমাদেরগুলোরই কাজ এসব। সেটাই স্বাভাবিক। ফ্ল্যাটে আমাদের তিনজনেরই পোষ্য আছে। মুখার্জিদারটা বাদ দিলে কাঠগড়ায় তোলার মতন বাকি রইল শুধু আমরা দুজন। আজ দুষ্টুর জন্য আমরা একসাথে দূরে কোথাও যেতে পারি না। ওর বাবার তো মনে হয় দুটো বাচ্চা। পিকলু আর দুষ্টু। দুটোই সমান ওর কাছে। এমন মায়া পড়ে গেছে না! এর মধ্যে এই খুচরা অশান্তিগুলো ভালো লাগে, বলো?'

কোয়েলা চা করে এনেছেন। ঘন দুধ দিয়ে কড়া করে। সুরুৎ করে গরম চা গিলে গলার স্বর খাটো করে তমালিকা বলল, 'শোনো বৌদি, গতকাল ছাদে অন্য একটা জার্মান শেফার্ড দেখা গেছে, জানো বৌদি? আমার কর্তা দেখেছে। আমাদের ফ্ল্যাটের কারো না সেটা। চার তলার ভাড়াটিয়া ছেলেটা আছে না, আরে মা ছেলে মিলে থাকে, বুঝেছো তো? আরে, অতটা মেশে না কারো সাথে। ওই ছেলেটি ঘুরছিল কুকুরটাকে নিয়ে। তো, শোনার পর আমি অতটা গা করিনি। আত্মভোলা লোক কী দেখতে কী দেখেছে!'

'আমি নাম বলব না, আর একজন দেখেছে ব্যাপারটা', শ্রীপর্ণা হঠাৎ বলা শুরু করলো, 'ওদের কোনও পোষ্য নেই, আমি নিশ্চিত। মহিলা হাসপাতালের নার্স, ছেলেটা এইচএস দিয়েছে। তো কারো সাথে তেমন কথা বলে না, মা ছেলে, বুঝেছো তো?'

'তাহলে আর কী? সেক্রেটারিকে জানা ব্যাপারটা', কোয়েলা বললেন।

'চল শ্রীপর্ণা, আজ ছুটির দিন। অনুপদাকে ঘরে পাওয়া যাবে। সুযোগ যখন এসেছে, আমাদের ক্লিনচিট আমাদেরকেই জোগাড় করতে হবে, বুঝলি? নাহলে গোটা ফ্ল্যাট ভেবে নেবে আমাদের দুষ্টু আর জিনি ছাদে পটি করেছে', তমালিকা বলল, 'ওঠ, আর দেরি করিস না।'

তিন

বিকেলে ছাদে গণজমায়েত। আবাসনের সম্পাদক অনুপবাবুর ডাকে। কোয়েলা প্লাস্টিকে করে উল কাঁটা নিয়ে এসেছেন। রোদ নরম হতে শুরু করেছে সবে। এসময় রোদে পিঠ দিয়ে উল কাঁটা বোনার মজাই আলাদা।

'নতুন করে আর কিছু বলার নেই। মুখার্জিদার ভিডিও এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীপর্ণা আর তমালিকার পালটা বক্তব্য আমরা ফ্ল্যাটের গ্রুপেই পেয়েছি। এখন আপনার কিছু বলার থাকলে বলুন', ভাড়াটিয়া মহিলার দিকে তাকিয়ে বললেন অনুপবাবু।

'কী আর বলি। ছেলেটা একা একা থাকে সারাদিন। আমার চাকরিটাও এমন, কোথাও যেতে পারি না। ওর উচ্চমাধ্যমিকের পর থেকে বায়না ধরল, একটা পাপ্পি কিনে দাও। কিছু একটা নিয়ে তো থাকতে হবে। আমি ভাবলাম ক'দিন পর যদি বাইরে পড়তে যায় কোথাও, তখন কী হবে? তো আমার এর মধ্যে টানা চব্বিশ ঘণ্টার ডিউটি ছিল। ছেলে কী করেছে, ওর বন্ধুর কুকুর নিয়ে ফ্ল্যাটে এসে হাজির। বন্ধুর বাবা-মা কী একটা কাজে বাইরে গেছিল। বাকিটা আপনারাই আন্দাজ করে নিন। আসলে ছেলেটা তো তেমন মিশতে পারে না কারো সাথে। তো, আপনারা যদি আপনাদের পোষ্যর সাথে একটু সময় কাটানোর পারমিশন দেন আমার ছেলেকে...', ধরা গলায় বললেন ভাড়াটিয়া মহিলা।

সবাই প্রস্তুত হয়ে ছিল অনেক কিছু বলার জন্য। কিন্তু কী বলবে বুঝতে পারল না কেউ।

শেষ বিকেলের রোদে আবারো স্পষ্ট স্লিপিং বুদ্ধ। সবার চোখ সেদিকে। কোয়েলা মোবাইল বের করেছেন। যেমনই আসুক, একখানা ছবি তুলতেই হবে মেয়ের জন্য।

অণুগল্প

খিদে

অভিজিৎ বিশ্বাস

যে বই কেউ খোলে না, তার পাতা থেকে অক্ষরগুলো আলগা হয়ে গেলে সে চুপিচুপি সেগুলো চেটে নেয়। ভালোবাসা, বিপ্লব, ক্ষমা- সবই তার খাদ্য। তবু তার পেট ভরে না।

মানুষ এখন আর খুব একটা লাইব্রেরিতে আসে না। শহরের বুকে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় পরিত্যক্ত এই লাইব্রেরি। ধুলো জমা তাক, ছেঁড়া মলাট, ইঁদুরে কাটা পাতা- সবই এখন তার আশ্রয়। সে অন্য ভূতদের মতো রক্ত চায় না, কারও ঘাড়ও মটকায় না। সে শুধু চায় অক্ষর।

লেখক নির্মল বসু- সারাজীবন অসংখ্য বই পড়েছেন, লিখেছেন, তাক ভরে সাজিয়ে রেখেছেন দেশ-বিদেশের নতুন-পুরোনো বই। কিন্তু এখন আর কেউ আসে না। কারও হাতে সময় নেই।

মৃত্যুর পর থেকে নির্মল এই লাইব্রেরিতেই রয়ে গিয়েছেন- শব্দের স্বাদে-গন্ধে বেঁচে থাকা এক ভূত হয়ে।

সেদিন লাইব্রেরির এক কোণে বসে একটি মেয়ে কিছু লিখছিল। হঠাৎ সে লিখে ফেলে-

'আমি খুব ক্লান্ত। আমি আর পারছি না। অন্তত কেউ আমার লেখা পড়ুক।'

শব্দের গন্ধে দিশেহারা হয়ে ছুটে এল নির্মল। সে চাইছিল শব্দগুলো খেয়ে ফেলতে।

কিন্তু না- খেয়ে ফেললে মেয়েটার কথাগুলো যে হারিয়ে যাবে, যেমন হারিয়ে গিয়েছিল তার নিজের কথা।

এই প্রথম সে নিজেকে না-খাইয়ে রাখল।

তাক থেকে আলতো করে একটি পুরোনো বই ফেলে দিল, যাতে মেয়েটি খেয়াল করে।

মেয়েটি চমকে তাকাল। বইটি হাতে তুলে নিল। তারপর পাতা উলটে পড়তে শুরু করতেই নির্মলের পেট ভরে যেতে লাগল- খিদে মিটে গেল।

অভিনেত্রী

জিকেল দে

তিস্তার বাঁধ ঘেঁষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর খুঁজে পেলাম নমিতা মাসির বাড়ি। ঠিক বাড়ি নয়। ঝুপড়ি। বেড়ার দরজা ঠেলে যখন ভেতরে ঢুকলাম দিনের বেলাতেও অন্ধকারে ভিজে আছে গোটা ঘর। বিছানায় শুয়ে নমিতা মাসি। পাশে টুল টেনে বসলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'যাও না কেন? শরীর খারাপ?'

'জ্বর। কাউকে পেলাম না খবর পাঠানোর। শরীর একটু ভালো আছে এখন। দিদিকে বলো কাল থেকে যাব। আজকের দিনটা একটু কষ্ট করে সামলে নিক। বাবু আছে কেমন?' একনাগাড়ে কথাগুলো বলে কাশির দমকে থামল নমিতা মাসি।

দু'মাস আগে বাবার ছোটখাটো একটা স্ট্রোক হয়। সেই থেকে বিছানায়। সারাদিনের দেখাশোনার জন্য নমিতা মাসিকে ঠিক করে দেয় আমাদেরই অফিসের তরুণ। কিন্তু গত চারদিন কোনও খবর ছাড়াই নমিতা মাসি অনুপস্থিত। মোবাইলে যোগাযোগের কোনও ব্যবস্থা নেই। তরুণকে জিজ্ঞেস করাতে ও জানাল তিস্তার তিন নম্বর স্পারের কাছেই বাড়ি। সেই থেকেই খোঁজ নিতে আসা।

কথায় কথায় নজর গেল বেড়ার দেওয়ালে। বড় ফ্রেমে বাঁধানো একটা সাদা কালো ছবি। মঞ্চে অভিনয়ের দৃশ্য। জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি অভিনয় করতে নাকি?'

নমিতা মাসি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'করতাম এককালে। এখনও ছাড়তে পারলাম কই! এখন যে আয়ার কাজ করি তা তো অভিনয়ই। কখনও মা, কখনও বোন কখনও মাসি বা দিদির ভূমিকায়। শুধু মঞ্চটা আলাদা।'

১৫০০ শব্দের মধ্যে গল্প এবং ১৫০ শব্দের মধ্যে অণুগল্প পাঠান। কবিতা পাঠাতে হলে ১৬ লাইনের মধ্যে পাঠাতে হবে। ডক ফাইলে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : ubsrobbar@gmail.com

উত্তরের কবিমুখ

কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য

নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও জনজাতি জীবন-সংস্কৃতির সংসারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হলেও বাংলা ভাষার ভিন্ন উচ্চারণের কবি। নিজের তৈরি সমাজবিজ্ঞানের মেঘে কবিসত্তা লুকিয়ে রাখা তাঁর স্বভাব। কলকাতায় জন্মের পর এক বছর বয়সে মায়ের কোলে করে ডুয়ার্সের কামাখ্যাগুড়িতে আসা এবং বেড়ে ওঠা। আলিপুরদুয়ারে কলেজ জীবন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকম এবং পরে সমাজবিদ্যা ও সামাজিক নৃতত্ত্বে বিএ। আশির দশক থেকে সাংবাদিকতা, লিটল ম্যাগাজিনের সঙ্গে কবিতাযাপন শুরু। উত্তরবঙ্গের জনজাতি জীবন নিয়ে গবেষণার বয়স ৪০ বছর পেরিয়েছে। জনজাতি-গবেষক হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মহলে পরিচিত হলেও বাংলা কবিতার ভুবনে এক স্বতন্ত্র পরিচিতি আছে। ২০১০-এ 'লুফুন কাম্বাং চাই' দিয়ে শুরু করে 'ডায়নাকাফে', 'কার্পাসভ্যালি', 'দ্বিতীয় ব্রাজিল', 'শিলটঙে ঠুংরির রাত', 'ভোরের মইশাল'-এর মতো এ পর্যন্ত তাঁর ১০টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত। তোর্ষা নদীকে নিয়ে লেখা 'আমোচু' (২০২১) তাঁর ব্যতিক্রমী বাংলা উপন্যাস।

মা হাঁটছেন

মা হাঁটছেন যেন মারফি রেডিয়োর একদিন
মা হাঁটছেন যেন সেকালের ব্যাকরণ কৌমুদী

এই মা, বেতারজগৎ আর এই মারফি অচল
সিকি যেমন আধুলি যেমন মায়ের কাঁচাটাকা
তবু শুধু পানের ডাবর খোয়া গেছে বলে
তবু শুধু আমাদের আনকোরা মাটির উঠান
লেপে দিয়ে যাবেন বলে মা হাঁটছেন...
শুধু তাঁর নিজের শুকতারাটিকে ভাগ-বাঁটোয়ারা
করে দিয়ে যাবেন বলে মা হাঁটছেন...
মা হাঁটছেন মুগের পুলির ভাস্কর্য বানাবেন বলে
আভাপিসিকে সঙ্গে নিয়ে দেয়ানেয়া দেখবেন বলে
মা হাঁটছেন যেন জীবনটা সকরিগলিঘাটের বালিয়াড়ি
মা হাঁটছেন আবর ব্যাকরণের কালো বারান্দায়

মা হাঁটছেন যেন আমাদের নেফা সুন্দরী নেফা...

কবিতা

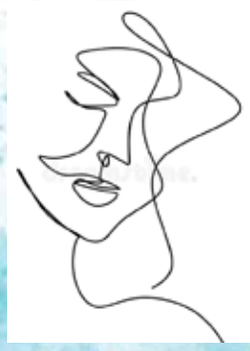

শব্দশ্বাপদ

তাপসী লাহা

ঘুম পাড়িয়ে দেওয়ার স্নায়ুকোষ চিরে জ্যান্ত হই
শব্দশ্বাপদের হানায় রক্তমুখ, বিবস্ত্র শিল্পের দেবী
রাত নিঝুম হলে অতর্কিতে ফেরে ওরা!

দ্বিরাত্রিক খুঁটে শল্কসমেত মৃত চামড়ার রাশভারী।

জড়পদ ও ধূমায়িত মস্তিষ্ক নিয়ে ঠুকরে
খাই হয় নির্যাসের আলো।

দিনের জিন।

আমাদেরও কি শুধু রাত দখল হতে হতে---

সম্ভ্রান্ত দিনের আলোয় পরানো যায়না টিকা অভিষিক্তা হলে!

বিক্ষত দেহে ফিরে আসে যে অপরাজেয় হয়ে।

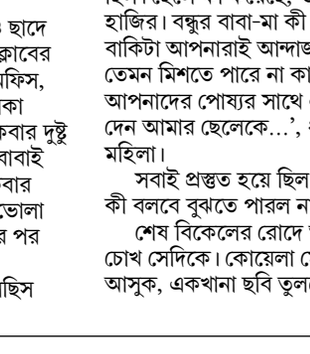

মূর্ত-বিমূর্ত

শান্তনু দেবনাথ

কখনো মনের গভীরতা আমি মাপিনি,
শুনেছি গভীরতার কেন্দ্রে পিপীলিকারা থাকে–
সেখানে তারা সব কুরে কুরে খায়।
এখন শীতে পাতা ঝরা গাছগুলো বিষণ্ণতা ছড়িয়েছে–
রংদার মানুষেরা পিকনিক মুডে আছে।
উঁচু ঢাল বেয়ে কিছু নুড়ি-পাথর গড়িয়ে পড়ে লেকের জলে,
জল অগভীর ঢেউ তুলে ছড়িয়ে পড়ে গভীরে,
কে জানে, সেখানে বাতাস কেন থমকে আছে!
রঙিন ফড়িং খেলাচ্ছলে ছুঁয়ে যায় জলতল।
মুখোশ পরা কিছু লোক ম্যাপেল পাতা নিয়ে
হেঁটে বেড়ায় লেকের ধারে।
উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় তখন দাবানল,
আগুনের ঢেলাগুলো গড়িয়ে পড়ে লেকের জলের গভীরে,
জল বাষ্প হয়ে ছড়িয়ে পড়ে কুয়াশার মতো চারিদিকে,
মানুষ, মুখোশ, গাছপালা সব মূর্ত হয়ে ওঠে–
তাদের গভীরতার কেন্দ্র থেকে।

বাঁধ

সুনীতা দত্ত

বহু কোষী প্রাণীদের মত
বিস্মিত অবকাশগুলো নীরব
তোমার আমার যোজন দূরত্বে
একটাই নির্বিরোধ দেয়াল
শুধু ভালোবাসার।
বর্বর ইতিহাসগুলো ফুল ফুটিয়ে
অক্ষরের বিষণ্ণতায় সুরেলা ছিল
নতুন যুগের ভোর সমাগত
মন-মদিনা আজান আশায়
নিকাশি ব্যবস্থা বড়ই বেসামাল
দূর-দূরান্ত অবকাশ যাপনে ন্যস্ত
সূর্য তবু হিসেবি
আলোকবর্ষ মেঘের দোলায়
নিত্য নির্মাণ করে যায়
প্রতিদিনের বালির বাঁধ।

গান

সুবীর সরকার

সমস্ত পুতুল আজ সাজঘরে মজলিস বসায়।
প্রিয় কোনও গান যখন ভাষান্তরে শুনি
মনে হয় তরাই জঙ্গলে লণ্ঠন দুলে
উঠলো
যে ভাষায় মিছিল লিখি।
যে ভাষায় জনপদ লিখি।
সেই ভাষা নিবিড় হয়ে আসে বটবৃক্ষের ছায়ার
মত

এক ম্যাচ, একটা কাপ, অনেক ইতিহাস

শিল্ড যেন গ্রামেই থাকে

স্নেহাশিস মুখোপাধ্যায়

'যদি যুবরাজ সেদিন আর একটু বেশি স্ট্রাইক রেটে খেলত', 'যদি স্মিথ সেদিন শতরান না করত', 'যদি সেদিন নো বলগুলো না হত', 'যদি সেদিন ধোনি ক্রিজে পৌঁছে যেত', 'যদি সেদিন হেড ক্যাচটা মিস করত'- এরকম অজস্র যদি-কিন্তু-কী হলে কী হত ২০১৪-২০২৩ ভারতীয়দের কুরে কুরে খেয়েছে। তারপর এল ২৯ জুন, ২০২৪- প্রায় দশ বছর পর আইসিসি ট্রফি এল ভারতে। তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত পুরোটাই 'এলাম-দেখলাম-জয় করলাম' গোছের ব্যাপার। সেই ভারত আজ আবার একটা বিশ্বকাপের ফাইনালে। তারমধ্যে সেই বিশ্বকাপ আবার ঘরের মাঠে, ফলে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা দুইই দ্বিগুণ। তারমধ্যে আবার রয়েছে প্রথম দল হিসেবে পরপর দুবার টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের, প্রথম দল হিসেবে ঘরের মাঠে এই শিরোপা জেতার হাতছানিও। অন্যদিকে, আবার রয়েছে আজ অবধি টি২০ বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডকে হারাতে না পারার কাঁটাও।

এখনও পর্যন্ত

বিশ্বকাপের ঠিক আগে হওয়া নিউজিল্যান্ড সিরিজে স্যামসনের ভয়ংকর খারাপ ফর্ম এবং ঈশান কিষানের অসাধারণ প্রত্যাবর্তনের ফলে ভারত স্যামসনকে ড্রপ করে। ওপেনিং এবং কিপিং-এর দায়িত্ব পান ঈশান। কিন্তু ব্যাটিং অর্ডারে টপ থ্রির প্রত্যেক ব্যাটার বাঁ হাতি রাখার ফর্মুলা ভারতের পক্ষে একদমই কাজ করছিল না। প্রত্যেক ম্যাচে নিয়ম করে প্রথম ওভারে অফ স্পিনার সামনে উইকেট যাচ্ছিল। এই অবস্থায় দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে লজ্জাজনক পরাজয়ের পর ভারত স্যামসনকে দলে ফেরায় এবং তিলককে তিন নম্বর থেকে সরিয়ে নীচের দিকে ব্যাট করায়। এরপর যেটা হল তারওপর ভর করেই ভারত আজ ফাইনালে। স্যামসন নতুন করে সুযোগ পাওয়ার পর আর ফিরে তাকাননি। প্রথমে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে মরণ-বাঁচন ম্যাচে এবং তারপর ইংল্যান্ডের সঙ্গে সেমিতে- স্যামসন বুঝিয়ে দিয়েছেন কেন তিনি এতটা স্পেশাল।

শক্তি

১) জসপ্রীত বুমরাহ - এটা শুধু শক্তি নয়, ভারতীয় দলের জন্য এটা একটা আশীর্বাদ।

২) সঞ্জু স্যামসনের দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন।

৩) স্যান্টনারের ইমপ্যাক্টকে কাউন্টার করার মতো ব্যাটিং ইউনিট। ভারতের বিরুদ্ধে স্যান্টনার এবং রাচীনের ৮ ওভার বের করা চাপ।

৪) নতুন ভূমিকায় তিলক অনেকবেশি সাবলীল।

৫) দরকারের সময় প্রতিবার ক্র্যাইসিস ম্যান হার্দিকের জ্বলে ওঠা।

৬) ভারত এখনও নিজেদের শক্তির পূর্ণ প্রয়োগ করেনি। এটাই তাদের সবচেয়ে বড় শক্তি।

চিন্তার কারণ

১)অভিষেক শর্মা, রান পাচ্ছেন না বলে নয়, বিপক্ষ দল তাঁকে যেভাবে ফাঁদে ফেলতে চাইছে তিনি ঠিক সেভাবেই ফাঁদে পা দিচ্ছেন।

২) বরুণ চক্রবর্তীর রিদম এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব। লেংথ ঠিকঠাক জায়গায় পড়ছে না।

৩) আহমেদাবাদের পিচ, কালো মাটির পিচ নিউজিল্যান্ডের পেসারদের জন্য কার্যকরী হতে পারে।

ফাইনালের গেমপ্ল্যান

ভারত অবশ্যই অ্যালেনকে পাওয়ার-প্লের মধ্যে ফেরাতে চাইবে, সেইসঙ্গে সেইফার্টকেও। সেটা মাথায় রেখে কী ফাইনালে পাওয়ার-প্লেতে বুমরাহর দুটো ওভার দেখা যেতে পারে? অর্শদীপের ওপর অনেককিছু নির্ভর করছে। সেইসঙ্গে কিছুটা অক্ষরের ওপরেও। কারণ পরিসংখ্যান বলছে বাঁ-হাতি স্পিনারের রাউন্ড দ্যা উইকেট অ্যাঙ্গেল থেকে আসা বল যদি ৪-৬ মিটার লেংথে পড়ে অ্যালেনের বডিতে আসে, সেক্ষেত্রে তিনি বেশ সমস্যায় পড়েন। অন্যদিকে, ফিলিপসের মাঝের ওভারে রিস্ট স্পিনের সামনে স্ট্রাইক রেট ১৫০+। বরুণের অফ-ফর্ম কী এক্ষেত্রে ভারতের জন্য বড় চিন্তার কারণ হতে পারে? বরুণের পুরো খেলাটাই সঠিক লেংথের। অফ দ্যা উইকেটে যে জিপটা ও পায়, সেটাই ব্যাটারকে বিভ্রান্ত করে এবং সেটাই ওকে এতটা কার্যকরী বানায়। ওয়াংখেড়েতে ওর ওই লেংথটা ঠিক জায়গায় পড়ছিল না, ফলে সমস্যায় পড়ছিল। আহমেদাবাদে লাল মাটির উইকেট হোলে সেখানকার এক্সট্রা বাউন্স ওর কাজে লাগার কথা। ঠিক যে লেংথটা অ্যালেনকে সমস্যায় ফেলে সেই লেংথ থেকেই ফিলিপস বিগত টিটোয়েন্টি সিরিজে চারবার আউট হয়েছে। ভারতের চেষ্টা থাকবে ফাইনালে সেটা ৫/৫ করার। এছাড়া সাম্প্রতিক কালে লোয়ার অর্ডারে স্যান্টনার নিজেকে অত্যন্ত কার্যকরী ব্যাটার হিসেবে গড়ে তুলেছে। ফলে আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই ভারতীয় দলের। ভারত এখনও এই টুর্নামেন্টে যাকে বলে 'দ্য পারফেক্ট গেম' খেলতে পারেনি যেটা তাঁদের ক্ষমতার সঠিক পরিচয় দেবে। ফাইনালে কি সেটা পারবে? তবেই না সবাই আরেকবার গাইতে পারবে 'লেহরা দো.....'

সম্ভাব্য একাদশ

সঞ্জু স্যামসন, অভিষেক শর্মা, ঈশান কিষান, সূর্যকুমার যাদব, হার্দিক পান্ডিয়া, তিলক বর্মা, শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, জসপ্রীত বুমরাহ, অর্শদীপ সিং, বরুণ চক্রবর্তী

তব বিজয় মুকুট আজকে দেখি

সৌভাগ্য চ্যাটার্জী

সমাজমাধ্যম ঘাঁটলে একটা ভাইরাল পোস্ট মাঝেমাঝেই দেখতে পাওয়া যায়। মাত্র পঞ্চাশ লাখ জনসংখ্যা হওয়া নিউজিল্যান্ড কী করে সবধরণের খেলাধুলোতে এভাবে পারদর্শী হতে পারে? ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিক্সে হাইজাম্পে সোনাজয়ী হামিশ কেরকে আমরা এখনও ভুলিনি। ভুলিনি নিউজিল্যান্ডের ফুটবল বিশ্বকাপ খেলার কথাও। সেইসঙ্গে তাদের ক্রিকেট দলও প্রতি টুর্নামেন্টেই চমক দিতে থাকে। ডার্কহর্স ধরা হলেও সেমি-ফাইনাল বা ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের উপস্থিতি বাঁধা। ২০২৪ টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাদ দিলে যার অন্যথা বিশেষ হয়নি। তারপরেও দুর্ভাগ্যর বিষয় এতো ভালো ক্রিকেট খেলেও নিউজিল্যান্ড এখনও একটাও বিশ্বকাপ জিততে পারেনি। না পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেটে না টিটোয়েন্টিতে। একটা বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশীপ জিতলেও সেটা কেবল দুধের সাধ ঘোলে মেটানোই। তাই নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে ভারতের বিরুদ্ধে ফাইনালে নামার সময় জিমি নিশামদের কাছে আরেকটা সুযোগ থাকবে ২০১৯ এর 'ক্রিকেটার না হয়ে বেকারি খুলুন' পোস্টকে বদলানোর।

এখনও পর্যন্ত

নিউজিল্যান্ড এখনও পর্যন্ত টুর্নামেন্টে দুটো ম্যাচ হেরেছে। গ্রুপ স্টেজে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আর সুপার এইটে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তারা ন্যূনতম প্রতিরোধটাও গড়ে তুলতে পারেনি, কিন্তু ইংল্যান্ড ম্যাচটা তারা জিততে পারতো। শেষের দিকে মিচেল স্যান্টনারের স্ট্র্যাটেজির ভুলে তারা জেতা ম্যাচ মাঠে ফেলে আসে। এই টুর্নামেন্টে নিউজিল্যান্ডের স্ট্র্যাটেজির বেশিরভাগটাই নির্ভর করেছে ওপেনার ফিন অ্যালেন আর টিম সেইফার্টের ফর্মের ওপর। দুজনের আগ্রাসী ব্যাটিং, সেইফার্টের শক্তি এবং অ্যালেনের ব্যালেন্স-ব্যাট সুইং কম্বিনেশনের ওপর দাঁড়িয়ে বেশিরভাগ ম্যাচ জিতেছে নিউজিল্যান্ড। দুজনের সবথেকে বড় শক্তি হল পার্টনারশিপ ব্যাটিং। যেটা একসময় জেসন রয় এবং জনি বেয়ারস্টোর মধ্যে ভীষণভাবে দেখতে পাওয়া যেত। নিজেদের শক্তি এবং দুর্বলতা অনুযায়ী ম্যাচ আপকে ঠিক করে নেয়া এবং তার ওপর আক্রমণ করা। সেইফার্ট যদি পাওয়ার-প্লেতে বেশি আগ্রাসী হন, অ্যালেন পিক করেন ইনিংস এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে। বাকি কাজটা করেছে মিডল অর্ডারে গ্লেন ফিলিপস এবং বোলারেরা। ফিলিপ্স আগে স্পিনের বিরুদ্ধে দুর্বলতা দেখিয়েছেন, কিন্তু এই টুর্নামেন্টে তিনি এখনও অব্দি স্পিনের বিরুদ্ধে সম্মানজনক ব্যাটিং করেছেন। বোলিং ইউনিটের ক্ষেত্রে নিউজিল্যান্ডের সবথেকে বড়ো শক্তি তাদের প্ল্যানিং এবং কাকে কার বিরুদ্ধে বল করাতে হবে, কী ফিল্ড সেট করতে হবে সেটা জানা। বোলাররা এখনও অবধি ক্যাপ্টেনকে পূর্ণ সহায়তা করেছেন। রাচীন রবীন্দ্রর বাঁ হাতি অর্থডক্স বোলিং এই বিশ্বকাপে তাবড় ব্যাটিং লাইন-আপের জন্য সমস্যা তৈরি করেছে। সেইসঙ্গে হেনরির অভিজ্ঞতা, স্যান্টনারের বুদ্ধি এবং লকি ফার্গুসনের গতি বোলিং ইউনিটকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে। এই ভিত্তিটা থাকার জন্যই নিউজিল্যান্ড কোল ম্যাকোনসিকে ফ্রি ভূমিকায় ব্যবহার করতে পেরেছে এবং তার সুফলও পেয়েছে।

শক্তি

দুরন্ত ফর্মে থাকা দুই ওপেনার, অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং স্পিনার বিরুদ্ধে দক্ষতা থাকা মিডল অর্ডার আর নতুন বল এবং ডেথ বোলিংয়ে পারদর্শী ফাস্ট বোলিং ইউনিট। এর সঙ্গে ব্যাকরুম স্টাফদের তথ্যের ওপর ভরসা এবং জমাট প্ল্যানিং নিউজিল্যান্ডের বড়ো শক্তি।

দুর্বলতা

পঞ্চম বোলার সমস্যা। জিমি নিশামের ওভারগুলো বিপক্ষ ব্যাটাররা সহজেই টার্গেট করে ফেলছে। এছাড়া ব্যাটিংয়ে ডেপ্থের অভাব। ওপেনাররা না চললে মিডল অর্ডার ব্যাটারদের একটু স্লো হতেই হবে যাতে চটজলদি উইকেট না যায়। ফ্ল্যাট পিচে এটা সমস্যা তৈরি করতে পারে। এছাড়াও জেকব ডাফি এবং নিশামের মধ্যে কে খেলবে এই সিদ্ধান্তটাও কঠিন হতে চলেছে।

ফাইনালে গেমপ্ল্যান

শেষ খবর পাওয়া অবধি আমেদাবাদে মিশ্র মাটির পিচ দেওয়া হবে। লাল মাটি আর কালো মাটির মিশ্র পিচ মানে ভালো ব্যাটিং পিচ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এর ফলে রাতের দিকে শিশির এলেও পিচ সমান থাকবে, টস গুরুত্বপূর্ণ হবেনা। আমেদাবাদে নতুন বলে মুভমেন্ট পাওয়া যায় তাই ম্যাট হেনরি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন সঞ্জু স্যামসনের বিরুদ্ধে। অভিষেক শর্মা যদি ম্যাকোনসিকে উইকেট দিয়ে বসেন তাহলে শিবম দুবে আর ঈশান কিষাণের বিরুদ্ধে স্যান্টনার ফার্গুসনকে ব্যবহার করতে পারেন। সঙ্গে জেকব ডাফি থাকলে নিউজিল্যান্ড বাড়তি সুবিধে পাবে। কারণ আমেদাবাদে লম্বা হিট দা ডেক বোলারেরা সুবিধে পান। নিশামের ব্যাটিংয়ের বৃথা আশায় তাকে না টেনে ভারতের বিধ্বংসি ব্যাটিংয়ের সামনে ডাফির মতো বোলার ফারাক গড়ে দিতে পারেন। ইংল্যান্ড ম্যাচ দেখিয়ে দিয়েছে বোলিংয়ের মান কম্প্রোমাইজ করে ভারতকে ব্যাটিং ডেপ্থ দিয়ে আটকানো সম্ভব নয়।

সম্ভাব্য প্রথম একাদশ

ফিন অ্যালেন, টিম সেইফার্ট, রাচীন রবীন্দ্র, গ্লেন ফিলিপস, ড্যারেল মিচেল, মার্ক চ্যাপম্যান, মিচেল স্যান্টনার, কোল ম্যাকোনসি, লকি ফার্গুসন, জেকব ডাফি

‘নো প্রেশার, নো ফান’

স্যান্টনারকে পাত্তা দিলেন না স্কাই

সামনেই বিশ্বকাপ ট্রফি। রবিবার কি তা সূর্যকুমার যাদবের হাতে উঠবে?

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

আহমেদাবাদ, ৭ মার্চ : উপচে পড়া ভিড়, আর অন্তহীন অপেক্ষা!

ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের সাংবাদিক সম্মেলন শুরু হওয়ার কথা ছিল পৌনে ছয়টায়। কিন্তু তিনি এলেন বেশ কিছুক্ষণ পর। তবে যখন এলেন, তখন তাঁর মুখে চওড়া হাসি আর শরীরী ভাষায় ভরপুর আত্মবিশ্বাস। তিন বছর আগে এই মাঠেই ওয়ান ডে বিশ্বকাপ ফাইনালের আগের দিন রোহিত শর্মাকে যতটা সিরিয়াস দেখিয়েছিল, সূর্য ঠিক ততটাই উলটো। একেবারে বিন্দাস, ফুরফুরে! সাংবাদিকদের সঙ্গে রীতিমতো মজায় মাতলেন। বুঝিয়ে দিলেন, মেজাজটাই আসল রাজা!

অথচ দুপুরে এই ঘরে বসেই প্যাট কামিন্সের ঢঙে হুমকি দিয়ে গিয়েছিলেন কিউয়ি অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার। বলেছিলেন, মোতেরার একলাখি গ্যালারিকে চুপ করিয়ে দেওয়াই তাঁদের লক্ষ্য। সেই প্রসঙ্গ উঠতেই হাসতে হাসতে সূর্য সোজাসাপটা স্পিন-বাউন্সার দিলেন স্যান্টনারকে, ‘আরে মিথ্যে বলছে ও! সবাই তো এখন দেখি ওই একই কথা বলছে। কিছু তো নতুন বলুক অন্তত!’ ভারত অধিনায়কের এই মোক্ষম জবাবে গোটা প্রেস রুম তখন হাসিতে ফেটে পড়েছে।

তবে এই মজার ছলেই সূর্য কিন্তু ফাইনালের অমোঘ চাপের কথা অবলীলায় স্বীকার করে নিলেন। তাঁর কথায়, ‘চাপ নেই বললে ভুল হবে। পেট গুড়গুড় তো করছেই। এমনিতেই সব ম্যাচে চাপ থাকে, তার ওপর কাল তো বিশ্বকাপ ফাইনাল! তবে ওই যে কথায় আছে না- নো প্রেসার, নো ফান!’ কোচ গৌতম গম্ভীরের মন্ত্র মেনেই যে দল এগোচ্ছে, তা স্পষ্ট করে স্কাই বলেন, ‘ক্রিকেট দলগত খেলা। ব্যক্তিগত লক্ষ্যের চেয়ে দল হিসেবে পারফর্ম করাটাই আমাদের আসল ফোকাস।’

ফাইনালের আগে অফ ফর্মে থাকা ‘রহস্য’ স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী এবং ওপেনার অভিষেক শর্মাকে নিয়ে বিস্তর কাটাছেঁড়া চলছে। কিন্তু দুই সতীর্থের পাশেই মজবুত ঢাল হয়ে দাঁড়ালেন অধিনায়ক। বরুণের হয়ে ব্যাট ধরে তিনি বলেন, ‘বরুণ বিশ্বের এক নম্বর বোলার। ওকে নিয়ে আমরা একেবারেই চিন্তিত নই। দলগত খেলায় কেউ একদিন না পারলে বাকিদের সেটা কভার করতে হয়। আমরা ঠিক সেভাবেই ফাইনালে পৌঁছেছি।’ দলের টপ অর্ডারের স্ট্রাইক রেট ১২০-এর আশপাশে ঘোরাফেরা করলেও, তাতে আমল দিতে নারাজ সূর্য। তাঁর সোজাসাপটা যুক্তি, ‘ম্যাচ জেতাটাই আসল। ১২০ স্ট্রাইক রেট নিয়ে যদি ফাইনালে পৌঁছানো যায়, তবে সেই স্ট্রাইক রেটকে আমি খারাপ বলতে পারছি না।’

পিচ নিয়েও জল্পনার অন্ত নেই। সুপার এইটে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে যে পিচে খেলা হয়েছিল, তার পাশের লাল-কালো মাটির মিশ্রণের উইকেটে ফাইনাল হবে বলে শোনা যাচ্ছে। তবে পিচ নিয়ে স্কাইয়ের কোনও ছুঁৎমার্গ নেই। তিনি বলেছেন, ‘বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলব, তাই যে কোনও পিচেই খেলতে আমরা তৈরি। শুনেছি কাল ফ্রেশ পিচে খেলা হবে, দেখা যাক।’

মোদি স্টেডিয়াম ভারতের জন্য অভিশপ্ত কি না, ২০২৩-এর ওয়ান ডে ফাইনালে হারের প্রসঙ্গ উঠতেই প্রশ্নকর্তাকে থামিয়ে দিয়ে সূর্য মজার ছলে বললেন, ‘আরে, সেটা তো তিন বছর আগের ঘটনা!’ এরপর সিরিয়াস ভঙ্গিতে যোগ করেন, ‘অতীত নিয়ে ভেবে লাভ নেই। আমরা যে কোনও পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারি। আপাতত বর্তমানের মাটিতেই থাকতে চাই।’

রোহিতের দলের সেই হৃদয়বিদারক হারের বদলা নিয়ে ইতিহাস গড়ার হাতছানি এখন স্কাইয়ের সামনে। খেতাব ধরে রাখার এই প্রবল স্নায়ুযুদ্ধের আবহেও তিনি যেভাবে নিজেকে এবং দলকে ফুরফুরে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, সেটাই হয়তো রবিবারের মহারণে ভারতের সবচেয়ে বড় এক্স-ফ্যাক্টর!

টি২০ বিশ্বকাপ ফাইনাল

ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড

সন্ধ্যা ৭টা, আহমেদাবাদ

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

রাত ফুরোলেই সবরমতীর তৈরি ক্রিকেটীয় মহারণ।

খেতাবি যুদ্ধে মুখোমুখি ভারত ও নিউজিল্যান্ড। সূর্যকুমার যাদব নাকি মিচেল স্যান্টনার কার হাতে ট্রফি উঠবে, তা নিয়ে চায়ের কাপে তুফান। বিভক্ত বিশ্ব ক্রিকেট মহলও।

মহারণে কার বাজি কে?

শোয়েব আখতার

আমার ধারণা ভারতের কাছে আটকে যাবে নিউজিল্যান্ড। সূর্যদের ওপরও প্রত্যাশা পূরণের চাপ আছে। এই আহমেদাবাদেই ওডিআই বিশ্বকাপ ফাইনাল হেরেছে ওরা। তারপরও ভারতকেই চ্যাম্পিয়ন হিসেবে দেখছি।

মাইকেল ক্লার্ক

টুর্নামেন্টে ভারত দুর্দান্ত ক্রিকেট উপহার দিচ্ছে। আর বুমরাহ তিন ফরম্যাটেই বিশ্বসেরা। সবচেয়ে কঠিন ওভারে বল করে। রান বাঁচানো থেকে উইকেট নেওয়া-- যথার্থ অর্থেই ম্যাচ উইনার।

উমর গুল

কিউয়িদের বোলিং বেশ শক্তিশালী। ভারতের স্পিন সহায়ক পরিস্থিতি সম্পর্কেও অভিজ্ঞ। ভারতীয় দলের ওপর সেখানে প্রত্যাশার পাহাড়প্রমাণ চাপ। সবমিলিয়ে উত্তেজক ফাইনাল হতে চলেছে।

ডেল স্টেইন

নিউজিল্যান্ড আমার প্রিয় দল। চাইব ওরা জিতুক। কিন্তু ওদের পক্ষে ফাইনালে ভারত-বধ কঠিন। একমাত্র ভারত যদি নিজেরাই খারাপভাবে ভেঙে না পড়ে।

ব্র্যাড হ্যাডিন

ফিন অ্যালেনের ব্যাট চললে ভারতের পার্টি পণ্ড করে দিতে পারে। কিউয়িরা ভারতের পরিবেশ, পিচ নিয়ে শঙ্কিতও নয়। সম্প্রতি ভারতে সাফল্য পেয়েছে। আমি যদি ভারতীয় দলের কেউ হতাম, তাহলে নিউজল্যান্ডকে ফাইনালে চাইতাম না।

নাথান লায়োন

আমার বাজি নিউজিল্যান্ড। মিচেল স্যান্টনারকে ভারতীয় ব্যাটাররা কীভাবে সামলায়, চোখ থাকবে। ভারতীয় কন্ডিশনের সঙ্গে কিউয়ি অধিনায়কের বোলিং একেবারে মানানসই।

ফাইনালের আগে চাপে অভিষেক, চিন্তায় বরুণও

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ : টি২০ র‍্যাংকিংয়ের এক নম্বর ব্যাটার গোটা টুর্নামেন্টে কার্যত নিশ্চুপ। আর এক নম্বর বোলারের স্পিন-‘রহস্য’ সুপার এইটে ওঠার পরই উধাও! রবিবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে মেগা ফাইনালের আগে ভারতীয় শিবিরে এখন সবচেয়ে বড় অস্বস্তির নাম—অভিষেক শর্মা এবং বরুণ চক্রবর্তী। টানা ব্যর্থতায় এই দুই তারকার আত্মবিশ্বাস এখন তলানিতে।

> **সব দলই এখন বিপক্ষ বোলারদের নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে। বরুণের রহস্য নিয়েও কাটাছেঁড়া চলছে। তাই এখন ওর বোলিংয়ে ট্যাকটিক্যাল বিষয়গুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। লাইন-লেংথ নিখুঁত রাখার পাশাপাশি ওকে গতিতেও বৈচিত্র্য আনতে হবে।**
>
> **-রবিচন্দ্রন অশ্বীন**

এই পরিস্থিতিতে বরুণের হারানো স্পিন-জাদু ফেরাতে ট্যাকটিক্যাল টোটকা দিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন ও পীযূষ চাওলা। আর অফ ফর্মে থাকা অভিষেককে সোজা দলের বাইরে রাখার কড়া নিদান দিলেন মহম্মদ কাইফ।

বিশ্বকাপের শুরুতে দুরন্ত ছন্দে থাকলেও, গত কয়েকটি ম্যাচে প্রতিপক্ষ ব্যাটারদের পালটা আক্রমণের মুখে পড়ে বরুণের বোলিং রীতিমতো দিশেহারা। ফাইনালে কিউয়ি-বধে জসপ্রীত বুমরাহর পেসের পাশাপাশি বরুণের ফর্মে ফেরাটা গৌতম গম্ভীরের জন্য অত্যন্ত জরুরি। এই প্রসঙ্গে অশ্বীনের স্পষ্ট মত, ‘সব দলই এখন বিপক্ষ বোলারদের নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে। বরুণের রহস্য নিয়েও কাটাছেঁড়া চলছে। তাই এখন ওর বোলিংয়ে ট্যাকটিক্যাল বিষয়গুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। লাইন-লেংথ নিখুঁত রাখার পাশাপাশি ওকে গতিতেও বৈচিত্র্য আনতে হবে।’ ব্যাটাররা শুরু থেকেই বড় শট খেলে বরুণের মনোবল

ফাইনালের আগে আধ ঘণ্টা ধরে গৌতম গম্ভীরের ক্লাসে অভিষেক শর্মা। ছবি : প্রতিবেদক

ভেঙে দিচ্ছে বলে মনে করেন অশ্বীন। তাঁর কড়া পরামর্শ, ‘বাঁহাতি ব্যাটারদের বিরুদ্ধে রাউন্ড দ্য উইকেটে বল করলে বরুণ ফাইনালেও চরম ভুল করবে।’

প্রাক্তন লেগস্পিনার চাওলার মতে, হারানো ছন্দে ফেরার মরিয়া চেষ্টাতেই বরুণ ভুলের মাত্রা বাড়িয়ে ফেলছেন। চলতি বিশ্বকাপে ৮ ম্যাচে ১৩ উইকেট পেলেও বড় ম্যাচগুলোতে তিনি দাগ কাটতে ব্যর্থ। চাওলার কথায়, ‘বরুণের আসল শক্তি হল হার্ড লেংথ-ব্যাটারদের হাঁটুর উচ্চতায় বল তাঁর শরীরী ভাষাতেই স্পষ্ট। কাইফের সাফ কথা, ‘টানা এতগুলো ম্যাচ খেলেও যখন রান পাচ্ছে না, তখন ভারতের উচিত ফাইনালে ওকে বিশ্রাম দেওয়া। এই মানসিক ক্লান্তি দূর করতে কিছুদিন ওর ক্রিকেট থেকে দূরে থাকাটাই সেরা রাস্তা।’ সঞ্জু স্যামসন দলে ফিরে যেমন বাজিমাত করেছেন, সেই উদাহরণ টেনে কাইফ বলেন, ‘মেগা ফাইনালে আবেগ সরিয়ে অভিষেককে বসিয়ে রিঙ্কু সিংকে প্রথম একাদশে আনলে দলই লাভবান হবে।’

যুদ্ধ-জটে আটকে ইংরেজরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুম্বই, ৭ মার্চ : টি২০ বিশ্বকাপ অভিযান শেষ, কিন্তু দেশে ফেরা নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা! মধ্যপ্রাচ্যে ইরান-যুদ্ধের জেরে বাতিল হয়েছে একাধিক উড়ান। ফলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও দক্ষিণ আফ্রিকার পর এবার মুম্বইয়ে আটকে পড়ল জস বাটলারের ইংল্যান্ডও। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ভারতের কাছে হারের পর শুক্রবারই দেশে ফেরার কথা ছিল থ্রি-লায়ন্সের। কিন্তু যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে আকাশপথ নিরাপদ না হওয়ায় পূর্বনির্ধারিত সূচি বাতিল করা হয়েছে। আইসিসি এখন অন্যান্য দলের মতো ইংরেজদের জন্যও চার্টার্ড ফ্লাইটের বন্দোবস্ত করতে মরিয়া। তবে কবে তাঁরা লন্ডনগামী বিমানে উঠবেন, শনিবার রাত পর্যন্ত সেই ছবিটা পরিষ্কার নয়।

এই আটকে পড়ার জেরে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের আইপিএল-সূচি নিয়েও একটা পরোক্ষ চাপ তৈরি হচ্ছে। ২৮ মার্চ থেকেই শুরু ভারতের মেগা লিগ। বাটলার, জ্যাকব বেথেল, ফিল সল্ট, জোফ্রা আর্চারদের তাই কোনওমতে দেশে ফিরে পরিবারের সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটিয়েই ফের ভারতে উড়ে আসতে হবে। যুদ্ধ-জটে তাঁদের সেই ছুটির পরিসরটাই ক্রমশ কমছে।

তবে শারীরিকভাবে বাটলাররা মুম্বইয়ে আটকে থাকলেও, বৃহস্পতিবার রাতে ওয়াংখেড়ের বাইশ গজে তাঁদের লড়াই ডিজিটাল দুনিয়ায় এক অভাবনীয় নজির গড়েছে। হাড্ডাহাড্ডি ওই ভারত-ইংল্যান্ড সেমিফাইনাল ভিউয়ারশিপে অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। শুধুমাত্র জিও হটস্টারেই ৬৫.২ মিলিয়ন (৬ কোটি ৫২ লক্ষ) দর্শক লাইভ স্ট্রিমিং দেখেছেন! কোনও একক ক্রীড়া ইভেন্টের ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে যা একটি অবিসংবাদিত বিশ্বরেকর্ড।

> **টি২০ বিশ্বকাপে কোটি কোটি ক্রিকেটপ্রেমীকে এভাবে একত্রিত হতে দেখে আনন্দ হচ্ছে। এই সেমিফাইনাল ঘিরে যে উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল, তা ক্রিকেটের প্রতি মানুষের আবেগেরই আসল বহিঃপ্রকাশ।**
>
> **-জয় শা**

ব্যাটারদের দাপটে ওই ম্যাচে দুই দল মিলিয়ে মোট ৪৯৯ রান ওঠে। আর এই রুদ্ধশ্বাস রান-তাড়ার উত্তেজনা টেলিভিশন ও ডিজিটাল মাধ্যম মিলিয়ে উপভোগ করেছেন প্রায় ৩২০ মিলিয়ন মানুষ! সব মিলিয়ে ২৩ বিলিয়ন মিনিট ম্যাচ দেখার অবাক করা মাইলফলক পেরিয়েছে এই সেমিফাইনাল, কুড়ির ফর্ম্যাটের ইতিহাসে যা কার্যত বিরল।

ভারত-ইংল্যান্ড মহারণ ঘিরে এই অভাবনীয় উন্মাদনায় উচ্ছ্বাস চেপে রাখেননি আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শা। বলেছেন, ‘টি২০ বিশ্বকাপে কোটি কোটি ক্রিকেটপ্রেমীকে এভাবে একত্রিত হতে দেখে আনন্দ হচ্ছে। এই সেমিফাইনাল ঘিরে যে উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল, তা ক্রিকেটের প্রতি মানুষের আবেগেরই আসল বহিঃপ্রকাশ। লাখো-কোটি মানুষের এই সেলিব্রেশন বিশ্বকাপকে এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে।’

শতরানের পর অস্ট্রেলিয়ার অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড।

নিশ্চিত হারের মুখে হরমনপ্রীতরা

পারথ, ৭ মার্চ : অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শেষে নিশ্চিত হারের মুখে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল।

শনিবার অস্ট্রেলিয়া ৩ উইকেটে ৯৬ রান হাতে নিয়ে খেলতে নামে। তাদের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৩২৩ রানে। সেঞ্চুরি করেন অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড (১২৩)। এলিসে পেরি ৭৬ রানে আউট হন। ভারতের পক্ষে ৪টি উইকেট নেন সায়ালি সাতঘারে।

প্রথম ইনিংসে ভারত করেছিল ১৯৮ রান। ফলে ১২৫ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে ভারতের সংগ্রহ ৫ উইকেটে ১০৫ রান। প্রথম ইনিংসের মতো দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্যর্থ স্মৃতি মান্ধানা (২), হরমনপ্রীত কাউর (১১), রিচা ঘোষরা (০)। ক্রিজে রয়েছেন প্রতীকা রাওয়াল (অপরাজিত ৪৩) ও স্নেহ রানা (অপরাজিত ১৪)।

জয় পেল ইস্টবেঙ্গল

কলকাতা, ৭ মার্চ : এআইএফএফ অনূর্ধ্ব-১৮ এলিট লিগের ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল ৩-১ গোলে হারাল ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাবকে। লাল-হলুদের হয়ে জোড়া গোল সাহিল খানের। অপর গোলটি প্রীতম গুইনের। ইউনাইটেড স্পোর্টসের গোলস্কোরার সাগর রাম। এই জয়ের ফলে গ্রুপপর্বে ১২ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ইস্টবেঙ্গল।

৪ গোল বাগানের খুদেদের

কলকাতা, ৭ মার্চ : এআইএফএফ অনূর্ধ্ব-১৪ সাব-জুনিয়ার লিগে ভবানীপুরকে ৪-০ গোলে হারাল মোহনবাগানের ছোটরা। জোড়া গোল যিশু চক্রবর্তীর। অপর দুইটি গোল সাগ্নিক কুণ্ডু ও অনুব্রত বাউল দাস করে।

আশা জাগিয়েও শূন্য মহমেডান

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-১ (মহিতোষ)
বেঙ্গালুরু এফসি-২ (রায়ান, আশিক)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ মার্চ : শেষ বাঁশি বাজার ঠিক আগের মুহূর্তে ফারদিন আলি মোল্লার শট বেঙ্গালুরু এফসি-র জালে জড়াতেই হাসির ঝিলিক মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ডাগ আউটে। আবার মুহূর্তেই তা মিলিয়ে গেল। গোল বাতিল! বল জালে পাঠানোর আগেই বিপক্ষের গোলরক্ষককে ফাউল করে ফেলেছিলেন ফারদিন।

গোটা ম্যাচের ছবিটা এই রকমই। আশা জাগিয়েও পয়েন্ট ঘরে তুলতে ব্যর্থ মহমেডান। প্রথমার্ধে দুই গোলে পিছিয়ে পড়ে মহমেডান। দ্বিতীয়ার্ধে একটা গোল শোধ মহিতোষ রায়ের। শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলে হার। ম্যাচের ২২ মিনিটে রায়ান উইলিয়ামসের গোলে এগিয়ে যায় বেঙ্গালুরু। কর্নার থেকে ভেসে আসা বল মাথা দিয়ে নামিয়ে দেন সুনীল ছেত্রী। ওই বল জালে পাঠান রায়ান। ৪১ মিনিটে দ্বিতীয় গোল আশিক কুরুনিয়ানের। বক্সের বাইরে থেকে বাঁ পায়ের শটে লক্ষ্যভেদ করেন তিনি। সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে প্রথমার্ধেই ব্যবধান আরও বাড়াতে পারতেন সুনীলরা।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই গোল মহমেডানের। অ্যাডিসন সিংয়ের সেন্টার বিপন্মুক্ত করতে গিয়েছিল বেঙ্গালুরু। ওই বল পেয়ে যান ফাঁকায় থাকা মহিতোষ। দূরপাল্লার শটে গোল করেন তিনি। এরপরই আশায় বুক বাঁধছিল মহমেডান শিবির। কিন্তু হলে কি হবে, ফিনিশিংয়ের অভাবেই আরও একবার ডুবল সাদা-কালো শিবির। ৬৫ মিনিটে লালথানকামিরা শট ক্রসপিসে প্রতিহত হয়। ৮৫ মিনিটে আরও একবার তাঁর গোলমুখী শট রুখে দেন গুরপ্রীত সিং সান্ধু। ম্যাচের শেষ মুহূর্তে ফারদিনের গোল বাতিল না হলে অন্তত এক পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারত মহমেডান।

মহমেডান : পদম, দীনেশ, গৌরব, জোসেফ (মাকান), সাজাদ (হিরা), অমরজিৎ, ট্যাংভা (লালংগাইসাকা), মহিতোষ, লালথানকিমা, অ্যাডিসন (রোচারজেলা), ইসরাফিল (ফারদিন)।

বেঙ্গালুরু এফসি-কে এগিয়ে দিয়ে উচ্ছ্বাস রায়ান উইলিয়ামসের।

আত্মসমর্পণ ভারতের মেয়েদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ মার্চ : মহিলাদের এএফসি এশিয়ান কাপের দ্বিতীয় ম্যাচে জাপানের কাছে ১১-০ গোলে বিধ্বস্ত হল ভারত।

ক্রিসপিন ছেত্রীর প্রশিক্ষণে এশিয়ান কাপ খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল ভারত। কিন্তু প্রতিযোগিতা শুরুর আগেই হঠাৎ কোস্টারিকান কোচ অ্যামেলিয়া ভালভের্দেকে কেন দায়িত্ব দেওয়া হল সেটা পরিষ্কার নয়। তারই কি ফল ভুগতে হল ভারতকে? ক্রিসপিন কোচ থাকলে এর থেকে কি খারাপ ফল হত, সেই প্রশ্ন উঠে আসছে। এদিন প্রথমার্ধেই ৫-০ ফলে পিছিয়ে পড়ে ভারত। দ্বিতীয়ার্ধে আরও ছয়টি গোল হজম করে তারা। জাপানের হয়ে হ্যাটট্রিক করেন হিনিতা মিয়াজাওয়া ও রিকো উয়েকি। জোড়া গোল কিকো সেইকার। বাকি গোলগুলি ইমামোতো, হাসেগাওয়া ও মায়া হিজিকাটার। গ্রুপপর্বে টানা দুইটি ম্যাচ হেরে গেলেও পরের রাউন্ডে ওঠার আশা শেষ হচ্ছে না ভারতের। অঙ্ক বলছে, শেষ ম্যাচ সংগীতা বাসফোররা চাইনিজ তাইপেকে ২ গোলের ব্যবধানে হারায় এবং জাপান যদি ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে জেতে তাহলেই নকআউটে যাবে ভারত।

গোলসংখ্যায় দ্রুত দুই অঙ্কে পৌঁছাতে চান ম্যাকলারেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ মার্চ : বক্স স্ট্রাইকার বোধহয় একেই বলে! সুযোগসন্ধানী এবং কার্যকরী।

গত মরশুমের শুরুতে এসেই অসুস্থতা। তারপর খানিকটা সময় চলে যাওয়া মানিয়ে নিতে। তাই নিয়মিত গোল এলেও উচ্ছ্বসিত হওয়ার মতো কিছু ছিল না। কিন্তু এবার চার ম্যাচ যেতে না যেতেই জেমি ম্যাকলারেন বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি কী করতে পারেন। প্রতি ম্যাচে গোল তো আসছেই। আর ওডিশা এফসি-র মতো মাত্র সাতদিন অনুশীলন করে খেলতে নামা দলের বিপক্ষে তো তিনি গোলের সুনামি বইয়ে দিলেন। স্বাভাবিকভাবেই ম্যাকা ম্যানিয়ায় আচ্ছন্ন সমর্থকরা। আর ম্যাকলারেন জানিয়ে দিচ্ছেন, এবার তিনি গোল সংখ্যায় দুই অঙ্কে পৌঁছে যাওয়ার লক্ষ্য স্থির করছেন নিজের জন্য, ‘একজন স্ট্রাইকার তার নিজের জন্য একটা লক্ষ্য সামনে রেখে এগোয়। আমার কাছে পাঁচ ম্যাচে পাঁচ গোলের লক্ষ্য ছিল। এবার চার ম্যাচেই সাত গোল যেহেতু হয়ে গিয়েছে এবার লক্ষ্য হচ্ছে ডাবল ফিগারে পৌঁছানো। তবে একজন স্ট্রাইকার ততটাই ভালো যতটা তার পিছনে থাকা সতীর্থরা। প্রতিদিন অনুশীলন করতে করতে ওরা বুঝে যায় আমি ঠিক কোথায় বল চাইছি। এই যে আজ লিস্টন (কোলাসো) দুটো বল বাড়াল কী শুভার (শুভাশিস বসু) দুর্দান্ত ক্রস। এগুলো একদিনে হয় না। অনুশীলনের মাধ্যমে তীক্ষ্ণতা আসে।’ তবে এতকিছুর পরেও এদেশে খেলা দেশি-বিদেশি ডিফেন্ডারদের প্রশংসা তাঁর মুখে। একইসঙ্গে এটাও বলতে ভুললেন না, ‘এ লিগে আমি পাঁচবার গোল্ডেন বুট পেয়েছি। কারণ আমি সুযোগ কাজে লাগাতে পারি। তবু বলছি কাজটা অত সহজও নয়। প্রতিটি গোলের জন্য খাটতে হয়। আমরা গত কয়েক মাস ধরে খেটেছি বলেই গোল আসছে।’ চারটে গোলের মধ্যে তাঁর নিজের সবথেকে ভালো লেগেছে প্রথমটা করে। এক তো গোলের খাতা খোলা, আর দ্বিতীয়ত হেড থেকে করা। জেমির মন্তব্য, ‘শুভা যখন ক্রস করে তখন ঠিক জায়গায় থেকে হেডটা করতে পেরেছি বলে ভালো তো লাগছেই। তাছাড়া প্রথম গোলটা অসাধারণ হওয়ায় পরের কাজটা সহজ হয়ে যায় খানিকটা।’

গত ১৮ মাসে তিনি, দিমিত্রিস পেত্রাতোস ও জেসন কামিন্স, তিন বিশ্বকাপার একসঙ্গে একটা ম্যাচেও শুরু করা দূরের কথা, একসঙ্গে মাঠে থাকার সুযোগ পেয়েছেন খুব কম। এটা গোল করার ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা দিয়েছে কিনা জানতে চাইলে উচ্ছ্বসিত অজি তারকা বলেছেন, ‘অবশ্যই। আমরা একসঙ্গে জাতীয় দলে খেলেছি। কিন্তু এখানে এসে গত ১৮ মাসে সম্ভবত এই প্রথম আমরা একসঙ্গে শুরু করতে পারলাম। অবশ্যই ওদের সঙ্গে বোঝাপড়া দারুণ। তবে (অনিরুদ্ধ) থাপা, আপুইয়া, মনবীর (সিং), লিস্টনরাও কিন্তু অসাধারণ।’ তাঁদের দলের এই একতাই হয়তো ফের একবার চ্যাম্পিয়নশিপের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চলেছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে। যার চাবিকাঠি এবার হয়তো থাকবে ম্যাকলারেনের পায়েই।

আগুনে ফর্ম ধরে রাখতে মরিয়া মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের জেমি ম্যাকলারেন।

খেতাবি মহারণে পরিসংখ্যানে এগিয়ে কে?

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

আহমেদাবাদ, ৭ মার্চ : খাদের কিনারা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে টি২০ বিশ্বকাপের মেগা ফাইনালে, রবিবার মুখোমুখি ভারত ও নিউজিল্যান্ড। নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের এক লক্ষ তিরিশ হাজার দর্শকের সামনে সূর্যকুমার যাদব ও মিচেল স্যান্টনার যখন টস করতে নামবেন, তখন বাইশ গজের লড়াইয়ের পাশাপাশি শুরু হবে এক প্রবল মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ। কারণ, পরিসংখ্যানের আতশকাচ বলছে- আইসিসি টুর্নামেন্টে কিউয়িদের ইতিহাসগত দাপটের বিপরীতে রয়েছে কুড়ির ফর্ম্যাটে ভারতের একচেটিয়া আধিপত্য!

আইসিসি ইভেন্টের নকআউটে কিউয়ি-জুজু দীর্ঘদিন ভুগিয়েছে ভারতকে। ২০০০ সালের নকআউট ট্রফির ফাইনাল থেকে ২০১৯ সালের ওডিআই বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে মহেন্দ্র সিং ধোনির রান আউট- নিউজিল্যান্ড বরাবরই ভারতের 'গাঁট'। তবে ২০২৩ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে কিউয়িদের হারিয়েই দীর্ঘদিনের সেই মিথ ভেঙেছিল টিম ইন্ডিয়া। রবিবারের মেগা মহারণে নামার আগে সেটাই ভারতের বড় মানসিক রসদ।

শুধু টি২০ আন্তর্জাতিকের পরিসংখ্যান ঘাঁটলে ছবিটা সম্পূর্ণ ভারতের অনুকূলে। শেষ ১০টি টি২০ সাক্ষাতের মধ্যে ভারত জিতেছে ৭টিতে, কিউয়িদের জয় মাত্র ২টিতে। দ্বিপাক্ষিক সিরিজে ভারতের সামনে কার্যত দাঁড়াতেই পারেনি ব্ল্যাক ক্যাপসরা।

তবে এতসব ইতিবাচক পরিসংখ্যানের মাঝেই ভারতীয় সমর্থকদের সবচেয়ে বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ফাইনালের ভেনু! পরিসংখ্যানে লুকিয়ে রয়েছে এক অদ্ভুত 'আহমেদাবাদ-ফোবিয়া'। আইসিসি-র সাদা বলের টুর্নামেন্টে খেলা শেষ ২৭টি ম্যাচে ভারত হেরেছে মাত্র দুইবার। আর কাকতালীয়ভাবে সেই দুটি হারই এসেছে এই নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে! ২০২৩ সালের ওয়ান ডে বিশ্বকাপে (১১ ম্যাচ) ভারত শুধু হেরেছিল এই মাঠের ফাইনালেই (অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে)। এরপর ২০২৪ টি২০ বিশ্বকাপে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন (৮ ম্যাচ)। আর চলতি ২০২৬ বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত ৮টি ম্যাচ খেলে ভারতের একমাত্র হারটি এসেছে এই মোতেরাতেই, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। ফলে, সাম্প্রতিক অতীতে আহমেদাবাদ নিয়ে ভারতীয় শিবিরে অবচেতনভাবেই একটা মানসিক চাপ তৈরি হয়েছে।

মোতেরায় লড়াইটা তাই দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন ফ্রন্টে। স্যান্টনারদের প্রধান বাজি যদি হয় আইসিসি নকআউটে স্নায়ু ধরে রাখার ক্ষমতা, তবে ভারতের প্রধান অস্ত্র ঘরের মাঠের কানফাটানো সমর্থন। মায়াবী ফ্লাডলাইটের আলোয় আসল পরীক্ষাটা হবে মস্তিষ্কের। এখন শুধু দেখার, টিম ইন্ডিয়া খেতাব ধরে রাখার বিরল রেকর্ড গড়ে, নাকি পুরোনো কিউয়ি-ভূত আর 'আহমেদাবাদ-ফোবিয়া' মিলে ফের একবার ঘাড় মটকে দেয় সূর্যকুমারদের!

এক নজরে বিশ্বকাপের সমাপ্তি অনুষ্ঠান

- বিকেল ৩.৩০ মিনিটে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের গেট খুলে দেওয়া হবে।
- সন্ধ্যা ৫.৩০ মিনিটে শুরু মূল সমাপ্তি অনুষ্ঠান। মোট আধ ঘণ্টার অনুষ্ঠান।
- অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ কিংবদন্তি তারকা রিকি মার্টিন।
- রিকি মার্টিনের সঙ্গে সমাপ্তি অনুষ্ঠানের মঞ্চ মাতাবেন সুখবীর ও ফাল্গুনী পাঠক।
- লেজার শোয়ের মাধ্যমে তুলে ধরা হবে ১৯৯৮ সালের ফুটবল বিশ্বকাপের অ্যাম্থেম, দ্য কাপ অফ লাইফ।
- বিশ্বকাপের দুই আয়োজক দেশ ভারত ও শ্রীলঙ্কার সংস্কৃতি তুলে ধরা হবে।
- সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে টস হবে।
- সন্ধ্যা ৭টায় শুরু ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের ফাইনাল।

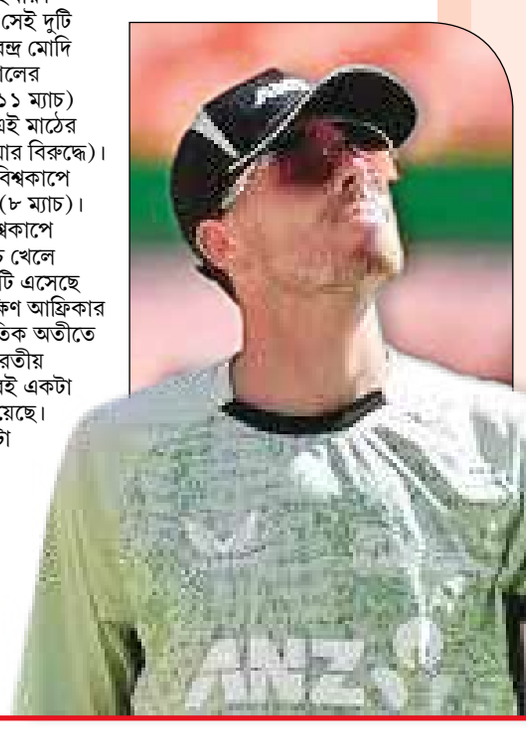

দুই দলের সেরা দুই ব্যাটার

ফিন অ্যালেন ৮ ম্যাচে ২৮৯ রান (সর্বোচ্চ ১০০*)
টিম সেইফার্ট ৮ ম্যাচে ২৭৪ রান (সর্বোচ্চ ৮৯*)
ঈশান কিষান ৮ ম্যাচে ২৬৩ রান (সর্বোচ্চ ৭৭)
সূর্যকুমার যাদব ৮ ম্যাচে ২৪২ রান (সর্বোচ্চ ৮৪*)

টি২০ ক্রিকেটে

ভারত ১৮
নিউজিল্যান্ড ১১
নো রেজাল্ট ১

দুই দলের সেরা দুই বোলার

বরুণ চক্রবর্তী ৮ ম্যাচে ১৩ উইকেট
রাচিন রবীন্দ্র ৮ ম্যাচে ১১ উইকেট
জসপ্রীত বুমরাহ ৭ ম্যাচে ১০ উইকেট
ম্যাট হেনরি ৮ ম্যাচে ৯ উইকেট

টি২০ বিশ্বকাপে ভারত-নিউজিল্যান্ড

ভারত ০। নিউজিল্যান্ড ৩

২০০৭ টি২০ বিশ্বকাপ : নিউজিল্যান্ড জয়ী ১০ রানে
২০১৬ টি২০ বিশ্বকাপ : নিউজিল্যান্ড জয়ী ৪৭ রানে
২০২১ টি২০ বিশ্বকাপ : নিউজিল্যান্ড জয়ী ৮ উইকেটে

তথ্যতালাশ

- এবারের বিশ্বকাপে দুই দলই আহমেদাবাদে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে হেরেছে।
- জানুয়ারি মাসে ভারতের মাটিতেই সূর্যকুমার যাদবদের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজে ১-৪ ব্যবধানে হেরে যায় নিউজিল্যান্ড।
- আইসিসি প্রতিযোগিতার ফাইনালে ভারত দুইবার নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হয়ে দুইবারই হেরেছে। ২০০০ সালে আইসিসি নকআউট ক্রিকেটে এবং ২০২১ সালে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে।

আহমেদাবাদে নিউজিল্যান্ড

২ ম্যাচে ২ হার

২০২৩ : ভারতের কাছে হার ১৬৮ রানে

২০২৬ : দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হার ৭ উইকেটে

গোলের পর ফেডেরিকো ভালভের্দে।

রিয়ালের স্বস্তির জয়

মাদ্রিদ, ৭ মার্চ : ৬ মার্চ ছিল রিয়াল মাদ্রিদের প্রতিষ্ঠা দিবস। দিনটায় চাপে পড়েও সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটালেন ফেডেরিকো ভালভের্দে। দ্বিতীয়ার্ধের সংযোজিত সময়ে তাঁর করা গোলেই লা লিগায় সেল্টা ভিগোর বিরুদ্ধে ২-১ ব্যবধানে জয় পেল রিয়াল। অরেলিয়েন চৌয়ামেনির গোলে রিয়াল এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ডের ভুলে সমতা ফেরায় সেল্টা। চোটের জন্য কিলিয়ান এমবাপে, জুডে বেলিংহামরা না থাকলেও এই জয়ে লিগ শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে আরভালো আরবেলোয়ার দল।

স্পেনে রিহ্যাব রোনাল্ডোর

মাদ্রিদ, ৭ মার্চ : চোটের কারণে আপাতত মাঠের বাইরে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। আল নাসেরের হয়ে সৌদি প্রো লিগের আগামী কয়েকটি ম্যাচে তাঁর খেলা নিয়ে চূড়ান্ত অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। চোট সারিয়ে দ্রুত মাঠে ফিরতে তাই স্পেনে নিজের রিহ্যাব প্রক্রিয়া শুরু করেছেন এই পর্তুগিজ মহাতারকা। তাঁর এই দীর্ঘ অনুপস্থিতি আল নাসের শিবিরের কাছে বড় ধাক্কা।

প্রথম জয়ের খোঁজে ডায়মন্ড

কলকাতা, ৭ মার্চ : রবিবার ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগের দ্বিতীয় ম্যাচে পাঁচবারের আই লিগ জয়ী ডেম্পো স্পোর্টসের মুখোমুখি হবে ডায়মন্ড হারবার এফসি। প্রথম ম্যাচে শ্রীনিধি ডেকান এফসি-র কাছে হেরে গিয়েছিল তারা। সেই হারের ধাক্কা সামলে দ্বিতীয় ম্যাচে জয়ে ফিরতে মরিয়া ডায়মন্ড। কোনও চোট-আঘাত না থাকায় পূর্ণশক্তির দল নিয়েই মাঠে নামবে কিবু ভিকুনার দল।

পিএসজির হার

প্যারিস, ৭ মার্চ : ফরাসি লিগ ওয়ানে ফের হোঁচট খেল প্যারিস সাঁ জাঁ (পিএসজি)। ঘরের মাঠে মোনাকোর কাছে ১-৩ গোলে হারল তারা। এটি চলতি মরশুমে তাদের চতুর্থ লিগ হার। প্রথমার্ধে পিছিয়ে পড়ার পর মোনাকো ব্যবধান বাড়ায়। ব্র্যাডলি বারকোলার গোলে পিএসজি ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেও লাভ হয়নি। হারলেও লিগ শীর্ষে রয়েছে পিএসজি। সামনেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগে চেলসির বিরুদ্ধে নামবে তারা।

একলাখি গর্জন থামাতে মরিয়া কিউয়িরা

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

আহমেদাবাদ, ৭ মার্চ : প্যাট কামিন্স? না কি মিচেল স্যান্টনার? সাংবাদিক সম্মেলনে কে হাজির হয়েছেন? অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক, না কি নিউজিল্যান্ডের?

শনিবার দুপুরে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের প্রেস কনফারেন্স হলে নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার যখন কথা বলছিলেন, তখন বারবার একটা অদ্ভুত 'দেজা ভু' তৈরি হচ্ছিল। ২০২৩ সালের ওয়ান ডে বিশ্বকাপ ফাইনালের আগের দিন ঠিক এই সাংবাদিক সম্মেলনের কক্ষে বসেই একলাখি মোতেরাকে স্তব্ধ করে দেওয়ার হুংকার দিয়েছিলেন তৎকালীন অজি অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। আর রবিবার কুড়ির বিশ্বকাপের খেতাবি মহারণে নামার আগে, অবিকল সেই কামিন্সের সুরই শোনা গেল কিউয়ি ক্যাপ্টেনের গলাতেও!

ভিড়ে ঠাসা সাংবাদিক সম্মেলনে চরম স্নায়ুর চাপটা অবলীলায় ভারতের দিকে ঠেলে দিয়ে স্যান্টনার বলে দিলেন, 'মোদি স্টেডিয়ামের এক লাখি গ্যালারিকে চুপ করিয়ে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। টি২০ ক্রিকেটে মুহূর্তের মধ্যে রং বদলে যায়। আমার বিশ্বাস, ফাইনালের আসল চাপটা ভারতের ওপরই থাকবে। ঘরের মাঠে এক লাখ দর্শকের সামনে বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলা মোটেও সহজ নয়। কাপ জেতার জন্য কিছু হৃদয় ভাঙতে আমার কোনও সমস্যা নেই।'

কিউয়ি অধিনায়কের এই কৌশলী 'মাইন্ড গেম'-এর পাশাপাশি শনিবার দুপুরে মোতেরায় আরও এক দফা হুংকার শোনা গেল কিউয়ি অলরাউন্ডার গ্লেন ফিলিপসের গলাতেও। তাঁর নিশানায় খোদ ভারতীয় শিবিরের সবচেয়ে বড় 'সুপারপাওয়ার'— জসপ্রীত বুমরাহ। সেমিফাইনালে ডেথ ওভারে বুমরাহর ম্যাজিক স্পেলই ভারতকে ফাইনালে তুলেছে। কিন্তু বুমরাহ-জুজু রীতিমতো উড়িয়ে দিয়ে ফিলিপসের সাফ কথা, 'বুমরাহ বিশ্বমানের বোলার হলেও একজন রক্তমাংসের মানুষ। ওরও একটা খারাপ দিন যেতেই পারে। আর যেদিন ও লাইন-লেংথ মিস করবে, সেদিন আমরা সেটা কাজে লাগাতে ছাড়ব না।'

পরিসংখ্যানও কিছুটা কিউয়িদের পক্ষেই কথা বলছে। এই বছরের শুরুতে দেশের মাটিতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজে ভারত ৪-১ ব্যবধানে জিতেছিল। কিন্তু বুমরাহ চার ম্যাচ খেলে মাত্র ৪টি উইকেট পেয়েছিলেন। ওভার প্রতি রান দিয়েছিলেন প্রায় সাড়ে নয়! সেই অভিজ্ঞতার কথা মনে করিয়ে ফিলিপস বলেছেন, 'দ্বিপাক্ষিক সিরিজে আমরা ওর বিরুদ্ধে বেশ ভালো খেলেছিলাম। বুমরাহকে শুধু আটকে খেলার কোনও মানসিকতা আমাদের নেই। খারাপ বল পেলে আমরা রেয়াত করব না।'

এর পাশাপাশি, ভারত ও নিউজিল্যান্ডের বিশাল জনসংখ্যার বৈপরীত্য নিয়েও মজার মন্তব্য করেছেন ফিলিপস। গোটা নিউজিল্যান্ডের জনসংখ্যা যেখানে ৫৩ লক্ষের কিছু বেশি, সেখানে শুনছি আহমেদাবাদ শহরের জনসংখ্যাই ৯৩ লক্ষ! এই বিপুল পার্থক্যের কথা মনে করিয়ে দিয়ে ফিলিপসের মন্তব্য, 'ভারতের প্রতিভা অফুরন্ত। ওরা অনায়াসেই তিনটে সমান শক্তিশালী দল নামাতে পারে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ১৩০ কোটি মানুষের প্রত্যাশার চাপ নিয়ে ভারতই মাঠে নামবে। আমাদের লক্ষ্য হল স্রেফ নিজেদের সেরাটা দিয়ে এই এক লাখি গ্যালারিকে বিনোদন দেওয়া।'

তীব্র গরম ও চড়া রোদের মধ্যেই শনিবার দুপুরে মোদি স্টেডিয়ামে অনুশীলন সারেন ফিন অ্যালেন, রাচিন রবীন্দ্ররা। লাল ও কালো মাটির মিশ্রণে তৈরি ফাইনালের পিচও খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন তাঁরা। স্যান্টনার নিজে স্পিনার হওয়ায়, পিচ দেখে তাঁর প্রাথমিক ধারণা, এটি স্পিনারদের জন্য বেশ চ্যালেঞ্জিং হতে চলেছে। তবে প্রতিপক্ষ শিবিরের অফ ফর্মে থাকা 'রহস্য' স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীর পাশেই দাঁড়িয়েছেন তিনি। কিউয়ি ক্যাপ্টেনের মতে, 'বরুণ দুর্দান্ত বোলার। যে কোনও ম্যাচেই ও নিজের হারানো ছন্দ ফিরে পেতে পারে। তাই ওকে নিয়ে আমরাও সতর্ক থাকব।'

সব মিলিয়ে, রবিবার মায়াবী ফ্লাডলাইটের আলোয় নামার আগে কিউয়ি শিবির যে রীতিমতো মনস্তাত্ত্বিক চাপ বাড়ানোর খেলায় মেতেছে, তা শনিবারের মোতেরায় কান পাতলেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

কামিন্সের ছায়া স্যান্টনারে

২০২৩ সালের ওডিআই বিশ্বকাপের ফাইনালের আগের দিন এই নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের বাইশ গজের ছবি তুলেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স (বাঁয়ে)। একইভাবে মিচেল স্যান্টনারকেও দেখা যায় পিচের ছবি মোবাইলবন্দি করতে।

ফাঁকিবাজ ছাত্র থেকে ডেথ ওভারের রাজা বুমরাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আহমেদাবাদ, ৭ মার্চ : গোটা ক্রিকেট বিশ্ব এখন তাঁর দিকে তাকিয়ে। রবিবার মোতেরার মেগা ফাইনালে তাঁর হাত থেকে বেরোনো নিখুঁত মিসাইলগুলোর ওপরই অনেকাংশে নির্ভর করছে ভারতের বিশ্বকাপ-ভাগ্য। কিন্তু জসপ্রীত বুমরাহ নাকি ছোটবেলায় মোটেই মনোযোগী ছাত্র ছিলেন না! উলটে চূড়ান্ত ফাঁকিবাজ ছিলেন তিনি। রবিবার কিউয়িদের বিরুদ্ধে মহাযুদ্ধের আগে এই অজানা তথ্য ফাঁস করলেন খোদ বুমরাহর ছেলেবেলার কোচ কিশোর ত্রিবেদী।

আহমেদাবাদে কিশোরের রয়্যাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতেই রঙিন ক্রিকেট জার্নির হাতেখড়ি এই পেস-ব্রহ্মাস্ত্রের। কিশোরের ছেলে সিদ্ধার্থ ঘরোয়া ক্রিকেটে নাম করেছিলেন, খেলেছিলেন আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের হয়েও। তবে কোচের জীবনের সেরা প্রাপ্তি অবশ্যই বুমরাহ। আজ ছাত্রের এই আকাশছোঁয়া সাফল্যের মাঝে পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে কোচ জানালেন, একদিন প্র্যাকটিস করলে পরের তিনদিন মাঠের ধারেকাছে ঘেঁষতেন না বুমরাহ! এর জন্য বহুবার কোচের কড়া শাস্তির মুখেও পড়তে হয়েছে তাঁকে।

কিশোর বলেছেন, জসপ্রীত তখন নির্মাণ হাইস্কুলে পড়ত। আমার অ্যাকাডেমিতে যখন প্রথম আসে, তখন ওর বয়স ১৬ বছর। মূলত স্কুল ক্রিকেট খেলত। কিন্তু ক্রিকেট নিয়ে বিন্দুমাত্র সিরিয়াস ছিল না। অত্যন্ত দুষ্টু ছিল ও। একদিন প্র্যাকটিসে এলে, পরের তিনদিন বেপাত্তা হয়ে যেত! বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মেরে বেড়াত। পরে যখন আবার আসত, তখন শাস্তিস্বরূপ আমি ওকে পুরোদিন নেটের পেছনে দাঁড় করিয়ে রাখতাম। অনেকবার এমন করতে হয়েছে। এভাবেই আস্তে আস্তে ও লাইনে ফেরে এবং বুঝতে শেখে প্র্যাকটিসের গুরুত্ব।'

তবে ফাঁকিবাজ হলেও, কোচের জহুরির চোখ প্রথম দিনেই চিনে নিয়েছিল এই কাঁচা হিরেকে। কিশোর বুঝতে পেরেছিলেন, ঠিকমতো ঘষেমেজে নিতে পারলে একদিন বিশ্ব ক্রিকেটে রাজত্ব করবে তাঁর এই ছাত্র। তিনি বলেছেন, 'কিছুদিন দেখার পরই আমি জসপ্রীতকে বলেছিলাম, তোমার মধ্যে প্রতিভার অভাব নেই। তুমি যদি একটু সিরিয়াস হও, তবে সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলতে পারবে। প্রতিদিন প্র্যাকটিসে নির্দিষ্ট সময়ে আসতে হবে। একদিন এসে তিনদিন ফাঁকি মারলে চলবে না।'

কিশোর ত্রিবেদী

> কিছুদিন দেখার পরই আমি জসপ্রীতকে বলেছিলাম, তোমার মধ্যে প্রতিভার অভাব নেই। তুমি যদি একটু সিরিয়াস হও, তবে সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলতে পারবে। প্রতিদিন প্র্যাকটিসে নির্দিষ্ট সময়ে আসতে হবে। একদিন এসে তিনদিন ফাঁকি মারলে চলবে না।
>
> -কিশোর ত্রিবেদী
> জসপ্রীত বুমরাহর ছোটবেলার কোচ

বুমরাহর সেরা অস্ত্র তাঁর বিদঘুটে বোলিং অ্যাকশন। কিন্তু শুধু সেই অ্যাকশনের ওপর ভরসা না করে পরবর্তী সময়ে নিজের বোলিংয়ে বিস্তর বৈচিত্র্য এনেছেন তিনি। শর্ট বল, নিখুঁত ইয়র্কার, স্লোয়ার এবং কাটার নিয়ে নিরলস কাজ করার সুফল আজ গোটা বিশ্বের সামনে। ছোটবেলার সেই দুষ্টু ছেলেই আজ ডেথ ওভারের রাজা, যে কোনও অধিনায়কের স্বপ্নের 'সুপারপাওয়ার'।

রবিবার ঘরের মাঠ নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে কিউয়ি-বধে বুমরাহর এই বৈচিত্র্যময় অস্ত্রগুলোই ঠিকঠাক কাজ করবে, এমনটাই বিশ্বাস তাঁর ছেলেবেলার কোচের। কিশোরের পাশাপাশি এখন গোটা দেশ প্রহর গুনছে, মোতেরায় বুমরাহ-ম্যাজিকেই ভারতীয় ক্রিকেটের মুকুটে জুড়বে সাফল্যের আরও এক নতুন পালক।

নির্বাসিত ফ্রেড কার্লি

মোনাকো, ৭ মার্চ : ডোপিংয়ের নিয়ম ভঙ্গের দায়ে দুই বছরের জন্য নিবাসিত হলেন প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন স্প্রিন্টার ফ্রেড কার্লি। অ্যান্টি-ডোপিংয়ের 'হোয়্যারঅ্যাবাউটস' (কোথায় আছেন তা জানানো) নিয়ম এক বছরে তিনবার লঙ্ঘন করায় এই কড়া শাস্তি দিল অ্যাথলেটিক্স ইন্টিগ্রিটি ইউনিট (এআইইউ)। এর ফলে ২০২৭ সালের অগাস্ট পর্যন্ত ট্র্যাকে নামতে পারবেন না এই মার্কিন তারকা। পাশাপাশি বাতিল করা হয়েছে তাঁর সাম্প্রতিক পদকগুলিও।

মেক্সিকোয় কড়া নিরাপত্তা

মেক্সিকো সিটি, ৭ মার্চ : মাদকচক্রের দৌরাত্ম্য ও লাগামহীন হিংসার মাঝেই ২০২৬ বিশ্বকাপের আয়োজক মেক্সিকো। তাই ফুটবলপ্রেমী ও খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে প্রায় এক লক্ষ নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করছে মেক্সিকো সরকার। 'প্ল্যান কুকুলকান' নামের এই নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয়ে থাকছে সেনা, পুলিশ, অ্যান্টি ড্রোন সিস্টেম এবং প্রশিক্ষিত কুকুর। ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনোও মেক্সিকোর এই বিশাল নিরাপত্তা আয়োজন নিয়ে সন্তোষপ্রকাশ করেছেন।

গুকেশের সান্ত্বনার জয়

প্রাগ, ৭ মার্চ : প্রাগ মাস্টার্স দাবায় নিজেদের অভিযান শেষ করলেন ভারতীয় দাবাড়ুরা। টুর্নামেন্টের শেষ রাউন্ডে সান্ত্বনাসূচক জয় পেলেন ডোম্মারাজু গুকেশ। তবে এই প্রতিযোগিতায় নজরকাড়া পারফরমেন্স করে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেছেন ভারতের অরবিন্দ চিদম্বরম। পাশাপাশি মহিলা বিভাগে দুর্দান্ত খেলে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছেন দিব্যা দেশমুখ। বিশ্বমঞ্চে তরুণ ভারতীয় দাবাড়ুদের এই ধারাবাহিক পারফরমেন্স দেশের ক্রীড়ামহলে নিঃসন্দেহে বড় প্রাপ্তি।

কোচের পদে ম্যাককুলামই

লন্ডন, ৭ মার্চ : অ্যাসেজে ১-৪ ব্যবধানে হার এবং সদ্য টি২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল থেকে বিদায়- টানা ব্যর্থতা সত্ত্বেও ইংল্যান্ডের হেডকোচ পদে থেকে যাচ্ছেন ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম। ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট রব কি-র ওপরও আস্থা রাখছে ইসিবি। ব্যর্থতার পর ম্যাককুলাম নিজেও দায়িত্ব চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আসন্ন ঘরোয়া মরশুমের জন্য দলের ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করতে ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছেন তিনি।

শুভেচ্ছা

বিবাহবার্ষিকী

☺ বাবা ও মা (বিকাশ মোহন সরকার ও শুক্লা সরকার)কে পঞ্চাশতম বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাই- পরিবারবর্গ, প্রধাননগর, শিলিগুড়ি।

সেমিফাইনালে বুদ্ধ শান্তি

নকশালবাড়ি, ৭ মার্চ : রথখোলা ফুটবল অ্যাকাডেমির ভারত-নেপাল ফ্রেন্ডশিপ কাপ ফুটবলের সেমিফাইনালে উঠল নেপালের বুদ্ধ শান্তি দল। শনিবার কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ২-১ গোলে হারিয়েছে জয়গুরু ফাইটার্সকে। ম্যাচের সেরা বুদ্ধ শান্তির সৌরভ মেসি।

নারী দিবসে ক্রিকেট

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব রবিবার প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ আয়োজন করবে। ক্লাবের কোচিং সেন্টারের শিক্ষার্থীরা তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে প্রীতি ম্যাচ খেলবে।

প্লে-অফে আলম

ক্রান্তি, ৭ মার্চ : ক্রান্তি ক্রিকেট লাভার্সের ক্রান্তি প্লাস্টিক প্রিমিয়ার লিগে শনিবার আলম মোটরস ৬ রানে হারিয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ফেরোসিয়াসকে। এই জয়ে তারা প্লে-অফে কোয়ালিফাই করল। প্রথমে আলম মোটরস ১০ ওভারে ৬ উইকেটে ১২৮ রান তোলে। ম্যাচের সেরা সোহেল হোসেনের অবদান ৮১ রান। মহম্মদ আফতাব ৩ উইকেট নেন। জবাবে রয়্যাল ১০ ওভারে ৬ উইকেটে ১২২ রানে আটকে যায়। সুজল ওরাওঁ ও শুভম ৩২ রান করেন। লাবু আলম পেয়েছেন ৩ উইকেট। রবিবার মাঠে খেলবে ক্রান্তি নাইট রাইডার্স ও সুপার কনস্ট্রাকশন ইউনিট।

ক্র্যাম্প নিয়ে লড়ে ফাইনালে লক্ষ্য

লন্ডন, ৭ মার্চ : অল ইংল্যান্ড ওপেন ব্যাডমিন্টনে পুরুষদের সিঙ্গলসের ফাইনালে উঠলেন লক্ষ্য সেন। শনিবার সেমিফাইনালে লক্ষ্য ২১-১৬, ১৮-২১ ও ২১-১৫ পয়েন্টে হারিয়েছেন কানাডার ভিক্টর লেইকে। দুইজনের লড়াইয়ের শুরুটা এদিন হয়েছিল ৫২ শটের র‍্যালি দিয়ে। প্রথম গেম জিতলেও দ্বিতীয় গেম হেরে একটু চাপে পড়ে গিয়েছিলেন ভারতীয় শাটলার। দ্বিতীয় গেমে ৩-৪ পয়েন্টে পিছিয়ে থাকার সময় লক্ষ্য পায়ের ক্র্যাম্প নিয়ে সমস্যায় পড়ে যান। সেই সময় তিনি চিকিৎসকের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। শুশ্রূষা করিয়ে সেই গেমে ঘুরে দাঁড়াতে না পারলেও তৃতীয় গেম জিতে বাজিমাত করেন।

ফাইনালে লক্ষ্যর সামনে চাইনিজ তাইপেইয়ের লিন চুন উই। ভারতীয়দের মধ্যে কেবলমাত্র প্রকাশ পাড়ুকোন ও পুল্লেলা গোপীচাঁদ অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টনে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। এর আগে ২০২২ সালে ফাইনালে উঠেও খালি হাতে ফিরতে হয়েছিল লক্ষ্যকে।

দাদাভাই স্পোর্টিংয়ের জয়

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন সূর্যপ্রতাপ ভৌমিক।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগের সুপার সিক্সে শনিবার দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব ৫ উইকেটে হারিয়েছে মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাবকে। টসে জিতে মিলনপল্লি ২৫.১ ওভারে ৯ উইকেটে ১১৫ রান করে। অরবিন্দকুমার যাদবের সংগ্রহ ২৯ রান। সূর্যপ্রতাপ ভৌমিক ৩৯ রানে ফেলে দেন ৫ উইকেট। জবাবে দাদাভাই ২০.৩ ওভারে ৫ উইকেটে ১১৭ রান তুলে নেয়। শচীন গুপ্ত ৪২ ও ম্যাচের সেরা সূর্যপ্রতাপ ৩৪ রান করেন। অরবিন্দ ৩৭ রানে নেন ২ উইকেট। দাদাভাইয়ের সচিব বাবুল পালচৌধুরী বলেছেন, 'আমাদের ক্রিকেটাররা ভালো খেলছে। এই ফর্ম ধরে রাখতে হবে। আর দুটো ম্যাচ জিতলেই চ্যাম্পিয়ন আমরা।' রবিবার নামবে নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাব ও সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন।

ভারতের থ্রি-ডি অস্ত্র, মোতেরায় ভরসা হার্দিক

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

আহমেদাবাদ, ৭ মার্চ : জসপ্রীত বুমরাহর নিখুঁত ইয়র্কার কিংবা সঞ্জু স্যামসনের ব্যাটিং বিস্ফোরণ নিয়ে যখন ক্রিকেট দুনিয়া মেতে, তখন নিঃশব্দে দলের আসল ইঞ্জিনটা চালাচ্ছেন অন্য একজন। তিনি হার্দিক পান্ডিয়া- ভারতীয় দলের 'এভরিহোয়্যার অলরাউন্ডার'!

রবিবার মোতেরার মেগা ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে নামার আগে টিম ইন্ডিয়ার সবচেয়ে বড় স্বস্তির জায়গা হল এই গুজরাট-তনয়ের আগুনে ফর্ম।

চলতি টি২০ বিশ্বকাপে হার্দিক আক্ষরিক অর্থেই সর্বত্র বিরাজমান। দলের যখনই ব্রেক থ্রু প্রয়োজন হচ্ছে, অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব চোখ বন্ধ করে বল তুলে দিচ্ছেন তাঁর হাতে। আর হার্দিকও বিন্দুমাত্র নিরাশ করছেন না। মাঝের ওভারে তাঁর ওই 'হার্ড লেংথ', স্লোয়ার বাউন্সার আর গতির বৈচিত্র্য বিপক্ষ ব্যাটারদের রীতিমতো নাকানিচোবানি খাওয়াচ্ছে। যে কোনও কঠিন সময়ে পার্টনারশিপ ভাঙতে এখন তাঁর জুড়ি মেলা ভার। আবার ব্যাট হাতে যখনই ডেথ ওভারে ক্রিজে আসছেন, তখন চেনা মেজাজে 'ফিনিশার'-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বোলারদের ওপর রীতিমতো স্টিমরোলার চালাচ্ছেন। বোলিংয়ে ৪ ওভারের কঠিন কোটা পূর্ণ করা থেকে শুরু করে স্লগ ওভারে দলের স্কোরবোর্ড রকেটের গতিতে ছোটানো- সব দায়িত্বই নিজের চওড়া কাঁধে তুলে নিয়েছেন এই তারকা অলরাউন্ডার।

প্রস্তুতিতে হার্দিক পান্ডিয়া। শনিবার।

ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মতে, টি২০ ফরম্যাটে হার্দিকের মতো একজন থ্রি-ডি (ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং) ক্রিকেটার দলে থাকা মানে যে কোনও অধিনায়কের কাছে পরম প্রাপ্তি। তাঁর উপস্থিতিতেই ভারতীয় দলের ভারসাম্য এতটাই মজবুত হয়েছে যে, থিঙ্কট্যাঙ্ক অনায়াসে প্রথম একাদশ নিয়ে নানা সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে পারছে।

রবিবার মোতেরায় ফাইনালে নামার আগে আরও একটা বড় অঙ্ক কাজ করছে। আহমেদাবাদ হার্দিকের ঘরের মাঠ। এই চেনা বাইশ গজ, চেনা আবহাওয়া আর এক লক্ষ তিরিশ হাজার ঘরের দর্শকের গগনভেদী সমর্থন তাঁর জন্য নিশ্চিতভাবেই বাড়তি টনিকের কাজ করবে। একদিকে অফ ফর্মে থাকা অভিষেক শর্মা বা স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীকে নিয়ে যখন দলের অন্দরে চাপা অস্বস্তি রয়েছে, তখন হার্দিকের এই 'সুপারম্যান' অবতারই কোচ গৌতম গম্ভীরের সবচেয়ে বড় ভরসা। কিউয়ি-বধে রবিবার মোতেরায় এই 'লোকাল বয়' চেনা মেজাজে জ্বলে উঠলে, ভারতের বিশ্বজয় কার্যত কেউ রুখতে পারবে না।

নৈশালোকে অ্যাথলেটিক্স

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : শিলিগুড়ি অ্যাথলেটিক্স ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের বার্ষিক অ্যাথলেটিক্স রবিবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত হবে। আয়োজকদের তরফে বিবেকানন্দ ঘোষ বলেছেন, 'বেলা ১২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত প্রতিযোগিতা চলবে। আলো কমলে অ্যাথলিটরা নৈশালোকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।' অর্গানাইজেশনের সচিব সুজয় ঘোষ রায় জানিয়েছেন, অনূর্ধ্ব-১৪, ১৬, ১৮ ও সিনিয়ার বিভাগে ২৫টি ইউনিটের প্রায় ৫০০ ছেলেমেয়ে মাঠে নামবে। ইভেন্ট থাকছে ৫৩টি।